بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফের মুখপত্র-

মাসিক হক্বের দা'ওয়াত

"হক্বের দা'ওয়াত" অর্থ : আল্লাহর দা'ওয়াত, সত্যের দা'ওয়াত।

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا

অর্থ: "হক্ব (সত্য) এসেছে, বাত্বিল (মিথ্যা) বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় বাত্বিল বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।"
(সূরো বনি ইসরাঈল: ৮১ নং আয়াত)

হক্বের দা'ওয়াত নামকরণ:

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

অর্থ: "হক্বের দা'ওয়াত দিতে হলে ছবর বা ধৈর্য ধরতে হয়।" (সূরা আছর-৩ নং আয়াত শরীফ)

১ম বর্ষ- ৬ষ্ঠ সংখ্যা
ছফর- ১৪৪৮ হিজরী
জুলাই- ২০২৬ ঈসায়ী
আষাঢ়- ১৪৩৩ বাংলা

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক :

মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম মুফতী আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী

উপদেষ্টা:
প্রফেসর মুহাম্মাদ মিজানুর ইসলাম
প্রফেসর মুহাম্মাদ আলমগীর হুসাইন
প্রফেসর মুহাম্মাদ ওবায়দুর রহমান
ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক :
মুহাম্মাদ তারিকুল ইসলাম তারেক
নির্বাহী সম্পাদক :
মুহাম্মাদ মাহফুজুর রহমান সিদ্দীকী
অনলাইন সম্পাদক :
মুহাম্মাদ অলিউল হাসনাত সিফাত সিদ্দীকী
ওয়েব
মুহাম্মাদ রাহাতুল ইসলাম সৌরভ
কম্পোজ
মুহাম্মাদ মামুনূর রশীদ সিদ্দীকী
বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক :
মুহাম্মাদ মাহফুজার রহমান
সার্কুলেশন ও প্রচার :
মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ্ আস সাকিবুল্লাহ্ সিদ্দীকী

সার্বিক যোগাযোগ:
প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক : ০১৩৪৪-৯৯১৭১১ (একমাত্র নিজস্ব নাম্বার)
অফিস : ০১৩২৮-৩১০৩০০
ওয়েব সাইট : **www.hoquerdawat.com**
ইমেইল : hoquerdawat@gmail.com
প্রধান কার্যালয় :
হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফ সুন্নতী জামে মসজিদ, **MMD.** ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী সুন্নতী মডেল স্কুল, কলেজ এন্ড এতিমখানা মাদ্রাসা, **MMD.** ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী মোড়, বারোপুর, বগুড়া শহর।
হাদিয়া : ৩০ টাকা মাত্র।

সূচিপত্র :

❖ .প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষকের বাণী ও দোয়া.............৪
❖ হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফ সুন্নতী মাদ্রাসা ও সুন্নতী জামে মসজিদের মৌলিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য.....৫

বিষয়: দরসে কুরআন

❖ পবিত্র কুরআন শরীফের বাংলা ও ইংরেজিতে উচ্চারণ ও অর্থসহ প্রত্যেক শব্দ ও বাক্যের সহীহ্ অনুবাদ........৬
❖ বিষয়: দরসে হাদীস...৮
❖ সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার বিশেষ নছীহত মুবারক (৪র্থ পর্ব)...৯
❖ ছফর মাসের ফজিলত...১০
❖ ছফর মাসের ১ম রাত্রির ফজিলত.......................১০
❖ আখেরী চাহার শোম্বাহ...১০
❖ আখেরী চাহার শোম্বাহ দিনের আমল.......................১১
❖ আক্বিদা শুদ্ধ করার মাস ছফর মাস........................১১
❖ ছফর মাসের বিশেষ দিবস সমূহ............................১২

ফতওয়া বিভাগ

❖ মুসলমানদের জন্য কয়েকটি ছাড়া সমস্ত খেলাধুলা হারাম হওয়ার দলীল...............................১৩

প্রশ্ন-উত্তর বিভাগ

❖ প্রত্যেক নামাজের আগে নির্দিষ্টভাবে নিয়ত করা লাগবে কি'না? যেমন ফরজ নামাজ সুন্নাত নামাজ, নফল নামাজ, তাহিয়াতুল অজুর নামাজ, দুখুলুল মাসজিদের নামাজ ক্বলাল জুমআ'র নামাজ ইত্যাদি.........................১৭
❖ ঢাকা শহর মেসে থাকাকালীন সনাতনদের বা ভিন্ন ধর্মীয় ছাত্রদের সাথে থাকা এবং এক পাত্র থেকে ডাল-ভাত খাওয়া-দাওয়া করা ইসলাম কতটুকু সমর্থন করে.......১৭
❖ কিস্তির মাধ্যমে পণ্য কেনা যাবে কি'না?...................১৮
❖ ইলেকট্রনিক ব্যাট দিয়ে মশা মারা যাবে কি'না...........১৮
❖ বিনা অযুতে বা নাপাক অবস্থায় দুরুদ শরীফের আমল করা যাবে কিনা...১৮
❖ ব্রাজিল বা আর্জেন্টিনার পতাকা বাড়িতে বা প্রতিষ্ঠানে টাঙানো যাবে কি'না?.......................................১৯
❖ ছোঁয়াচে রোগ সম্পর্কে ইসলাম কি বলে?.................২০
❖ পাগড়ী পড়ার জন্য হাফেজ বা আলেম হওয়া শর্ত নাকি যেকেউ পাগড়ী পড়তে পারবে?...........................২২
❖ (নফল নামায পর্ব) সোমবার দিনের নামায...............২৩
❖ সোমবার দরূদ শরীফ পড়ার ফজিলত......................২৪

দিন-রাত তথা ২৪ ঘন্টা নবীজি ﷺ উনার সুন্নাত

❖ ওজুতে ১৮টি সুন্নাত...................................২৪

অল্প সময়ে কোটি কোটি ছওয়াবের রত্ন ভান্ডার

❖ কোন দিন ইফতার করালে সমস্ত উম্মতকে ইফতার করানোর সওয়াব হয়?...................................২৫
❖ কত আয়াত পাঠ করলে ১৭৩টি উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ সওয়াব হয়?...২৫
❖ কোন নামাজে প্রতি অক্ষরে ২৫ থেকে ৪ লক্ষ কোটি সওয়াব হয়?...২৫
❖ কোথায় কুরআন পড়লে প্রতি অক্ষরে ৬০ লক্ষ থেকে ৬০ কোটি সওয়াব?...২৫
❖ কোন একটি রাতের ইবাদত ৮৩ বছর ৪ মাসের ইবাদত থেকে উত্তম?..২৫

মাসআলা মাসায়েল ও নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় দু'আ....২৬
দরুদে তাজের ফজিলত ও দরূদ শরীফ....................২৭
❖ বড়পীর আব্দুল কাদির জিলানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) উনার জীবনী মুবারক (১ম পর্ব)......................................২৮
❖ খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) উনার জীবনী মুবারক (১ম পর্ব)..২৯

ঘটনা পর্ব

❖ জীবন পরিবর্তনের সুন্দর একটি ঘটনা- সুদের ব্যবসায়ী হলেন হক্বানী অলী (২য় পর্ব)...........................৩০
❖ মহব্বত করে পিতার হক্ব আদায় করলে কেমন মর্যাদা পাওয়া যায় (২য় পর্ব) ৩১
❖ পীর সাহেবের ছেঁড়া জুতো ও আমীর খসরুর রাজকীয় ত্যাগ (২য় পর্ব)...৩২
❖ নাতে ও রসূল ﷺ ও শানে মুর্শিদ...........৩৩

কলাম ও মতামত বিভাগ

❖ কারবালার হৃদয় বিদারক ইতিহাস (২য় পর্ব)......৩৫
❖ নবী-রসূল (আলাইহিমুস সালাম) ও অলী-আউলিয়ায়ে কিরাম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) উনাদের শাফায়াত করা প্রসঙ্গে (৫ম পর্ব)........৩৮
❖ Best Murshid Award.............................৪০
❖ হযরত উসমান গণী যুন নূরাইন رضي الله عنه উনার শাহাদাত মুবারক এবং প্রাসঙ্গিক পর্যালোচনা....................৪০
❖ শিয়াদের ভ্রান্ত ও কুফরী আক্বিদা.....................৪২
❖ হক্বানী অলী-আওলিয়াদের অনুসরণ করা মহান আল্লাহ পাক উনার নির্দেশ (৪র্থ পর্ব).............৪৩
❖ বলাৎকার নিয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি..................৪৫
❖ স্বাস্থ্যকথা..৪৮

আপনাদের মতামত বিভাগ:

❖ সম্পাদকীয় : সামাজিক অবক্ষয় ও অস্থিরতা দূরীকরণে ইসলামিক মূল্যবোধের বিকল্প নেই....৪৯
❖ প্রযুক্তির অবক্ষয় ও হক্বানী অলীদের চরিত্রহনন: একটি ন্যাক্কারজনক অপচেষ্টা ও আইনি অপরাধ.........৫০
❖ হক্ব তালাশীদের জন্য বিশেষ বার্তা...................৫২
❖ শর্ত সাপেক্ষে প্রকাশ্য বাহাসের চ্যালেঞ্জ............৫৩

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষকতায় :

অসংখ্য ইসলামী কিতাব লেখক ও গবেষক-অলীয়ে কামিল-মুকাম্মিল, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাচ্ছির, হক্ব-সিলসিলা ফুরফুরা শরীফ হতে সকল ত্বরীকায় খেলাফতপ্রাপ্ত,

সন্ত্রাস-জঙ্গীপনা বিরোধী মুর্শিদ-

মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী

বিসিএস (এ.সি.), ট্রিপল টাইটেল, বি.এ. অনার্স (ফোর্থ ষ্ট্যান্ড), এম.এ. (ফোর্থ ষ্ট্যান্ড)
সম্মানিত সভাপতি, বগুড়া জেলা সহ উত্তরবঙ্গ সকল জেলা, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত, বাংলাদেশ ও গ্র্যান্ড মুফতী, সুন্নতী মুফতী বোর্ড, বাইআত, দা'ওয়াত ও হাক্বিকতে জিহাদ ভিত্তিক সুন্নতী খেলাফত কায়েম গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ।

নবী ﷺ সাহাবী رضي الله عنه ও অলীদের মত পথ প্রচার প্রসার কমিটি, ফিৎনা প্রতিরোধ কমিটি, হুজুর পাক ﷺ উনার প্রতি ইসলামের ছদ্মবেশে দুশমনি আক্বিদা পোষণ ও প্রচারকারী মুরতাদদের প্রতিরোধ কমিটি, বাংলাদেশ এবং ফুরফুরা শরীফসহ সকল হক্বানী অলীদের দরবার ও প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক, হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফ সুন্নতী জামে মসজিদ, MMD. ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী সুন্নতী মডেল স্কুল, কলেজ এন্ড এতিমখানা মাদ্রাসা, MMD. ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী মোড়, বারোপুর, বগুড়া শহর এবং হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া সুন্নীয়া নিজামিয়া হাফেজীয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা এবং সুন্নতী জামে মসজিদ, তারাকুল, জয়পুরহাট সহ সারা দেশ-বিদেশে প্রতিষ্ঠিত দরবার ও মাদ্রাসা।

মোবাইল : ০১৩৪৪-৯৯১৭১১ (বিকাশ/ নগদ/ রকেট)

মুর্শিদ ক্বিবলা উনার লিখিত কিতাব সংগ্রহের জন্য দরবারে যোগাযোগ করুন-০১৩২৮-৩১০৩০০

কুরআন-সুন্নাহর দলিলভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এবং প্রতি জুমআ'র বয়ান ও মাহফিল লাইভ শুনতে নিচের ইউটিউব চ্যানেলগুলো সাবস্ক্রাইব করুন-

**Youtube : Zongi Sontrash Birodhi Waz D. Ashraf Siddique,
D. Ashraf Siddique Waz Collection,
Sunni Waz Bogura or d.ashraf siddique online radio**

সহজেই চ্যানেলগুলো পেতে QR Code স্ক্যান করুন:

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষকের বাণী ও দোয়া :

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্ পাক উনার জন্য, যিনি আমাদেরকে সঠিক আমল-আক্বীদা ও ঈমানের নেয়ামতে ধন্য করেছেন এবং হক্বের পথে চলার তাওফিক দান করেছেন। দরূদ ও সালাম পেশ করছি সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, হাবীবুল্লাহ্ হুজুর পাক ﷺ উনার উপর। যাকে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ্ পাক কুল কায়িনাতের কোনো কিছুই সৃষ্টি করতেন না। (মুসতাদরেকে হাকীম)

বর্তমান যুগ ফিতনা, বিভ্রান্তি ও অপসংস্কৃতিতে পরিপূর্ণ। সত্য ও মিথ্যার সীমারেখা আজ অনেকের কাছেই ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ্ পাক উনার হাবীব নবীজি পাক ﷺ ও সাহাবীগণ رضي الله عنهم উনাদের রেখে যাওয়া ইসলাম ভুলে দলীয় স্বার্থে, অর্থের স্বার্থে ইসলামকে বিকৃত করে কিছু মৌলভী ও পীর দাবীদারেরা মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। এই সংকটময় সময়ে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মানুষের সামনে হক্বের দা'ওয়াত পৌঁছে দেওয়া সময়ের একান্ত দাবী।

এই উপলব্ধি থেকেই আমরা মাসিক ইসলামি পত্রিকা **"মাসিক হক্বের দাওয়াত"** প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। এ পত্রিকার লক্ষ্য কোনো ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠীর প্রচার নয়; বরং একমাত্র উদ্দেশ্য হলো- হক্বকে হক্ব হিসেবে তুলে ধরা, বাতিলকে বাতিল হিসেবে চিহ্নিত করা এবং পাঠককে আল্লাহ্ পাক ও উনার হাবীব হায়াতুন্নবী, আখেরী নবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লহ ﷺ উনার সঠিক পথে আহ্বান জানানো। এই পত্রিকায় আক্বিদা, ইবাদত, আখলাক, সমাজ সংস্কার, সমসাময়িক দ্বীনি প্রশ্ন ও যুবসমাজের দিকনির্দেশনা নিয়ে বিশুদ্ধ ও দলীলভিত্তিক লেখা উপস্থাপনের চেষ্টা করা হবে ইংশা-আল্লাহ্ ।

আল্লাহ্ পাক ও রসূল পাক (ﷺ) দয়া করে **"মাসিক হক্বের দা'ওয়াত"** সংকলনের কাজে কবুল করেছেন- আলহামদুলিল্লাহ্। আমি মহান আল্লাহ্ পাক উনার দরবারে দোয়া করি তিনি যেন এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করেন, একে হক্বের দাওয়াতের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে ইখলাস ও দৃঢ়তা দান করেন। পাঠক, লেখক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে বিনীত অনুরোধ আপনারা দোয়া ও গঠনমূলক পরামর্শের মাধ্যমে আমাদের পাশে থাকবেন ইনশা-আল্লাহ্ ।

সন্ত্রাস-জঙ্গীপনা বিরোধী মুর্শিদ-

মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী

বিসিএস (এ.সি.), ট্রিপল টাইটেল, বি.এ. অনার্স (ফোর্থ ষ্ট্যান্ড), এম.এ. (ফোর্থ ষ্ট্যান্ড)

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক

মাসিক হক্বের দা'ওয়াত

হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফ সুন্নতী মাদ্রাসা ও সুন্নতী জামে মসজিদের মৌলিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য:

উহা ফিতনা ফাসাদ, জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাস বিরোধী সত্যের সন্ধান দিয়ে প্রত্যেক মহিলা-পুরুষকে ফরজ ও সুন্নতী পর্দার মধ্য দিয়ে মহান আল্লাহপাক এবং হুযুর পাক ﷺ উনাদের সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করে ঈমান, নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত ও পর্দা এবং পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ, শবে বরাত, শবে ক্বদর সহ সত্যিকারের ইসলামে গ্রহণযোগ্য হানাফী মাযহাব ভিত্তিক ও হক্ব সুন্নতী শরীয়ত-ত্বরীকত-হাকিক্বত ও মারেফত ভিত্তিক সকলকে পবিত্র কুরআন শরীফ, হাদীস শরীফ, ইজমা ও কিয়াসের আলোকে সঠিক আমল আক্বিদা শিক্ষা দিয়ে দেশ, জাতি, সমাজ-প্রতিবেশী, পরিবার, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততী, মা- বাবা, ভাই-বোন সহ সকল আপনজন এবং নিজেদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে উপকার সাধনের সঠিক দিক নির্দেশনা দানকারী একটি অরাজনৈতিক সুন্নতী দরবার শরীফ, আর এই দরবার শরীফের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে ধর্মের লেবেলে কোনো সন্ত্রাস ও জঙ্গীপনা করা যাবেনা, দেশ-জাতি ও ইসলামের সামান্যতমও ক্ষতি বা ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হয় এমন কোনো কাজ এই দরবারের সাথে সম্পৃক্ত **মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. মুফতী ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ সিদ্দীকী** উনার কোনো মুরিদ বা অনুসারী যুক্ত হতে পারবেন না। এরকম কোনো কাজের অথবা কোনো জঙ্গী-সন্ত্রাসী সংগঠনের সাথে সম্পৃক্তির কোনো প্রমাণ উনার কোনো মুরিদের কার্যক্রমে পাওয়া গেলে সাথে সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাকে অত্র দরবার শরীফের সকল কার্যক্রম থেকে বহিষ্কার করা হবে। আমাদের লক্ষ্য আমরা কুরআন, সুন্নাহ্, ইজমা, কিয়াস ভিত্তিক ও সুন্নতের ভিত্তিতে সত্যিকারের ইসলাম নিজেরা মানবো অন্যকে দাওয়াতের মাধ্যমে মানানোর চেষ্টা করবো। দেশ, জাতি ও ইসলামের উপকার করার চেষ্টা করবো। কারো কোনো ক্ষতি করবো না। আমরা সুদ-ঘুষ, জেনা, চুরি-ডাকাতি, খুন, সন্ত্রাস-জঙ্গীপনা, হরতাল, লংমার্চ, প্রাণীর ছবি ভিডিও, টিভি, গান-বাজনা, মদ, জুয়া, গাজা, হিরোইন, ইয়াবা, বিড়ি, সিগারেট, তামাক, জর্দা ও গুলসহ সকল হারাম কাজ থেকে মুক্ত থাকবো ও দলীয় স্বার্থের নেশায় মত্ত না হয়ে আমরা সকলেই আজীবন খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নতী নিয়মে হাকিক্বতে বাইয়াত, দা'ওয়াত এবং হারাম ও কাফেরদের তাশাব্বুহ্ মুক্ত জিহাদ ভিত্তিক সুন্নতী খিলাফত কায়েম করা এবং আল্লাহর খালিছ অলী হওয়ার আপ্রাণ প্রচেষ্টা আজীবন চালিয়েই যাবো ইংশা-আল্লাহ্।

নবীজি পাক ﷺ বলেছেন, মহিলাগণ আমার পিছনে (কাবা অথবা মসজিদে নববীতে) নামাজ পড়ার চাইতে ঘরের ভিতরে একা একা নামাজ পড়লে ২৫ গুণ ছওয়াব বেশি পাবে। (দায়লামী শরীফ ২/২৮৯ পৃ. ও সহীহ্ ইবনু খুজায়মা সহ অনেক নির্ভরযোগ্য দলীল) আমাদের সুন্নতী জামে মসজিদে কোনো মহিলা জামাতে নামাজ পড়তে পারবেন না। ইসলামী শরীয়তে জামাতে নামাজ পড়া মহিলাদের জন্য সম্পূর্ণ মাকরূহে তাহরীমী ও সাহাবাগণ রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম উনাদের ইজমা অস্বীকার করা কুফরী। (সমূহ ফতওয়ার কিতাব) একা একা নামাজ আদায় করে শুধুমাত্র সুন্নতী ওয়াজ, তওবা, বাইয়াত ও দোয়াতে শরীক হয়ে পর্দার সাথে আম্মা হুজুরের সহিত মহিলাদের সাক্ষাত করার জন্য আসার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। উক্ত দরবার শরীফের মহিলা মহলে ৫ বছরের উর্ধ্বে কোনো পুরুষ প্রবেশ করতে পারবে না এবং পুরুষ মহলে কোনো মহিলা প্রবেশ করতে পারবেনা। এবং কোনোক্রমেই নারী-পুরুষ বেপর্দা হতে পারবে না। (উহা দন্ডনীয় অপরাধ)।

বিষয়: দরসে কুরআন

সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা মুহাম্মাদ MMD. ইমাম মুফতী আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী সংকলিত-

পবিত্র কুরআন শরীফের বাংলা ও ইংরেজিতে উচ্চারণ ও অর্থসহ প্রত্যেক শব্দ ও বাক্যের সহীহ্ অনুবাদ কিতাব

(১ম খন্ড থেকে সংগৃহীত)

১ম পারা

ركوعها-٤٠	سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ مَدَنِيَّةٌ	اٰياتها-٢٨٦
রুকু সংখ্যা-৪০	সূরোতুল বাক্বোরোহ-মদিনায় অবতীর্ণ	আয়াত সংখ্যা-২৮৬
Ruku-40	**Surotul Bakoro- Descended in Madina**	**Ayaat-286**

পূর্ণাঙ্গ আয়াত শরীফ

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

আরবি: (٣) الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۙ

বাংলা উচ্চারণ: আল্লাযীনা ইউ'মিনূনা বিল্‌গইবি ওয়া ইউক্বীমূনাছ্ ছলা-তা ওয়া মিম্মা-রযাক্বনা-হুম্ ইউংফিক্বু-ন্।

বাংলা অর্থ: তারাই, যারা না দেখে ঈমান আনে, নামায কায়েম রাখে এবং আমার দেওয়া জীবিকা থেকে আমার পথে ব্যয় করে।

English Transliteration: Allazeena yu'minuuna bilgoibi wa yuqeemuunas solaata wa mimmaa rojaqnaahum youngfiquun.

Translate Of English: Who believe in the unseen, establish prayer, and spend out of what We have provided for them.

প্রত্যেক শব্দের বাংলা উচ্চারণ ও অর্থ:

وَيُقِيْمُوْنَ	بِالْغَيْبِ	يُؤْمِنُوْنَ	الَّذِيْنَ	আরবি:
ওয়া ইউক্বীমূনা	বিল্‌গইবি	ইউ'মিনূনা	আল্লাযীনা	বাংলা উচ্চারণ:
এবং কায়েম করে	অদৃশ্য বিষয়ের ওপর	ঈমান আনে	যারা	বাংলা অর্থ:

(٣)	يُنْفِقُوْنَ ۙ	رَزَقْنٰهُمْ	وَمِمَّا	الصَّلٰوةَ
(৩)	ইয়ুংফিক্বু-ন	রযাক্বনা-হুম	ওয়া মিম্মা-	আছ্ ছলা-তা
(৩)	আমরা তাদেরকে রিযিক দিয়েছি	তারা ব্যয় করে	এবং তা থেকে যা	সলাত তথা নামাজ

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۗ(٤)

৪। ওয়াল্লাযীনা ইউ'মিনূনা বিমা-উংযিলা ইলাইকা ওয়ামা-উংযিলা মিং ক্বব্লিক্; ওয়া বিল্ আ-খিরোতিহুম্ ইউক্বিনূ-ন।

৪। এবং তারাই, যারা ঈমান আনে ইহার উপর যা, (ও আমার হাবীব (ﷺ)!) আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা আপনার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে, আর পরলোকের উপর নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে।

4. Wallazeena yu'minuuna bimaa ungjila ilaika wa maaa ungjila ming qoblika wa bil Aakhiroti hum yuuqinuun.

4. And who believe in what has been revealed to you, [O Rosul Sollallahu Alaihi Wa Sallam], and what was revealed before you, and of the Hereafter they are certain [in faith].

وَمَا	اِلَيْكَ	اُنْزِلَ	بِمَا	يُؤْمِنُوْنَ	وَالَّذِيْنَ
ওয়ামা-	ইলাইকা	উংযিলা	বিমা-	ইউমিনূনা	ওয়াল্লাযীনা
এবং যা	আপনার প্রতি	অবতীর্ণ করা হয়েছে	তার প্রতি, যা	ঈমান আনে	এবং যারা

(٤)	يُوْقِنُوْنَ ۗ	هُمْ	وَبِالْاٰخِرَةِ	مِنْ قَبْلِكَ ۚ	اُنْزِلَ
(৪)	ইউক্বিনূ-ন্	হুম্	ওয়া বিল্ আখিরোতি	মিং ক্বব্লিক	উংযিলা
(৪)	নিশ্চিত বিশ্বাস করে	তারা	এবং আখিরাতের প্রতি	আপনার পূর্বে	অবতীর্ণ করা হয়েছে

(অসমাপ্ত পরবর্তী সংখ্যার অপেক্ষায় থাকুন)

একইসাথে আরবি আয়াতের সাথে বাংলা উচ্চারণ, বাংলা অনুবাদ, ইংরেজি উচ্চারণ, ইংরেজী অনুবাদ আবার প্রতিটি শব্দের বাংলা উচ্চারণ ও অর্থসহ পূর্ণাঙ্গ কুরআন শরীফ আগে কোথাও প্রকাশ হয়নি যা হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফের সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা মুহাম্মাদ MMD. ইমাম মুফতী আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী হুজুর ক্বিবলা প্রকাশ করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

আপনার কপিটি সংগ্রহ করুন। সরাসরি দরবার শরীফে এসে সংগ্রহ করতে পারেন অথবা কুরিয়ারে নিতে পারেন।

কিতাবটি সংগ্রহ করতে যোগাযোগ করুন-০১৩২৮-৩১০৩০০ (দরবার অফিস) (হোয়াটসঅ্যাপ)

বিষয়: দরসে হাদীস

সহীহ বুখারী শরীফের প্রথম হাদীস (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) অনুসারে, মানুষের সকল কাজের ফলাফল তার নিয়ত বা অভিপ্রায়ের ওপর নির্ভরশীল। এটি ইবাদত ও কর্মের গ্রহণযোগ্যতার জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বিশুদ্ধ নিয়তের আবশ্যকতা তুলে ধরে, যার ফলে নিয়ত অনুযায়ী প্রতিদান নির্ধারিত হয়।

<u>বুখারী শরীফের ১ম হাদীস শরীফ সনদসহ:</u>

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ، يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. رضى الله عنه. عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

অর্থ: 'আলক্বামাহ ইবনু ওয়াক্কাস আল-লায়সী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) হতে বর্ণিত। আমি 'উমার ইবনুল খত্তাব (رضي الله عنه)-উনাকে মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছিঃ আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-উনাকে বলতে শুনেছিঃ কাজ (এর প্রাপ্য হবে) নিয়ত অনুযায়ী। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে। তাই যার হিজরত হবে ইহকাল লাভের অথবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে- তবে তার হিজরত সে উদ্দেশেই হবে, যে জন্যে, সে হিজরত করেছে।] (বুখারী শরীফ-১ম হাদীস)

<u>১. হাদীসের প্রেক্ষাপট (শানে ওরুদ):</u> তৎকালীন সময়ে এক ব্যক্তি এক নারীকে বিয়ের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। তার হিজরত আল্লাহর জন্য ছিল না, ছিল বিয়ের জন্য। একে কেন্দ্র করেই রাসুল (ﷺ) এই কথাটি বলেন যে, যে আল্লাহর জন্য হিজরত করবে সে তার সওয়াব পাবে, আর যে দুনিয়াবি উদ্দেশ্যে করবে সে শুধু সেটুকুই পাবে।

<u>২. মূল ব্যাখ্যার পয়েন্ট সমূহ</u>

<u>* কবুল হওয়ার শর্ত:</u> কোনো ইবাদত (যেমন: নামাজ, রোজা, দান) আল্লাহর কাছে কবুল হওয়ার প্রধান শর্ত হলো নিয়ত। লোক দেখানো বা সুনাম কুড়ানোর উদ্দেশ্যে করা কোনো কাজ ইবাদত হিসেবে গণ্য হয় না।

<u>* পার্থক্যকারী:</u> নিয়তই ঠিক করে দেয় একটি কাজ ইবাদত নাকি সাধারণ অভ্যাস। যেমন-কেউ যদি পরিষ্কার হওয়ার জন্য গোসল করে তবে তা সাধারণ কাজ, কিন্তু অপবিত্রতা দূর করার নেক নিয়তে করলে তা ইবাদত।

<u>* নিয়তের কারণে সওয়াব:</u> কোনো ব্যক্তি যদি একটি ভালো কাজ করার খাঁটি নিয়ত করে কিন্তু কোনো কারণে তা সম্পন্ন করতে না পারে, তবুও আল্লাহ্ পাক তাকে সেই কাজের পূর্ণ সওয়াব দান করেন। সুবহানাল্লাহ্!

<u>* সাধারণ কাজকে ইবাদতে রূপান্তর:</u> যদি কেউ প্রতিদিনের সাধারণ কাজগুলো (যেমন: আয় করা, খাওয়া বা ঘুমানো) আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং তাঁর হুকুম পালনের শক্তি অর্জনের নিয়তে করে, তবে সেই সাধারণ কাজগুলোও সওয়াবের কাজে পরিণত হয়।

<u>শিক্ষণীয় দিক:</u> এই হাদীসটি আমাদের শেখায় যে, বড় কাজের চেয়ে শুদ্ধ মানসিকতা (Sincerity) বেশি জরুরি। কাজের পরিমাণ যা-ই হোক না কেন, তার পেছনে উদ্দেশ্য যদি সৎ না থাকে তবে আল্লাহর কাছে তার কোনো মূল্য নেই।

◈ সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার বিশেষ নছীহত মুবারক (৪র্থ পর্ব) ◈

মুহাম্মাদ মামুনূর রশীদ সিদ্দীকী

২৮শে মুহররম ১৪৪৭ হিজরী, ২৪শে জুলাই ২০২৫ ঈসায়ী রোজঃ বৃহস্পতিবার। **সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম মুফতী আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী (মাদ্দাজিল্লুহুল আলী)** এশা নামাজের পূর্বে মসজিদে তাশরীফ আনলেন। এশা নামাজের পর সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা মিম্বরে বসে নছীহত মুবারক শুরু করলেন। সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা বললেন,

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক উনাকে যারা ভয় করে, তারাই হলেন হক্বানী আলেম বা অলী।" (সূরা ফাতির-২৮ নং আয়াত শরীফ) আল্লাহ্ পাক উনাকে ভয় না করে কেউ যদি সারা জগতের সকল লেখাপড়া করে তারপরেও সে হক্বানী আলেম বা অলী হতে পারবেনা। আর কারো যদি দুনিয়াবী কোনো লেখাপড়া নাও থাকে শুধুমাত্র আল্লাহর ভয় যদি তার মধ্যে থাকে তাহলে সে হক্বানী আলেম এবং অলীর মর্যাদা পাবে। কারণ তাক্বওয়ার অপর নাম হলো অলী।

এরপর সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা সকল ছাত্র-শিক্ষক ও খাদেমদের উদ্দেশ্যে বললেন, আপনারা এখানে আল্লাহর অলি হতে এসেছেন। অলি যারা হতে চায় তাদের সেক্রিফাইস লাগে। বিলাসিতার মধ্যে অলী হওয়া যায় না বাবা। প্রতিটা অলীর জীবন কষ্টের জীবন। কষ্ট করলে তাকে আল্লাহ্ পাক অলী হিসেবে কবুল করেন। বাত্বিল ফেরক্বার যে মাদ্রাসাগুলো আছে, প্রত্যেক মাদ্রাসাতে নবীজি পাক ﷺ ও হক্বানী অলীদের দুশমনী আক্বিদা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আপনারা এই মাদ্রাসায় পড়ে নবীজি ﷺ উনার প্রেমিক হচ্ছেন। আর নবীপ্রেমের নাম হলো ঈমান। (বুখারী শরীফ-১৫ নং হাদীস শরীফ, ১/৭ পৃষ্ঠা। তিনি আরবী ইবারত সহ বর্ণনা করলেন)।

এরপর বললেন, আমার মাদ্রাসার সকল ছাত্র-শিক্ষক, খাদেম-খুদামা সকলের প্রতি আমার অসিয়ত, আপনারা প্রত্যেকেই এখান থেকে একজন হক্বানী আলেম ও অলী হয়ে নিজ এলাকায় গিয়ে হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীকিয়া দরবার শরীফের সুন্নতী মাদ্রাসার আঙ্গিকে একটি করে মাদ্রাসা দিবেন। আল্লাহ্ পাক ও নবীজি পাক ﷺ উনার সন্তুষ্টির জন্য প্রত্যেক এলাকায় হক্বের দা'ওয়াত প্রচার করবেন। আপনাদের দ্বারা লক্ষ-কোটি মানুষ হক্বের দা'ওয়াত পেয়ে যাবে ইংশা-আল্লাহ্।

নিজামিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা নিজামুল মুলক রহমাতুল্লাহি আলাইহি একদিন মাদ্রাসা পরিদর্শনে গেলেন। তিনি মাদ্রাসায় ঢুকলেন, মাদ্রাসায় ক্লাস চলছে, কুরআন-হাদীস শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। একটার পর একটা ক্লাসরুমে ঢুকলেন। ক্লাসে ঢোকার পরে তিনি ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন- 'বাবা, আপনি কেন লেখাপড়া করছেন? কেন এই মাদ্রাসায় ভর্তি হয়েছেন?' কেউ বলল, 'এই মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে আমি বড় হবো।' আরেকজন বলল, 'এই মাদ্রাসায় লেখাপড়া করার পরে আমি বড় চাকরি নিব।' আরেকজন বলল, 'এই মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে আমি মানুষের কাছে সম্মানিত হবো।' আরেকজন বলল, 'এই মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে আমি অনেক ধনী হবো।' বিভিন্ন রকমের কথা বলল, যার যেরকম ইচ্ছা সেরকম ইচ্ছার কথা বলল। তারপর সবশেষে ৬-৭ বছরের একটি ছোট্ট শিশুকে দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কেন মাদ্রাসায় ভর্তি হয়েছো বাবা? শিশুটি উত্তর দিলেন, আপনার সন্তুষ্টির মধ্য দিয়ে 'মহান আল্লাহ পাক এবং হুজুর পাক ﷺ উনাদের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এখানে ভর্তি হয়েছি।' উনার উত্তর শুনে নিজামুল মুলক রহমাতুল্লাহি আলাইহি অত্যন্ত খুশি হয়ে উনাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আমি আজ মাদ্রাসা পরিদর্শনে এসে খুবই হতাশ হয়ে গিয়েছিলাম।

তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম! যদি এই একটি শিশু এই মাদ্রাসায় না থাকতো, আমি আজকে এই মাদ্রাসা বন্ধ করে দিতাম। এই একটি শিশুই হলো এই মাদ্রাসার আত্মা। সুবহানাল্লাহ। এই একটি শিশুর কারণে এই মাদ্রাসা ভেঙে ধ্বংস না করে আমি মাদ্রাসা রেখে দিলাম। এই শিশুটিই হলেন, হযরত ইমাম গাজ্জালী রহমাতুল্লাহি আলাইহি। সুবহানাল্লাহ। যুগ শ্রেষ্ঠ, সারা জগতের শ্রেষ্ঠ অলী ছিলেন। পঞ্চম শতাব্দীর যাকে মুজাদ্দিদ বলা হয়। সুবহানাল্লাহ !

এরপর মুর্শিদ ক্বিবলা বললেন, আপনারা তো সবাই আল্লাহ, নবীজি ﷺ ও মুর্শিদ ক্বিবলার সন্তুষ্টির জন্য এসেছেন। তাহলে আপনাদেরকে তো আল্লাহ পাক অলী বানাবেন এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই ইনশা-আল্লাহ্। এই নিয়তে আপনারা পড়বেন। যে দুনিয়া চাইতে গেলো, সে সব হারালো। সে দুনিয়াও পাবে না আখেরাতও পাবে না। আর যে আল্লাহ্, নবীজি ﷺ ও মুর্শিদ ক্বিবলার সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে নিবেদন করে তার যদি পৃথিবীতে কিছু না থাকে তবুও সে অনাদি-অনন্তকাল আল্লাহর জান্নাতের বাদশা। সুবহানাল্লাহ!

পরবর্তী সংখ্যার অপেক্ষায় থাকুন।

ছফর মাসের ফজিলত

MMD. ইমাম মুফতী আশরাফ সিদ্দীকী হুজুর ক্বিবলা রচিত- "সনদসহ হাজার হাজার দলীল সমৃদ্ধ ১২ চাঁদের ২৪ ঘন্টার সুন্নতী আমল ও দোয়ার ভান্ডার" কিতাবের ১৩৫ পৃষ্ঠায় এসেছে, আরবি বছরের ২য় মাসের নাম ছফর। ছফর আরবি শব্দ। ছফর শব্দের অর্থ: খালি, শূন্য। মহররম মাসে যুদ্ধ বন্ধ থাকায় আরবরা এ মাসে দলে দলে যুদ্ধে যেত। ফলে তাদের ঘর খালি হয়ে যেত। আর আরবিতে 'সফরুল মাকান' বলতে এমন জায়গা বুঝায় যা মানুষ শূন্য। এজন্য এ মাসের নামকরণ করা হয় 'ছফর'।

এই মাসটিরও বিভিন্ন তারিখে নফল নামায এবং অন্যান্য নফল ইবাদত সমূহ আদায় করলে যথেষ্ট ছওয়াব হাছিল হয়। এজন্য এই মাসটিও আমাদের জন্য বিশেষ ফজিলতের মাস।

ছফর মাসের ১ম রাত্রির ফজিলত

MMD. ইমাম মুফতী আশরাফ সিদ্দীকী হুজুর ক্বিবলা রচিত- "সনদসহ হাজার হাজার দলীল সমৃদ্ধ ১২ চাঁদের ২৪ ঘন্টার সুন্নতী আমল ও দোয়ার ভান্ডার" কিতাবের ১৩৫ পৃষ্ঠায় এসেছে,

যখন ছফর মাসের চাঁদ দেখা যাবে, তখন যে ব্যক্তি ঐ রাত্রিতে মাগরিবের নামাজের পরে ও এশার নামাজের পূর্বে চার রাকায়াত নামাজের প্রত্যেক রাকায়াতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস ১১ বার পড়বে এবং সালাম ফিরিয়ে নিম্নলিখিত দরূদ শরীফ এক হাজার বার পড়বে,

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَهْدِكَ وَ حَبِيْبِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ

وَسَلِّمْ -

অন্য এক জায়গায় নিম্নলিখিতরূপে দরূদ শরীফ বর্ণিত আছে,

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ

তাহলে তার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে এবং হুজুর পাক (ﷺ) উনাকে স্বপ্নে দেখতে পাবে ইনংশা-আল্লাহ্। (যদি সে চোখের গুনাহ্ বাদ দিতে পারে)

তোহ্ফায়ে মুহাম্মাদী কিতাবের ২/১২৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে, যদি ঐ দিন নফল নামাজের পরে কেউ কোনো দু'আ করে তবে নিশ্চয়ই তা কবুল হবে ইনশা-আল্লাহ্ ।

ছফর মাসের প্রথম রাতে মুসলমানদের জন্য চার রাকাত নফল নামায পাঠ করার বহু ফজিলত রয়েছে। এশার নামাজের পর এবং বিতর নামাজের পূর্বে নিম্নোক্ত নিয়মে পড়তে হয়।

১ম রাকাতে- সূরা ফাতিহার পর সূরা কাফিরূন ১৫ বার, ২য় রাকাতে- সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস ১৫ বার, ৩য় রাকাতে- সূরা ফাতিহার পর সূরা ফালাক্ব ১৫ বার, ৪র্থ রাকাতে- সূরা ফাতিহার পর সূরা নাস ১৫ বার। নামাজের সালাম ফিরানোর পর "ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যা কানাসতাঈন" ১০০ বার পাঠ করতে হবে এবং ৭০ বার দরূদ শরীফ পাঠ করে দু'আর মাধ্যমে নামায শেষ করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা এই নামায পাঠকারীকে সমস্ত বালা-মুছিবত থেকে হেফাজত করবেন। **(রাহাতুল কুলুব-১৪৫ পৃষ্ঠা)**

আখেরী চাহার শোম্বাহ

MMD. ইমাম মুফতী আশরাফ সিদ্দীকী হুজুর ক্বিবলা রচিত- "সনদসহ হাজার হাজার দলীল সমৃদ্ধ ১২ চাঁদের ২৪ ঘন্টার সুন্নতী আমল ও দোয়ার ভান্ডার" কিতাবের ১৩৬ পৃষ্ঠায় এসেছে,

ছফর মাসের শেষ বুধবার "আখেরী চাহার শোম্বাহ' নামক বিশেষ দিনটি পালিত হয়। আখির শব্দের অর্থ- শেষ আর চাহার শোম্বাহ অর্থ- বুধবার, সুতরাং 'আখেরী চাহার শোম্বাহ' অর্থ: শেষ বুধবার। পবিত্র ছফর মাসের শেষ বুধবার দিনটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদামন্ডিত হওয়ার কারণে 'পবিত্র আখেরী চাহার শোম্বাহ' হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। আর সে বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদামন্ডিত বিষয়টি হলো, নবীজি পাক (ﷺ) তিনি দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পরে ছফর মাসের শেষ বুধবার দিনে সুস্থতা মুবারক লাভ করেন। অতঃপর গোসল মুবারক করতঃ খাওয়া-দাওয়া করেন। পরে পবিত্র মসজিদে নববী শরীফের মধ্যে তাশরীফ মুবারক রাখেন। তিনি সুস্থতা লাভ করার কারণে সাহাবায়ে কিরাম (رضي الله عنهم) উনারা অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং মহান

আল্লাহ পাক উনার দরবারে শুকরিয়া আদায় করেন এবং এ উপলক্ষে উনাদের সাধ্যমতো হুজুর পাক (ﷺ) উনার খিদমত মুবারকে হাদিয়া পেশ করেন। আর আলাদাভাবে গরীব-মিসকিনদেরকেও দান-ছদকা করেন। কাজেই এ দিনটিতে উম্মতের জন্য নবীজি পাক (ﷺ) উনার মুহব্বত ও সন্তুষ্টি মুবারক লাভের উদ্দেশ্যে সাধ্য-সামর্থ অনুযায়ী হাদিয়া এবং দান-ছদকা করা ও খুশি প্রকাশ করা সুন্নতের অন্তর্ভূক্ত।

আখেরী চাহার শোম্বাহ দিনের আমল:

MMD. ইমাম মুফতী আশরাফ সিদ্দীকী হুজুর ক্বিবলা রচিত- "সনদসহ হাজার হাজার দলীল সমৃদ্ধ ১২ চাঁদের ২৪ ঘন্টার সুন্নতী আমল ও দোয়ার ভান্ডার" কিতাবের ১৩৬ পৃষ্ঠায় এসেছে,

আখেরী চাহার শোম্বাহ অর্থ্যাৎ ছফর মাসের শেষ বুধবার প্রাতঃকাল হওয়ার পর গোসল করে অর্থ্যাৎ বেলা উঠার পরে দুই রাকাত নফল নামাজের প্রত্যেক রাকায়াতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস ১১ বার পড়বে এবং সালাম ফিরিয়ে নিম্নলিখিত দরূদ শরীফ ৭০ বার পড়বে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَ
اَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ○

তারপর এই দু'আ পড়বে-

اَللّٰهُمَّ صَرِّفْ عَنِّيْ سُوْءَ هٰذَا الْيَوْمِ وَاَعْصِمْنِيْ مِنْ سُوْءِهَا
وَ نَجِّنِيْ عَمَّا اَصَابَ فِيْهِ مِّنْ نَحُوْ سَتِهٖ كُرُبَاتِهٖ بِفَضْلِكَ يَا
دَافِعَ الشُرُوْرِ وَ يَا مَالِكَ النُّشُوْرِ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَ
صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهِ الْاَمْجَادِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ○

আনওয়ারুল আউলিয়া কিতাবের ২/১৪৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি ছফর মাসের আখেরী চাহার শোম্বায় দুই রাকায়াত নফল নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস তিনবার পড়ে ও সালাম ফিরানোর পর সূরা আলাম নাশরাহ, সূরা ত্বীন, সূরা নাছর ও সূরা ইখলাস প্রত্যেকটি সূরা ৮০ বার করে পড়ে, তবে ঐ সমূহের বরকতে আল্লাহ তা'আলা তার আত্মাকে ধনী করে দিবেন।

ছফর মাসের শেষ বুধবার 'পবিত্র আখেরী চাহার শোম্বাহ' দিনের আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত আমল:

* এই দিন সকালে গোসল করা। * গোশত, রুটি খাওয়া। * সাধ্যমতো হাদিয়া দেওয়া। * গরীব-মিসকিনদের দান-ছদকা করা। * পরিবারের সকলের খোঁজ-খবর নেওয়া। * পরিবারের সকলকে একত্রিত করে পবিত্র মিলাদ ও ক্বিয়াম শরীফ পাঠ করা।

আক্বিদা শুদ্ধ করার মাস ছফর মাস

MMD. ইমাম মুফতী আশরাফ সিদ্দীকী হুজুর ক্বিবলা রচিত- "সনদসহ হাজার হাজার দলীল সমৃদ্ধ ১২ চাঁদের ২৪ ঘন্টার সুন্নতী আমল ও দোয়ার ভান্ডার" কিতাবের ১৩৭ পৃষ্ঠায় এসেছে,

যার আক্বিদা শুদ্ধ সেই মু'মিন মুসলমান। আর যার আক্বিদা শুদ্ধ নয়, সে কস্মিনকালেও মু'মিন ও মুসলমান হতে পারবে না।

ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে ছোঁয়াচে, অশুভ, কুলক্ষণ ইত্যাদি বিশ্বাস করা এবং কোনো মাস, দিন ও সময়কে খারাপ বলা কুফরী-শিরকীর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ কুফরী আক্বীদার অন্তর্ভুক্ত।

কাজেই মহান আল্লাহ পাক না করুন! যদি কেউ উল্লিখিত কুফরী-শিরকী আক্বিদায় বিশ্বাসী হয়ে থাকে, তবে তাকে তা থেকে খালিছ তওবা করতে হবে।

নচেৎ কাদিয়ানী, বাহাই ও ৭২টি বাতিল ফিরক্বার ন্যায় কাট্টা কাফির ও চির জাহান্নামী হতে হবে। নাউযুবিল্লাহ!

আইয়্যামে জাহেলিয়াতের যুগে পবিত্র ছফর মাসকে কাফির-মুশরিকরা অশুভ ও কুলক্ষণে মনে করতো। এ আক্বিদা-বিশ্বাস তাদের অন্তরে বদ্ধমূল ছিল যে- সর্ব প্রকার আপদ-বিপদ, বালা-মুছিবত, রোগ-শোক, মহামারি এ ছফর মাসেই আগমন করে থাকে। নাউযুবিল্লাহ! ফলে এ পবিত্র ছফর মাসকে ঘিরে তাদের নানা প্রকার ভ্রান্ত আক্বিদা এবং কুসংস্কারমূলক কর্মকান্ডের সূত্রপাত হয়। তাই তারা সুবিধানুযায়ী, খেয়াল-খুশির প্রেক্ষিতে এ মাসটি আগে-পিছে করতো। ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে যা কুফরীর অন্তর্ভুক্ত। নাউযুবিল্লাহ!

বর্তমানেও পবিত্র ছফর মাসকে ঘিরে কিছু ভ্রান্ত আক্বিদা লোক সমাজে প্রচলিত রয়েছে। সে ভ্রান্ত আক্বিদা-বিশ্বাসের মূলোৎপাটনকল্পে নবীজি পাক (ﷺ) তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, "সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগ বলতে কিছু নেই, পেঁচার মধ্যে কুলক্ষণের কিছুই নেই, তারকার (উদয় বা অস্ত যাওয়ার) দ্বারা ভাগ্য নির্ধারণ ও বৃষ্টি হওয়া বা না হওয়াও ভিত্তিহীন এবং পবিত্র ছফর মাসের মধ্যে অশুভ বলতে কিছু নেই।" **(সিহাহ্ সিত্তাহ্)** এটাই ইসলামী আক্বিদা।

মহান আল্লাহপাক আমাদের সকলকে পবিত্র ছফর মাসের আমলগুলো করে উনার নৈকট্য হাসিল করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

ছফর মাসের বিশেষ দিবস সমূহ:

★ **৩রা ছফর:** নবীজি পাক ﷺ উনার সাথে উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে হাবীবাহ বিনতে আবু সুফিয়ান (رضي الله عنها) (কুরাইশ গোত্র) উনার বিবাহ মুবারক দিবস। (৩রা ছফর ৭ম হিজরী, সোমবার রাত্রি) তখন দুনিয়াবী দৃষ্টিতে উম্মুল মু'মিনীন রদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা উনার বয়স ৩৬ বছর ৮ মাস ৪ দিন।

★ **৫ই ছফর:** উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদাহ বিনতে যাম'আহ رضي الله عنها (কুরাইশ গোত্র) তিনি ৫ই ছফর, মঙ্গলবার দিনে জন্মগ্রহণ করেন।

★ **৭ই ছফর:** হযরত ইমাম মুসা কাযিম রহমতুল্লাহি আলাইহি ৭ই ছফর ১২৮ হিজরী, সোমবার দিনে জন্মগ্রহণ করেন।

★ **১২ই ছফর:** হযরত হালীমাহ্ সাদিয়াহ রদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা (নবীজি পাক ﷺ উনার দুধমাতা) ১২ই ছফর ৯ম হিজরী সোমবার দিনে ইন্তেকাল করেন।

★ **২৪শে ছফর:** নবীজি পাক (ﷺ) উনার সাথে উম্মুল মু'মিনীন হযরত মারিয়াহ্ ক্বিবতিয়াহ্ রদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা (মিশরের বনু ক্বিবত গোত্র) উনার বিবাহ মুবারক দিবস। (২৪শে ছফর ৭ম হিজরী, সোমবার রাত্রি) তখন দুনিয়াবী দৃষ্টিতে উম্মুল মু'মিনীন রদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা উনার বয়স ২০ বছর ১১ মাস ১১ দিন।

★ **২৮শে ছফর:** নবীজি পাক (ﷺ) উনার দৌহিত্র হযরত ইমাম হাসান (رضي الله عنه) ২৮শে ছফর ৪৯ হিজরী, জুমুআ'র দিনে (ফজরের আগে তাহাজ্জুদের শেষ সময়ে) বিষক্রিয়ায় শাহাদত বরণ করেন। তিনি দুনিয়ার যমীনে ৪৫ বছর ৫ মাস ১৩ দিন ছিলেন। উনার মাযার শরীফ জান্নাতুল বাক্বীতে অবস্থিত।

★ **২৮শে ছফর:** মুজাদ্দিদিয়া ত্বরীক্বার ইমাম হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী সিরহিন্দী রহমতুল্লাহি আলাইহি ২৮শে ছফর ১০৩৪ হিজরী বুধবারে ৬৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। উনার মাযার শরীফ ভারতের পাতিয়ালা রাজ্যের সিরহিন্দ শরীফে অবস্থিত।

★ **ছফর মাসের শেষ বুধবার:** পবিত্র আখিরী চাহার শোম্বাহ: ৩০শে ছফর ১১ হিজরী এই দিনে নবীজি পাক (ﷺ) দীর্ঘদিন অসুস্থ অবস্থায় থাকার পর তিনি সুস্থতা মুবারক লাভ করেন। এ জন্য ছফর মাসের শেষ বুধবারকে পবিত্র আখিরী চাহার শোম্বাহ বলা হয়।

MMD. ইমাম মুফতী আশরাফ সিদ্দীকী হুজুর ক্বিবলা রচিত- "সনদসহ হাজার হাজার দলীল সমৃদ্ধ ১২ চাঁদের ২৪ ঘন্টার সুন্নতী আমল ও দোয়ার ভান্ডার"- ১৩৭ পৃষ্ঠা।

সুখবর সুখবর সুখবর

পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ উপলক্ষ্যে হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফ থেকে ৩টি নতুন কিতাব প্রকাশিত হবে- ইনশা-আল্লাহ্। ৬টি ভাষায় কুরআন শরীফের সহীহ্ অনুবাদ, মারেফতের গুপ্ত ভান্ডার এবং হক্ব-বাত্বিলের পরিচয়।

ফতওয়া বিভাগ

মুসলমানদের জন্য কয়েকটি ছাড়া সমস্ত খেলাধুলা হারাম হওয়ার দলীল:

ইসলামে সমস্ত খেলাধুলা হারাম, জায়িয বলা কুফরী। তবে ১. তীর ধনুক চালনা করা, ২. অশ্বকে প্রশিক্ষণ দান করা, ৩. নিজ আহলিয়ার সাথে শরীয়ত সম্মত হাসি-খুশী করা, ৪. সাতার কাটা, ৫. নারীর শ্রেষ্ঠ কাজ সূতা কাটা ব্যতীত এবং যারা বলে শারীরিক ব্যায়ামের জন্য খেলাধুলা জায়িয তাদের যুক্তি খন্ডন:

হাদীস শরীফে বর্ণিত, 'লায়িব' শব্দটি যদিও আম বা সাধারণ অর্থে খেলা হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিন্তু হাক্বীক্বী বা প্রকৃত অর্থে তা দু'ধরনের অর্থ প্রদান করে ।

১. খুশী করা, স্বাদ গ্রহণ করা তথা এমন আনন্দ করা যা শরীয়তে অনুমোদিত । ২. ক্রীড়া করা, তামাশা করা, কৌতুক ইত্যাদি করা যা শরীয়তে অনুমোদিত নয় ।

আরবী 'লায়িব' ও বাংলায় 'খেলা' শব্দটি যখন শরীয়তসম্মত বা শরীয়ত অনুমোদিত বিষয় সম্পর্কে ব্যবহৃত হবে তখন তার অর্থ খুশী করা, স্বাদ গ্রহণ করা, নির্দোষ আনন্দ করা ইত্যাদি অর্থে আসবে । আর উক্ত শব্দদ্বয় যখন শরীয়তের খিলাফ কোন বিষয় সম্পর্কে ব্যবহৃত হবে তখন তা ক্রীড়া করা, তামাশা করা, কৌতুক করা, হাসি-ঠাট্টা করা ইত্যাদি অর্থে আসবে ।

পবিত্র কুরআন শরীফ ও পবিত্র হাদীস শরীফের সুস্পষ্ট বর্ণনা দ্বারা খেলাধুলাকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ পাক তিনি ইরশাদ মুবারক করেন-

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ

অর্থ: আমি আসমান ও যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তা ক্রীড়াচ্ছলে অর্থাৎ খেলাধুলার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি। (পবিত্র সূরা আম্বিয়া: আয়াত শরীফ ১৬)

পবিত্র কুরআন শরীফে আরো ইরশাদ মুবারক হয়েছে,

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِينَ

অর্থ: "আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী কোনো কিছুই আমি খেলাধুলার জন্য সৃষ্টি করিনি।" (সূরা দুখান-৩৮ নং আয়াত শরীফ)

মুসলমানদের পবিত্র ঈমান-আমল নষ্ট করে কুফরীতে নিমজ্জিত, সময়-স্বাস্থ্য নষ্ট করে, অর্থনৈতিক অবকাঠামো পঙ্গু করে অলস করার লক্ষ্যে ইহুদী-খ্রিস্টানরা বিশ্বকাপ ফুটবল, ক্রিকেট, অলিম্পিক ইত্যাদি নানা প্রকার খেলতামাশা দ্বারা মুসলমানদেরকে হারাম আনন্দে মশগুল করে দিচ্ছে। নাউযুবিল্লাহ! এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন শরীফে ইরশাদ মুবারক হয়েছে,

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَٰنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا۔

"আহলে কিতাবদের অর্থাৎ ইহুদী-নাছারা অর্থাৎ বিধর্মীদের মধ্যে অনেকেই তাদের অন্তরে নিহিত হিংসাবশত চায় যে, মুসলমান হওয়ার পর তোমাদেরকে কাফিরে পরিণত করতে।" নাউযুবিল্লাহ! (সূরা বাকারা-১০৯ নং আয়াত শরীফ)

তাই তারা বিভিন্নভাবে চেষ্টা করে থাকে, মুসলমান উনাদেরকে ঈমানহারা করার জন্য। যেমন একদিকে খেলার সাথে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে চেষ্টা করছে, অপরদিকে টেলিভিশনে খেলা ও হাজারো অশ্লীলতা দেখিয়ে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতি নষ্ট করে চরম পাপাচারে লিপ্ত করার মাধ্যমে চেষ্টা করছে। নাউযুবিল্লাহ!

পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার বিখ্যাত ও বিশুদ্ধ কিতাব 'মুস্তাদরাক লিল হাকিম শরীফ 'উনার মধ্যে ইরশাদ মুবারক হয়েছে, নূরে মুজাসসাম হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ﷺ তিনি ইরশাদ মুবারক করেন-

كُلُّ لَعِبٍ حَرَامٌ

অর্থ: সমস্ত প্রকার খেলাধুলা হারাম। (বাদায়িউছ ছনায়িয়ী ১৪/৯৪)

পবিত্র কুরআন শরীফে অনর্থক এবং বিভ্রান্তিকর বিনোদন ক্রয় ও চর্চাকারীদের জন্য কঠিন শাস্তির কথা বলা হয়েছে:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

"এবং মানুষের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছে, যে আল্লাহর পথ থেকে (মানুষকে) চ্যুত করার জন্য 'লাহওয়াল হাদীস' (অনর্থক ও অসার কথাবার্তা/ক্রীড়া-কৌতুক) খরিদ করে কোনো জ্ঞান ছাড়াই, এবং ওটাকে উপহাস হিসেবে গ্রহণ করে। ওদের জন্যই রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।" (সূরা লোকমান: আয়াত ৬)

তাফসীরে ইবনে কাসীর ও তাফসীরে তাবারীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه)-উনার মতো শ্রেষ্ঠ মুফাসসিরদের সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এখানে 'লাহওয়াল হাদীস' দ্বারা গান-বাজনা, বাদ্যযন্ত্র এবং দ্বীন থেকে দূর পরিচালনাকারী সকল প্রকার অনর্থক খেলাধুলাকে বোঝানো হয়েছে।

আধুনিক খেলাধুলার পেছনে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ও সময়ের অপচয় হয়, তা কুরআনের আয়াতের সরাসরি পরিপন্থী।

পবিত্র কুরআন শরীফে ইরশাদ মুবারক হয়েছে,

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ الشَّيَٰطِينِ

"এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই।" (সূরা বনী ইসরাঈল: আয়াত ২৬-২৭ নং আয়াত শরীফ)

সহীহ্ হাদীস শরীফে এসেছে,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِنَّ اللَّهَ لَيُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلاَثَةً الْجَنَّةَ صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِيَ بِهِ وَالْمُمِدَّ بِهِ " . وَقَالَ " ارْمُوا وَارْكَبُوا وَلأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا كُلُّ مَا يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ إِلاَّ رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ وَمُلاَعَبَتَهُ أَهْلَهُ فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু আবূ হুসাইন (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আল্লাহ্ তাআ'লা একটি তীরের উসিলায় তিনজন লোককে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তীর নির্মাতা যে নির্মাণকালে কল্যাণের আশা করেছে, (জিহাদে) এই তীর নিক্ষেপকারী এবং তা নিক্ষেপে সাহায্যকারী। তিনি আরো বলেন, তোমরা তীরন্দাজী কর ও ঘোড়দৌড় শিক্ষা কর। তবে তোমাদের ঘোড়দৌড় শেখার তুলনায় তীরন্দাজী শিক্ষা করা আমার কাছে বেশী পছন্দনীয়। মুসলিম ব্যক্তির সকল ক্রীড়া-কৌতুকই বৃথা। তবে তীর নিক্ষেপ, ঘোড়ার প্রশিক্ষণ এবং নিজ স্ত্রীর সাথে ক্রীড়া-কৌতুক বৃথা নয়। (কারণ) এগুলো হল উপকারী ও বিধি সম্মত। (তিরমিযি-১৬৩৭ নং হাদীস শরীফ)

এই হাদীসের আলোকে ফুকাহায়ে কেরাম (ইসলামী আইনবিদগণ) স্পষ্ট করেছেন যে, যেসব খেলাধুলার পেছনে কোনো দ্বীনি উদ্দেশ্য, জিহাদের প্রশিক্ষণ বা শরঈ কল্যাণ নেই-তা মুমিনের জন্য বর্জনীয় ও বাতিল।

আজকের অধিকাংশ খেলাধুলার উৎপত্তি, নিয়ম-কানুন, জার্সি এবং এর সাথে জড়িত সংস্কৃতির পুরোটাই অমুসলিমদের থেকে আগত। এ প্রসঙ্গে নবীজি পাক (ﷺ) কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْجُرَشِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

হযরত ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ মুবারক করেন- "যে ব্যক্তি অন্য কোনো জাতির সাদৃশ্য (সংস্কৃতি ও নীতিতে) অবলম্বন করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।" (সুনানে আবু দাউদ: ৪০৩১ নং হাদীস)

অন্য হাদীস শরীফে এসেছে,

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا

অর্থ: আমর ইবনু শু'আইব (রহমতুল্লাহি আলাইহি) হতে পর্যায়ক্রমে তার বাবা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বিজাতির অনুকরণকারী ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়।" (তিরমিযি-২৬৯৫ নং হাদীস শরীফ)

পেশাদার খেলাধুলার প্রাইজমানি এবং দর্শকদের মধ্যকার বাজি বা ফিক্সিং জুয়ার পর্যায়ভুক্ত। হাদীস শরীফে এসেছে,

عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ.

অথ: হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি তার সাথীকে বলে-'এসো, তোমার সাথে বাজি ধরি', তার উচিত (এই গুনাহের কারণে) সদকাহ বা কাফফারা দেওয়া।" (সহীহ্ বুখারী: ৪৮৬০ নং হাদীস শরীফ)

প্রচলিত খেলাধুলাকে জায়িয করতে গিয়ে অনেকে বলে থাকে, খেলাধুলাকে নিছক জীবনের উদ্দেশ্য না বানানো। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য থাকতে হবে যৎসামান্য বিনোদন বা শারীরিক ব্যায়াম করা ।

এর জবাবে বলতে হয় যে, শুধুমাত্র ব্যায়ামের জন্য, বিধর্মী, বিজাতি ও বেদ্বীনদের দ্বারা প্রবর্তিত ক্রিকেট বা ফুটবল খেলা জায়িয হতে পারে না । কারণ, ব্যায়ামের জন্য হাদীস শরীফে বর্ণিত বিষয়গুলো যেমন তীর চালনা করা, অশ্বকে প্রশিক্ষণ দেয়া, সাতার কাটা, দৌড় অনুশীলন করা ইত্যাদিই যথেষ্ট। আর বিনোদন, সেটা যদি নাজায়িয পদ্ধতিতে হয় তাহলে যত সামান্যই হোক তাও সম্পূর্ণ নাজায়িয ও হারাম।

এ সম্পর্কে হাফিযে হাদীছ, বাহরুল উলূম, মুফতীয়ে আ'যম, মুবাহিছে আ'যম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ রুহুল আমীন বশিরহাটি (রহমতুল্লাহি আলাইহি) 'ফতওয়ায়ে আমিনিয়া কিতাবে বলেছেন, 'জায়িয কাজ দ্বারা যখন ব্যায়াম করার উপায় আছে, তখন নাজায়িয কাজের দ্বারা কিরূপে জায়িয হবে? খেলায় প্রতিযোগিতা করলে কি ফল হবে? কিন্তু লাঠি, তীর ছোড়ো, তরবারী ভাঁজা, ঘোড়-দৌড় ইত্যাদিতে শত্রুদের হস্ত হতে কতকটা নিষ্কৃতি লাভের উপায় হতে পারে। পক্ষান্তরে খেলাতে এই প্রকার কোন লাভ হতে পারে না। বরং ওটা খাঁটি খেলবাজি ভিন্ন আর কিছুই নয়। কাজেই ওটা কিছুতেই জায়িয হতে পারে না। কেবল দুনিয়াদার স্বার্থপর দু'একজন আলিম ওটা জায়িয হওয়ার ফতওয়া দিয়েছেন । তাদের ফতওয়া কিছুতেই গ্রহণীয় হতে পারে না ।

হাদীছ শরীফে এ সমস্ত খেলাধুলাকে সরাসরি হারাম বলে ফতওয়া দেয়া হয়েছে । তবে অবশ্যই যাঁরা ফক্বীহ তাঁরা এ সমস্ত হাদীছ শরীফের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে খেলাধুলা কেন হারাম বলা হয়েছে তার কিছু কারণ প্রত্যেকেই তাঁর আক্বল অনুযায়ী উল্লেখ করেছেন । সেজন্য এর অর্থ এটা নয় যে, এ সমস্ত কারণগুলো দূরীভূত হলেই উক্ত খেলাধুলা জায়িয হয়ে যাবে। তা কস্মিনকালেও নয়। কারণ ইসলামে বা শরীয়তে সর্বপ্রকার খেলাধুলাই সর্বকালের জন্য হারাম।

অতএব পবিত্র কুরআন শরীফ ও পবিত্র হাদীছ শরীফের অকাট্য দলীলের মুকাবিলায় অস্পষ্ট কোন প্রমাণ গ্রহণযোগ্য ও আমলযোগ্য নয়। উপরন্তু সুস্পষ্ট হারাম ও নাজায়িয খেলাধুলাকে জায়িয বলাটা সম্পূর্ণরূপে কুফরী এবং কাফির ও জাহান্নামী হওয়ার কারণ। আর হারাম মনে করে করলে কবীরা গুনাহে গুনাহগার হবে। (দলীলসমূহ: (১) পবিত্র সূরা আম্বিয়া: ১৬ আয়াত শরীফ, (২) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (৩) সূরা বাকারা-১০৯ নং আয়াত শরীফ, (৪), বাদায়িউছ ছনায়িয়ী ১৪/৯৪, (৫) সূরা লোকমান: ৬

নং আয়াত, (৬) সূরা বনী ইসরাঈল: আয়াত ২৬-২৭ নং আয়াত শরীফ, (৭) তিরমিযি-১৬৩৭ নং হাদীস শরীফ, (৮) তিরমিযি-২৬৯৫ নং হাদীস শরীফ, (৯) সহীহ্ বুখারী: ৪৮৬০ নং হাদীস শরীফ, (১০) মুসলিম, (১১) মিশকাত, (১২) মিরকাত, (১৩) মুসনাদ, (১৪) মুছান্নাফ, (১৫) ফতওয়ায়ে আশরাফ সিদ্দীকী ১ম খন্ড ২৮৬ পৃষ্ঠা, (১৬) ফতহুল বারী শরহে বুখারী, (১৭) ফয়জুল বারী শরহে বুখারী, (১৮) তাইসিরুল বারী শরহে বুখারী, (১৯) লুমআত, (২০) আশআতুল লুমআত, (২১) তোহফাতুল আহওয়াজী শরহে তিরমিযী সহ ১৫০টি সহীহ্ হাদীস শরীফের কিতাব)

পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (ﷺ) উপলক্ষে হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফ থেকে ৬টি ভাষায় কুরআন শরীফের সহীহ্ অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে ইনশা-আল্লাহ্:

মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম মুফতী আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী উনার সুমহান উদ্যোগে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর জন্য এক অনন্য উপহার। আসন্ন পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (ﷺ)-উনার মুবারক মাসে ইসলামের ইতিহাসে এই প্রথম একইসাথে ৬টি আন্তর্জাতিক ভাষায় পবিত্র কুরআন শরীফের সহীহ্ অনুবাদ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে, ইনশা-আল্লাহ্। আরবি, বাংলা, ইংরেজি, উর্দু, হিন্দি এবং ফারসি ভাষায় অনূদিত এই মহান কিতাবটির অন্যতম বড় বৈশিষ্ট্য হলো, এর প্রতিটি ভাষার অনুবাদের সাথে বাংলা উচ্চারণ যুক্ত করা হয়েছে। ফলে সব শ্রেণির মানুষ কোনো শিক্ষক ছাড়াই ৬টি ভাষায় কুরআন শরীফ পড়তে পারবেন এবং ৬টি ভাষা শিখতে পারবেন ইনশা-আল্লাহ্।

কিতাবটির নাম: পবিত্র কুরআন শরীফের প্রত্যেক শব্দের সহীহ্ অনুবাদ শিক্ষার মধ্য দিয়ে বিনা শিক্ষকে আরবি, বাংলা, ইংরেজী, উর্দু, ফারসি ও হিন্দি ভাষা শেখার সুযোগ।

হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফের মুর্শিদ ক্বিবলা উনার এই মহতী প্রয়াসকে মহান আল্লাহ তাআ'লা ইসলামের খেদমতে কবুল করুন- আমিন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ্। সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা, আমি নিয়মিত মাহফিল ও জুমআ'র বয়ানে লাইভে যুক্ত থাকি। আমার ও আমার পরিবারের জন্য খাছ দোয়া করবেন।

মুর্শিদ ক্বিবলা উনার একনিষ্ঠ খাদেম
মুহাম্মাদ আব্দুল মুমিন,
আমেরিকা।

✪ আমেনা বস্ত্র বিতান এন্ড কসমেটিক্স

এখানে শাড়ী, লুঙ্গী, থ্রী-পিছ, ওড়না, প্যান্ট, শার্ট, বিবাহের শাড়ী ও সকল প্রকার প্রসাধনী সামগ্রী পাওয়া যায়।

মুর্শিদ ক্বিবলার একনিষ্ঠ খাদেম
প্রো: মুহাম্মাদ আল-আমিন শেখ

মোবাইল: ০১৭২৯-৩০৯৫৭২, ০১৭৬১-৭৬৭২৬৫
ঠিকানা: জে.এস প্লাজা, দোকান নং-০১, শম্ভুগঞ্জ পূর্ব বাজার, সদর ময়মনসিংহ।

কুরআন-সুন্নাহর অকাট্য দলীলভিত্তিক এক অনন্য সংকলন- "ফতওয়ায়ে আশরাফ সিদ্দীকী"।

☑ **এই কিতাবে যা পাবেন:**

★ হানাফী মাযহাবের সঠিক আমল ও আক্বীদা।
★ মহিলা-পুরুষের দৈনন্দিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা-মাসায়েল।
★ সুন্নতী জীবন যাপনের সঠিক দিকনির্দেশনা।
★ বাত্বিল মতবাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব।

আপনার জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করতে এবং ঈমানি চেতনা জাগ্রত করতে আজই সংগ্রহ করুন এই অমূল্য রত্নটি।

◇ সংকলনে: অসংখ্য ইসলামী কিতাব লেখক ও গবেষক- মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম মুফতী আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী।

কিতাবটি সংগ্রহ করতে যোগাযোগ করুন- ০১৩২৮-৩১০৩০০ (WhatsApp) (দরবার অফিস)

প্রশ্ন-উত্তর বিভাগ

◈ প্রশ্ন: প্রত্যেক নামাজের আগে নির্দিষ্টভাবে নিয়ত করা লাগবে কি'না? যেমন ফরজ নামাজ, সুন্নাত নামাজ, নফল নামাজ, তাহিয়াতুল অজুর নামাজ, দুখুলুল মাসজিদের নামাজ ক্বাবলাল জুমআ'র নামাজ ইত্যাদি?

(প্রশ্নকারী: মুহাম্মাদ ইমরান আলী, শিবগঞ্জ, বগুড়া।)

উত্তর : নামাজ যেমন ফরজ ইবাদত তেমনি নামাজের নিয়ত করাও ফরজ। বুখারী শরীফের হাদীস শরীফে এসেছে,

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ، يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ـ رضى الله عنه ـ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

অর্থ: আলক্বামাহ ইবনু ওয়াক্কাস আল-লায়সী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হতে বর্ণিত। আমি 'উমার ইবনুল খত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছিঃ আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -উনাকে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক আমল তার নিয়তের উপর নির্ভর করে। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে।
(বুখারী শরীফ-১ম হাদীস)

এজন্য প্রত্যেক নামাজ যেমন- ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল ইত্যাদি সকল নামাজের আগে নির্দিষ্টভাবে নিয়ত করতে হবে। তবে আরবী নিয়ত জানা না থাকলে বাংলাতে মনে মনে হলেও নিয়ত করা ফরজ।

দলীলসমূহ: (১) বুখারী শরীফ-১ম হাদীস, (২) মুসলিম, (৩) মিশকাত, (৪) মিরকাত, (৪) ফতহুল বারী শরহে বুখারী, (৫) ফয়জুল বারী শরহে বুখারী, (৬) তাইসিরুল বারী শরহে বুখারী, (উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী, (৮) লুমআত, (৯) আশআতুল লুমআত, (১০) তোহফাতুল আহওয়াজী শরহে তিরমিযী ইত্যাদি সহ প্রায় ৩০০টি সহীহ্ হাদীস শরীফের কিতাব)

এছাড়াও আমাদের **"ফতওয়ায়ে আশরাফ সিদ্দীকী"** কিতাবের 'নামাজ পর্বের' মধ্যে সকল নামাজের নিয়ত আরবী এবং বাংলা উচ্চারণসহ দেওয়া আছে।

◈ প্রশ্ন : ঢাকা শহর মেসে থাকাকালীন সনাতনদের বা ভিন্ন ধর্মীয় ছাত্রদের সাথে থাকা এবং এক পাত্র থেকে ডাল-ভাত খাওয়া-দাওয়া করা ইসলাম কতটুকু সমর্থন করে?

(প্রশ্নকারী: মুহাম্মাদ আরিফুল ইসলাম, ময়মনসিংহ)

উত্তর: পবিত্র কুরআন শরীফে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ মুবারক করেন, إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ

অর্থ: "নিশ্চয় মুশরিকগণ নাপাক বা অপবিত্র। (পবিত্র সূরা আত্ তাওবাহ্-২৮ নং আয়াত শরীফ)
সহীহ্ হাদীস শরীফে এসেছে,

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْجُرَشِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

হযরত ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ মুবারক করেন- "যে ব্যক্তি অন্য কোনো জাতির সাদৃশ্য (সংস্কৃতি ও নীতিতে) অবলম্বন করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।" (সুনানে আবু দাউদ: ৪০৩১ নং হাদীস)

অন্য হাদীস শরীফে এসেছে,

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا

অর্থ: আমর ইবনু শু'আইব (রহমতুল্লাহি আলাইহি) হতে পর্যায়ক্রমে তার বাবা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বিজাতির অনুকরণকারী ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়।"
((১) তিরমিযী-২৬৯৫ নং হাদীস শরীফ, (২) ফতহুল বারী শরহে বুখারী, (৩) ফয়জুল বারী শরহে বুখারী, (৪) তাইসিরুল বারী শরহে বুখারী, (৫) উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী, (৬) লুমআত, (৭) আশআতুল লুমআত, (৮) তোহফাতুল আহওয়াজী শরহে তিরমিযী সহ ১৫০টি সহীহ্ হাদীস শরীফের কিতাব))
(উত্তম হচ্ছে কাউকে কষ্ট না দিয়ে হেকমতের সাথে এড়িয়ে চলা)

◈ প্রশ্ন: কিস্তির মাধ্যমে পণ্য কেনা যাবে কি'না?

(প্রশ্নকারী: মুহাম্মাদ মাহদী হাসান, গাজীপুর, ঢাকা)

উত্তর: যেভাবেই কেনা হোক সুদব্যবস্থা হলে কোনক্রমেই যায়েজ হবে না, তবে সুদ ছাড়া যেভাবেই হোক যায়েজ হবে। (কুরআন ও সুন্নাহ্ সকল ফতওয়ার কিতাব)

আলহামদুলিল্লাহ্
আমাদের হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া সুন্নতী গবেষণা কেন্দ্রে সকল বিষয়ে অকাট্য দলীল দেওয়ার জন্য বাত্বিল ফেরক্বার মুরব্বীদের দ্বারা ১০০-২০০ বছর পূর্বে লিখিত কিতাব সহ প্রায় ২০ কোটি টাকার কিতাব মজুদ রয়েছে।

◈ প্রশ্ন: ইলেকট্রনিক ব্যাট দিয়ে মশা মারা যাবে কি'না?

(প্রশ্নকারী: মুহাম্মাদ আব্দুল হালিম, সিঙ্গাপুর প্রবাসী)

উত্তর: ইসলামি শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষতিকর মশা মারার জন্য ইলেকট্রনিক ব্যাট ব্যবহার করা জায়েজ বা বৈধ। ইসলামে মানুষের জন্য কষ্টদায়ক ও ক্ষতিকর প্রাণীকে মেরে ফেলার স্পষ্ট অনুমতি রয়েছে।
এ প্রসঙ্গে সহীহ্ বুখারী শরীফের হাদীসে এসেছে,

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ

অর্থ: 'হযরত আয়িশা সিদ্দীকা রদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আনহা হতে বর্ণিত। নবীজি পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন, পাঁচ প্রকার প্রাণী অধিক ক্ষতিকারক। এদেরকে হারামেও (সীমানার মধ্যে) হত্যা করা যায়। এগুলো হলো- বিচ্ছু, ইঁদুর, চিল, কাক ও পাগলা কুকুর।"
(দলীলসমূহ: (১) সহীহ্ বুখারী শরীফ-৩৩১৪ নং হাদীস শরীফ, (২) মিশকাত, (৩) মিরকাত, (৪) ফতহুল বারী শরহে বুখারী, (৫) ফয়জুল বারী শরহে বুখারী, (৬) তাইসিরুল বারী শরহে বুখারী, (৭) লুমআত, (৮) আশআতুল লুমআত, (৯) তোহফাতুল আহওয়াজী শরহে তিরমিযী সহ ১৫০টি সহীহ্ হাদীস শরীফের কিতাব)
ইসলামি আইনবিদ ও ফকিহগণ এই হাদীসের ওপর ভিত্তি করে একটি সর্বসম্মত ফিকহি নীতি তৈরি করেছেন: "সব ধরনের ক্ষতিকর ও কষ্টদায়ক প্রাণীর ক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রযোজ্য।" মশা যেহেতু রক্ত চোষে, মানুষ ও শিশুদের কষ্ট দেয় এবং ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়ার মতো মারাত্মক রোগ ছড়ায়, তাই এটিও এই ক্ষতিকর প্রাণীদের অন্তর্ভুক্ত এবং একে মেরে ফেলা সম্পূর্ণরূপে জায়েজ। তবে শক দিয়ে পুড়ে মারা উচিত হবে না। অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করাই উত্তম।

◈ প্রশ্ন: বিনা অযুতে বা নাপাক অবস্থায় দরুদ শরীফের আমল করা যাবে কিনা?

(প্রশ্নকারী: মুহাম্মাদ আছাফুর রহমান, আশাশুনি, সাতক্ষীরা।)

উত্তর: পুতঃ পবিত্র অবস্থায় আদবের সাথে দরূদ শরীফ পড়লে ১ বার দরূদ শরীফ পড়ার বিনিময়ে ৭০ বার রহমত নাযিল হবে। অজু না থাকলে মনে মনে পড়া যাবে। কারণ ক্বল্ব পবিত্র থাকলে পুরো শরীর পবিত্র। সহীহ্ হাদীস শরীফে এসেছে,

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ.

অর্থ: "নিশ্চয়ই মানব দেহের ভেতরে এক টুকরা গোশত আছে যা পবিত্র হলে সারা দেহ পবিত্র, আর উহা অপবিত্র হলে সারা দেহ অপবিত্র থাকে। তার নাম হলো, ক্বলব বা অন্তর।"

(দলীলসমূহ: (১) সহীহ্ বুখারী শরীফ-৫২ নং হাদীস শরীফ, (২) মুসলিম, (৩) মিশকাত, (৪) মিরকাত (৫) ফতহুল বারী শরহে বুখারী, (৬) ফয়জুল বারী শরহে বুখারী, (৭) তাইসিরুল বারী শরহে বুখারী, (৮) উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী, (৯) লুমআত, আশআতুল লুমআত, (১০) তোহফাতুল আহওয়াজী শরহে তিরমিযী ইত্যাদি সহ প্রায় ১৫০টি সহীহ্ হাদীস শরীফের কিতাব)

◈ প্রশ্ন: ব্রাজিল বা আর্জেন্টিনার পতাকা বাড়িতে বা প্রতিষ্ঠানে টাঙানো যাবে কি'না?

(প্রশ্নকারী: মুহাম্মাদ মাসুদুর রহমান, কাতার প্রবাসী)

উত্তর: ইসলামের দৃষ্টিতে এবং দেশীয় আইনের প্রেক্ষাপট বিবেচনায়, ফুটবল বিশ্বকাপ বা কোনো টুর্নামেন্ট উপলক্ষে নিজ বাড়িতে বা প্রতিষ্ঠানে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা বা অন্য কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের পতাকা টাঙানো শরীয়তসম্মত নয় এবং এটি বর্জন করা আবশ্যক।

উলামায়ে কেরাম এবং ফুকাহাগণ কুরআন-হাদীসের সুনির্দিষ্ট দলীলের আলোকে এটিকে নাজায়েয বা নিষিদ্ধ বলেছেন। এর পেছনে প্রধান প্রধান কারণগুলো নিচে ব্যাখ্যা করা হলো:

১. অমুসলিমদের অন্ধ অনুকরণ ও ভালোবাসা (তাশাব্বুহ)

ব্রাজিল বা আর্জেন্টিনা মুসলিম রাষ্ট্র নয়। খেলাধুলার ছলে এসব দেশের পতাকাকে নিজের বাড়িতে স্থান দেওয়া, তাদের প্রতি অন্তরের গভীর টান বা ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। হাদীস শরীফে এ বিষয়ে কঠোর নিষেধাজ্ঞা এসেছে:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْجُرَشِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

হযরত ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন- "যে ব্যক্তি অন্য কোনো জাতির সাদৃশ্য (সংস্কৃতি ও নীতিতে) অবলম্বন করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।" (সুনানে আবু দাউদ: ৪০৩১ নং হাদীস)

অন্য হাদীস শরীফে এসেছে,

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا

অর্থ: আমর ইবনু শু'আইব (রহমতুল্লাহি আলাইহি) হতে পর্যায়ক্রমে তার বাবা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বিজাতির অনুকরণকারী ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়।" (তিরমিযি-২৬৯৫ নং হাদীস শরীফ)

অন্য দেশের জাতীয় পতাকাকে সম্মান জানানো বা তা বাড়িতে ওড়ানো সেই জাতির সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণের শামিল।

২. পতাকায় থাকা ধর্মীয় প্রতীকের ব্যবহার (ক্রুশ চিহ্ন)

এটি একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং ঈমানী বিষয়, যা অনেক সাধারণ সমর্থক খেয়াল করেন না:

ব্রাজিলের পতাকা: ব্রাজিলের পতাকার ভেতরে থাকা নীল গোলকের নক্ষত্রমণ্ডলী মূলত 'সাউদার্ন ক্রস' (Southern Cross) বা দক্ষিণ ক্রুশকে নির্দেশ করে, যা খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের একটি প্রতীক।

আর্জেন্টিনার পতাকা: আর্জেন্টিনার পতাকার মাঝখানে যে সূর্যের ছবি রয়েছে, সেটিকে বলা হয় 'সান অব মে' (Sun of May)। এটি মূলত ইনকা সভ্যতার সূর্য দেবতা 'ইন্তি' (Inti)-র প্রতীক, যা সরাসরি শিরকের সাথে সম্পর্কিত।

ইসলামে ক্রুশ বা শিরকযুক্ত কোনো প্রতীককে নিজের ঘরে বা প্রতিষ্ঠানে প্রদর্শন করা সম্পূর্ণ হারাম। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উনার ঘরে ক্রুশ বা এই জাতীয় প্রতীকযুক্ত কোনো জিনিস দেখলে তা ভেঙে বা মিটিয়ে ফেলতেন। (বুখারী শরীফ-৫৯৫২ নং হাদীস শরীফ)

৩. জাতীয়তাবাদ ও উগ্রতা (আসাবিয়্যাহ)

খেলাধুলাকে কেন্দ্র করে ব্রাজিল বা আর্জেন্টিনার পতাকা টাঙানো, দল গঠন করা এবং একে অপরের সাথে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া ইসলামে নিষিদ্ধ 'জাহেলী আসাবিয়্যাহ' বা উগ্র গোত্রবাদের রূপ। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি উগ্র গোত্রবাদের দিকে ডাকে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" (আবু দাউদ-৫১২১ নং হাদীস শরীফ)

৪. রাষ্ট্রীয় আইন ও দেশের সার্বভৌমত্ব:

ইসলামে নিজ দেশের প্রতি অনুগত থাকা এবং দেশের আইন মেনে চলা আবশ্যক। যেকোনো স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে বিশেষ কোনো কূটনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় কারণ ছাড়া সাধারণ নাগরিকদের ব্যক্তিগত বাসস্থানে বিদেশী রাষ্ট্রের পতাকা উড়ানো আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। বাংলাদেশের 'পতাকা বিধিমালা' (People's Republic of Bangladesh Flag Rules, ১৯৭২) অনুযায়ী, সরকারের বিশেষ অনুমতি ছাড়া বাংলাদেশে বিদেশী রাষ্ট্রের পতাকা ওড়ানো নিষিদ্ধ।

একজন মুমিনের অন্তরে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা থাকবে আল্লাহ্ পাক, রাসূল পাক (ﷺ) এবং হক্কানী অলী-আওলিয়ার প্রতি। বিনোদন বা সমর্থনের নামে নিজের ঘরবাড়িতে ভিন্ন কোনো অমুসলিম রাষ্ট্রের প্রতীক বা পতাকা টাঙিয়ে ঈমান ও তাক্বওয়াকে ঝুঁকিতে ফেলা কোনোভাবেই সঠিক নয়। অতএব, এসব কাজ থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকা এবং ঘরের পরিবেশকে দ্বীনি আবহে রাখাটাই একজন মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব।

(দলীলসমূহ্: (১) পবিত্র সূরা আম্বিয়া: ১৬ আয়াত শরীফ, (২) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (৩) সূরা বাকারা-১০৯ নং আয়াত শরীফ, (৪) বুখারী শরীফ-৫৯৫২ নং হাদীস শরীফ, (৫), বাদায়িউছ ছনায়িয়ী ১৪/৯৪, (৬) আবু দাউদ-৫১২১ নং হাদীস শরীফ, (৭) সূরা লোকমান: ৬ নং আয়াত, (৮) সূরা বনী ইসরাঈল: আয়াত ২৬-২৭ নং আয়াত শরীফ, (৯) সুনানে আবু দাউদ-৪০৩১ নং হাদীস শরীফ, (১০) তিরমিযি-১৬৩৭ নং হাদীস শরীফ, (১১) তিরমিযি-২৬৯৫ নং হাদীস শরীফ, (১২) সহীহ্ বুখারী: ৪৮৬০ নং হাদীস শরীফ, (১৩) মুসলিম, (১৪) মিশকাত, (১৫) মিরকাত, (১৬) মুসনাদ, (১৭) মুছান্নাফ, (১৮) ফতওয়ায়ে আশরাফ সিদ্দীকী ১ম খন্ড ২৮৬ পৃষ্ঠা, (১৯) ফতহুল বারী শরহে বুখারী, (২০) ফয়জুল বারী শরহে বুখারী, (২১) তাইসিরুল বারী শরহে বুখারী, (২২) লুমআত, (২৩) আশআতুল লুমআত, (২৪) তোহফাতুল আহওয়াজী শরহে তিরমিযী সহ ১৫০টি সহীহ্ হাদীস শরীফের কিতাব)

◈ প্রশ্ন: ছোঁয়াচে রোগ সম্পর্কে ইসলাম কি বলে?

(প্রশ্নকারী: মুহাম্মাদ আব্দুল আজিজ, দুবাই প্রবাসী)

উত্তর: ঈমানদারদের জন্য আক্বীদা হলো ছোঁয়াচে বলতে কোন রোগ নেই ছোঁয়াচে রোগে বিশ্বাস করা জাহেলী যুগের বৈশিষ্ট্য। পবিত্র ছফর মাস আসলেই ছোঁয়াচে রোগে বিশ্বাসী কিছু বদ আক্বীদাধারী নানা চূ-চেরা করে থাকে। এ বিষয়ে মুসলমানদের কি আক্বীদা থাকা দরকার; ছোঁয়াচে রোগ বিষয়ে পবিত্র শরীয়ত কি বলে? সে বিষয়ে আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি। পবিত্র হাদীছ শরীফে বর্ণিত রয়েছে- وَقَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ عَدْوٰى وَلاَ طِيَرَةَ

وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত। সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, নূরে মুজাসসাম হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন, ছোঁয়াচে বলে কোন রোগ নেই, কুলক্ষণ বলে কিছু নেই, পেঁচা অশুভের লক্ষণ নয়, ছফর মাসে কোন অশুভ নেই। (বুখারী শরীফ ৫৭০৭, বুখারী শরীফ ৫৭১৭, মুসলিম শরীফ ৫৯২০, ইবনে মাজাহ ৮৬, মুসনাদে আহমদ ১৫৫৪, সহীহ ইবনে হিব্বান ৫৮২৬, মুসনাদে বাযযার ৭১৪৭, মুসনাদে তয়লাসী ২০৭৩, সুনানে কুবরা নাসাঈ ৯২৩২, মুসনাদে আবু ইয়ালা ৭৯৮, সুনানে কুবরা বায়হাকী-১৪৬১৯)

হযরত সা'দ ইবনু মালিক ﷺ উনার থেকে বর্ণিত-

وَلاَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ "لاَ هَامَةَ وَلاَ عَدْوَى طِيَرَةَ

অর্থ: নবীজি পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন, পেঁচা অশুভ নয়, ছোঁয়াচে রোগ নেই এবং কোন জিনিস অশুভ হওয়া ভিত্তিহীন। (আবু দাউদ শরীফ-৩৯২১, ৩৯১৬, ৩৯১২)

উপরোক্ত ছহীহ হাদীস শরীফ থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, দ্বীন ইসলামে ছোঁয়াচে রোগের কোন অস্তিত্ব নেই। কারন স্বয়ং সাইয়্যিদুল মুরসালীন, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ﷺ তিনি ছোঁয়াচে রোগ বলে কোন রোগ না থাকার বিষয়কে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগে বিশ্বাস করা মানে এটা বিশ্বাস করা রোগের নিজস্ব ক্ষমতা আছে, নিজ ক্ষমতায় রোগ কারো উপর সংক্রমন করতে পারে। যা স্পষ্ট শিরক। রোগ দেয়ার মালিক মহান আল্লাহ পাক। এরপরও কেউ যদি ছোঁয়াচে রোগের কথা বিশ্বাস করে সে তাহলে এ বিষয়ে মৌলিক আক্বীদা থেকে বিচ্যুৎ হয়ে পথভ্রষ্ট হিসাবে চিহ্নিত হবে।

ছোঁয়াচে রোগে বিশ্বাস করা জাহেলী যুগের বৈশিষ্ট: এ বিষয়ে পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার মধ্যে বলা হয়েছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدَعَهُنَّ النَّاسُ النِّيَاحَةُ وَالطَّعْنُ فِي الأَحْسَابِ وَالْعَدْوَى أَجْرَبَ بَعِيرٌ فَأَجْرَبَ مِائَةَ بَعِيرٍ مَنْ أَجْرَبَ الْبَعِيرَ الأَوَّلَ وَالأَنْوَاءُ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا". قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, নূরে মুজাসসাম হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন, আমার উম্মতের মাঝে জাহিলী যুগের চারটি বিষয় আছে। তারা কখনও এগুলো (পুরোপুরি) ছাড়তে পারে না: মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ সহকারে ক্রন্দন করা, বংশ তুলে গালি দেওয়া, ছোঁয়াচে রোগ সংক্রমিত হওয়ার ধারণা করা, যেমন একটি উট সংক্রমিত হলে একশ'টি উটে তা সংক্রমিত হওয়া। কিন্তু প্রশ্ন হলো, প্রথমটি কিভাবে সংক্রমিত হলো? আর নক্ষত্রের প্রভাব মান্য করা অর্থাৎ অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের উপর বৃষ্টি হলো। নাউযুবিল্লাহ!

(তিরমিযী শরীফ ১০০১ নং হাদীস শরীফ)

জাহিলী যুগের বৈশিষ্টসমূহের একটা বৈশিষ্ট হচ্ছে ছোঁয়াচে রোগের প্রতি বিশ্বাস রাখা। সূতরাং পবিত্র হাদীছ শরীফ থেকে প্রমাণ হলো, ছোঁয়াচে রোগের প্রতি বিশ্বাস রাখা মু'মিনদের আক্বীদা না বরং জাহেলী যুগের আক্বীদা। তাই যারা ছোঁয়াচে রোগের কথা বিশ্বাস করে এবং এ আক্বীদা প্রচার করে তারা হুযূর পাক ﷺ উনার ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী জাহেলী যুগের বৈশিষ্ট বহন করছে।

(দলীলসমূহ: (১) বুখারী শরীফ ৫৭০৭, (২) বুখারী শরীফ ৫৭১৭, (৩) মুসলিম শরীফ ৫৯২০, (৪) ইবনে মাজাহ ৮৬, (৫) মুসনাদে আহমদ ১৫৫৪, (৬) সহীহ ইবনে হিব্বান ৫৮২৬, (৭) মুসনাদে বাযযার ৭১৪৭, (৮) মুসনাদে তয়লাসী ২০৭৩, (৯) সুনানে কুবরা নাসাঈ ৯২৩২, (১০) মুসনাদে আবু ইয়ালা ৭৯৮, (১১) সুনানে কুবরা বায়হাকী-১৪৬১৯, (১২) আবু দাউদ শরীফ-৩৯২১, ৩৯১৬, ৩৯১২, (১৩) তিরমিযী শরীফ ১০০১ নং হাদীস শরীফ, (১৪) মুসলিম, (১৫) মিশকাত, (১৬) মিরকাত, (১৭) মুসনাদ, (১৮) মুছান্নাফ, (১৯) ফতহুল বারী শরহে বুখারী, (২০) ফয়জুল বারী শরহে বুখারী, (২১) তাইসিরুল বারী শরহে বুখারী, (২২) লুমআত, (২৩) আশআতুল

লুমআত, (২৪) তোহফাতুল আহওয়াজী শরহে তিরমিযী সহ ২৫০টি সহীহ্ হাদীস শরীফের কিতাব)

◈ প্রশ্ন: পাগড়ী পড়ার জন্য হাফেজ বা আলেম হওয়া শর্ত নাকি যেকেউ পাগড়ী পড়তে পারবে?

(প্রশ্নকারী: মুহাম্মাদ হাবিল সিদ্দীকী, মালয়েশিয়া প্রবাসী)

উত্তর: পাগড়ী পড়ার জন্য হাফেজ বা আলেম শর্ত নয়। নবীজি পাক ﷺ উনার উম্মত হলেই সে পাগড়ী পড়তে পারবে। পাগড়ী পরিধান করা দায়িমী সুন্নত। কেননা হুযূর পাক (ﷺ) তিনি দায়িমীভাবে পাগড়ী পরিধান করতেন। সেহেতু পাগড়ীর মধ্যে অনেক ফজিলত, মর্যাদা, মর্তবা পরিলক্ষিত হয়। অনেকেই মনে করে যে, শুধু হাফেজ ব্যতিত অন্য কেউ পাগড়ী পরতে পারবে না। এটা সম্পূর্ণ একটি ভূল ধারণা। নবীজি পাক (ﷺ) উনার উম্মতগণ সকলেই পাগড়ী পরিধান করতে পারবে এবং একটি সুন্নত হিসেবে একশত শহীদের মর্যাদা পাবে। সুবহানাল্লাহ্! পাগড়ী পরিধানকারীগণের উপর মহান আল্লাহ্ পাক উনার খাছ রহমত এবং ফেরেশ্‌তাগণের খাছ দু'আ বর্ষণ হয়। সুন্নতের ফজিলত সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে,

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ حَاتِمٍ الأَنْصَارِيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي. وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ

অর্থ: হযরত আনাস ইবনি মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, নবীজি পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন, আর যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে জীবিত করল, সে আমাকেই ভালবাসল, আর যে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসল সে তো জান্নাতে আমার সাথেই থাকবে। (তিরমিযি-২৬৭৮ নং হাদীস শরীফ)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُتَمَسِّكُ بِسُنَّتِيْ عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِيْ لَهُ اَجْرُ مِائَةِ شَهِيْدٍ-

অর্থ: "হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) উনার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক (ﷺ) তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, যে ব্যক্তি আমার উম্মতের ফিতনা-ফাসাদের সময় আমার একটি সুন্নত মুবারক আঁকড়ে ধরে রাখবেন, তিনি একশত শহীদের ফজিলত মুবারক লাভ করবেন।" সুবহানাল্লাহ! (আল মু'জামুল আওসাত্ব লিত ত্ববারানী ৫/৩১৫)

সুন্নত পালনের ফজিলত সম্পর্কে হাদীছ শরীফে আরো এসেছে-

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ سُنَّتِيْ فَقَدْ اَحَبَّنِيْ وَمَنْ اَحَبَّنِيْ كَانَ مَعِيْ فِي الْجَنَّةِ

অর্থ: হযরত আনাস ইবনে মালিক (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন, নবীজি পাক (ﷺ) তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, যে ব্যক্তি আমার সুন্নত মুবারককে মুহব্বত করলেন, তিনি মূলতঃ আমাকেই মুহব্বত করলেন, আর যিনি আমাকে মুহব্বত করবেন, তিনি আমার সাথে সম্মানিত জান্নাতে অবস্থান করবেন।" সুবহানাল্লাহ! (শিফা শরীফ)

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى صَاحِبِ الْعَمَائِمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ". (بَذْلُ الْمَجْهُودِ شَرْحُ أَبِي دَاوُدَ، كِتَابُ اللِّبَاسِ)

অর্থ: "ইমাম ত্ববারানী রহমতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত (তিনি বলেন) নিশ্চয়ই হুযূর পাক (ﷺ) তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, অবশ্যই মহান আল্লাহ্ পাক তিনি পাগড়ী (দায়িমীভাবে) পরিধান কারীগণের উপর প্রতি জুমুআ'র দিবসে ছলাত বা খাছ রহমত এবং ফেরেশ্‌তাগণ খাছ দু'আ বর্ষণ করেন।"

[বযলুল মাজহুদ শরহে আবী দাউদ ৬ষ্ঠ জিঃ ৫১ পৃষ্ঠা, আনওয়ারুল মাহমুদ ২য় জিঃ ৪৪৬ পৃষ্ঠা, আল্ লিবাসু ওয়ায্ যীনাহ্ ১৩৫ পৃষ্ঠা, মাজমাউয্ যাওয়াইদ ৫ম জিঃ ১২০, ১২১ পৃষ্ঠা, আল জুমুয়াহ্ ২য় জিঃ ১৭৬ পৃষ্ঠা, আল মীযান ১ম জিঃ ২৯৩ পৃষ্ঠা, কাশফুল্ খফা ওয়া মুযীলুল্ ইলবাস ২য় জিঃ ৬৮ পৃষ্ঠা]

পাগড়ীসহ নামাযের ফজিলত: পাগড়ীসহ এক রাকায়াত নামায পাগড়ী ছাড়া সত্তর রাকায়াত নামায অপেক্ষা

উত্তম। এ ছাড়াও বিভিন্ন রেওয়ায়েতে বিভিন্নমুখী ফযীলতের কথা বর্ণিত আছে। সেগুলো হচ্ছে-

رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: "صَلَاةٌ بِعِمَامَةٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ صَلَاةً بِغَيْرِ عِمَامَةٍ". (مِرْقَاةٌ)

অর্থ: বর্ণিত আছে, নিশ্চয়ই হুযূর পাক (ﷺ) তিনি ইরশাদ মুবারক করেছেন, পাগড়ীসহ এক ওয়াক্ত নামায পাগড়ী ছাড়া সত্তর ওয়াক্ত নামাযের থেকে উত্তম।"

(১) MMD. ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী হুজুর ক্বিবলা রচিত-"সনদ সহ হাজার হাজার দলীল সমৃদ্ধ ১২ চাঁদের ২৪ ঘন্টার সুন্নতী আমল ও দোয়ার ভান্ডার"-৩৭৫ পৃষ্ঠা) (২) বযলুল মাজহুদ শরহে আবী দাউদ ৬ষ্ঠ জিঃ ৫১ পৃষ্ঠা, (৩) আনওয়ারুল মাহমুদ ২য় জিঃ ৪৪৬ পৃষ্ঠা, (৪) আল্ লিবাসু ওয়ায্ যীনাহ্ ১৩৫ পৃষ্ঠা, (৫) মাজমাউয্ যাওয়াইদ ৫ম জিঃ ১২০, ১২১ পৃষ্ঠা, (৬) আল জুমুয়াহ্ ২য় জিঃ ১৭৬ পৃষ্ঠা, (৭) আল মীযান ১ম জিঃ ২৯৩ পৃষ্ঠা, (৮) কাশফুল্ খফা ওয়া মুযীলুল্ ইলবাস ২য় জিঃ ৬৮ পৃষ্ঠা, (৯) মুসলিম, (১০) মিশকাত, (১১) মিরকাত, (১২) মুসনাদ, (১৩) মুছান্নাফ, (১৪) ফতহুল বারী শরহে বুখারী, (১৫) ফয়জুল বারী শরহে বুখারী, (১৬) তাইসিরুল বারী শরহে বুখারী, (১৭) লুমআত, (১৮) আশআতুল লুমআত, (১৯) তোহফাতুল আহওয়াজী শরহে তিরমিযী (২০) **ফতওয়ায়ে আশরাফ সিদ্দীকী ১ম খন্ড ৭২ পৃষ্ঠা সহ ২৫০টি সহীহ্ হাদীস শরীফের কিতাব)]**

ঘরে বসেই সংগ্রহ করুন হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফের সকল কিতাব ও মাসিক পত্রিকা!

আপনারা এখন থেকে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে হোম ডেলিভারিতে মুর্শিদ ক্বিবলা উনার লিখিত সকল কিতাব এবং "মাসিক হক্বের দা'ওয়াত" পত্রিকা পেয়ে যাবেন ইনশা-আল্লাহ্।

অর্ডার করার নিয়মাবলী:

আপনি যদি কিতাব বা পত্রিকাগুলো সংগ্রহ করতে চান, সরাসরি যোগাযোগ করুন অথবা মেসেজ দিন:

সরাসরি কল করুন: ০১৩২৮-৩১০৩০০ (WhatsApp) (দরবার অফিস)

নফল নামায পর্ব
সাপ্তাহিক দিন-রাতের নফল নামায
সোমবার রাতের নামায

MMD. ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী হুজুর ক্বিবলা রচিত- "সনদসহ হাজার হাজার দলীল সমৃদ্ধ ১২ চাঁদের ২৪ ঘন্টার সুন্নতী আমল ও দোয়ার ভান্ডার" কিতাবের ২৫৫ পৃষ্ঠায় এসেছে,

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى فِىْ لَيْلَةِ الْاِثْنَيْنِ اَرْبَعَ رَكْعَةٍ يَقْرَاُ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ عَشَرَ مَرَّةٍ وَ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ عِشْرِيْنَ مَرَّةً وَ فِى الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ بَعْدَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ ثَلَاثِيْنَ مَرَّةً وَ فِى الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ اَلْحَمْدُ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ اَرْبَعِيْنَ مَرَّةً ثُمَّ تَشَهُّدُ وَسَلَّمَ وَ بَعْدَ قَرَأَ هُوَ اللهُ اَحَدٌ خَمْسًا وَ سَبْعِيْنَ مَرَّةً وَاسْتَغْفِرُ اللهُ تَعَالٰى لِنَفْسِهِ وَلِوَالِدَيْهِ خَمْسًا وَّ سَبْعِيْنَ مَرَّةً سَأَلَ حَاجَتَه فَكَانَ حَقَّهُ عَلَى اللهِ تَعَالٰى اَنْ يُعْطِيْهِ سُوَالِهِ۔

অর্থ : "হযরত আনাস ইবনে মালিক (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন, যে ব্যক্তি (রবিবার দিনগত রাত) সোমবার রাতে চার রাকাত নামায পড়বে, প্রথম রাকাতে একবার সূরা ফাতিহা, দশবার সূরা ইখলাস। দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহা একবার, সূরা ইখলাস বিশ বার, তৃতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহা একবার, সূরা ইখলাস ত্রিশবার এবং চতুর্থ রাকাতে সূরা ফাতিহা একবার, সূরা ইখলাস চল্লিশবার পড়বে। অতঃপর তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরাবে। এরপর সূরা ইখলাস ৭৫ বার, ইস্তিগফার ৭৫ বার পাঠ করবে নিজের ও নিজের পিতা-মাতার জন্য। অতঃপর ৭৫ বার দরূদ শরীফ প্রেরণ করবে নবীজি পাক (ﷺ) উনার উপর এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থণা করবে। তাহলে তার প্রার্থণা কবুল করা এবং তার চাহিদা পূর্ণ করা আল্লাহ তা'আলার দায়িত্ব হয়ে যায়।"

সোমবার দরূদ শরীফ পড়ার ফজিলত

MMD. ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী হুজুর ক্বিবলা রচিত- "সনদসহ হাজার সনদসহ হাজার হাজার দলীল সমৃদ্ধ ১২ চাঁদের ২৪ ঘন্টার সুন্নতী আমল ও দোয়ার ভান্ডার" কিতাবের ২৯০ পৃষ্ঠায় এসেছে, হযরত আবু মুসা মিদিনি (রহঃ) উনার 'ওয়াইফুল লায়ালী ওয়াল আয়য়াম' ও ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) উনার 'ইহয়াউল উলূম' কিতাবে রয়েছে- "হযরত আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন, যে ব্যক্তি সোমবার রাতে চার রাকআত নামায এভাবে পড়েন, প্রত্যেক রাকআতে একবার সূরা ফাতিহা এবং সূরা ইখলাস ১১ বার। এরপর একবার দরূদ শরীফ নবীজির উপর পড়ে, আল্লাহ পাক এ ব্যক্তির জন্য ৭৫টি রহমত বর্ষণ করেন। অতঃপর আল্লাহ পাক ঐ ব্যক্তির জন্য যা যা চাইবেন তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

দৈনন্দিন জীবনে সুন্নতী আমলের পূর্ণাঙ্গ গাইডলাইন!

আপনার ২৪ ঘন্টার প্রতিটি কাজকে ইবাদতে পরিণত করতে চান? আলহামদুলিল্লাহ, প্রকাশিত হয়েছে "সনদসহ হাজার হাজার দলীল সমৃদ্ধ ১২ চাঁদের ২৪ ঘন্টার সুন্নতী আমল ও দোয়ার ভাণ্ডার।"

এই বইটিতে পাচ্ছেন:

☞ সনদ সহ হাজার হাজার নির্ভরযোগ্য দলীল।
☞ ১২ মাসের অর্থাৎ মুহররম মাস থেকে যিলহজ্ব মাস পর্যন্ত প্রতিটি মাসের, প্রতিটি দিনের ও রাতের গুরুত্বপূর্ণ আমল ও তার ফজিলত।
☞ ২৪ ঘন্টার প্রয়োজনীয় সকল দোয়া ও আমল।
☞ অল্প সময়ে কোটি কোটি ছওয়াবের রত্নভান্ডার
☞ ৬৯টি সুন্নতী খুৎবা (অর্থসহ)।

বইটি সংকলন করেছেন: আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাসসির মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম মুফতী আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী।

হাদিয়া: ৮০০/- টাকা মাত্র।

বইটি সংগ্রহ করতে সরাসরি কল করুন-

০১৩২৮-৩১০৩০০ (দরবার অফিস) (হোয়াটসঅ্যাপ)

দিন-রাত তথা ২৪ ঘন্টা নবীজি (ﷺ) উনার সুন্নাত

ওযুতে ১৮টি সুন্নত

- ওযুর নিয়ত করা। যেমন, "আমি নামাযের জন্য যথোপযুক্ত হবার উদ্দেশ্যে করছি"।
- "বিস্মিল্লাহির রহমানির রহীম" বলে ওযু করা। কোনো কোনো বর্ণনায় ওযুর বিস্মিল্লাহ্ এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

بِسْمِ اللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ

- দুই হাতের কব্জী পর্যন্ত তিনবার ধোঁয়া।
- মেসওয়াক করা।
- যদি মেসওয়াক না থাকে তবে আঙ্গুল দিয়ে দাঁত মাজা।
- তিনবার কুলি করা।
- তিনবার নাক পরিষ্কার করা।
- প্রত্যেক অঙ্গকে কমের পক্ষে তিনবার ধৌঁত করা।
- মুখ মন্ডল ধোয়ার সময় হাত ও পায়ের আঙ্গুল খিলাল করা।
- একবার সমস্ত মাথা মাসেহ করা।
- ওযুর অঙ্গ সমূহ ডলে ডলে ধৌঁত করা।
- এক অঙ্গ শুকাবার পূর্বে পরবর্তী অঙ্গ ধৌঁত করা।
- তারতীবের সাথে ওযু করা।
- প্রথমে ডান দিক থেকে ধৌঁত করা।
- ওযুর পর কালেমা শাহাদাত পড়া।

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً
اعَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

- যখন ওযু করতে মন না চায় তখনও খুব উত্তমরূপে ওযু করা।

❑ যে সময় নফল নামায পড়া মাকরূহ্ সে সময় ব্যতিত যখনই ওযু করা হয় তার পরপরই দুই রাক'আত তাহিয়্যাতুল ওযু নামায পড়ে নেয়া। **(বুখারী ও মুসলিম)**

MMD. ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী হুজুর ক্বিবলা রচিত- "সনদসহ হাজার হাজার দলীল সমৃদ্ধ ১২ চাঁদের ২৪ ঘন্টার সুন্নতী আমল ও দোয়ার ভান্ডার" কিতাবের ৩১৬ পৃষ্ঠা।

অল্প সময়ে কোটি কোটি ছওয়াবের রত্ন ভান্ডার

❖ **কোন দিন ইফতার করালে সমস্ত উম্মতকে ইফতার করানোর সওয়াব হয়?**

উত্তর: আশুরার দিন কোন রোজাদারকে ইফতার বা খানা খাওয়ালে সমস্ত উম্মতে মুহাম্মাদী (ﷺ) কে ইফতার করালে যে ছওয়াব হত সে পরিমাণ সওয়াব তার আমলনামায় লিখে দেয়া হবে এবং ২ রাকাত নফল নামায পড়লে ক্বিয়ামত পর্যন্ত তার কবর, নূরে রৌশনী থাকিবে। (কিতাব আল আযকার)

❖ **কত আয়াত পাঠ করলে ১৭৩টি উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ সওয়াব হয়?**

উত্তর: পবিত্র কুরআনের ১টি মাত্র আয়াত পড়লেই ১৭৩ টি উহুদ পাহাড়ের ওজন সমপরিমাণ সওয়াব লাভ হয়। উহুদ পাহাড়ের ওজন একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেহই বলতে পারে না। (কাঞ্জুল উম্মাল)

❖ **কোন নামাজে প্রতি অক্ষরে ২৫ থেকে ৪ লক্ষ কোটি সওয়াব হবে?**

উত্তর: হাদীস থেকে জানা গেছে যে প্রতি অক্ষরে সর্বনিম্ন নেক ৭০টি করে হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীস থেকে আরো জানা গেল যে, মহল্লার মসজিদে নামায পড়লে প্রতি অক্ষরের বিনিময়ে ২৫শত ছওয়াব। জুমার মসজিদে প্রতি অক্ষরে ১ কোটি ছওয়াব লাভ হয়। রমাদ্বনে প্রতি ইবাদত ৭০ গুণ বেশি কদরের রাতে আরো ৬০ হাজার গুণ বেশি। যথা ৭০,০০,০০০×৬০,০০০=৪২,০০,০০০,০০০,০০ কোটি রমাদ্বনে কদরে কাবা শরীফে পড়লে প্রতি অক্ষরে ৪ লক্ষ কোটি ২০ হাজার কোটি সওয়াব লাভ হয়। আল্লাহু আকবার। (কাঞ্জুল উম্মাল)

❖ **কোথায় কুরআন পড়লে প্রতি অক্ষরে ৬০ লক্ষ-৬০ কোটি সওয়াব?**

উত্তর: রমাদ্বনুল মুবারকে কদরের রাত্রিতে প্রতি অক্ষরে কমপক্ষে ৬০ হাজার সওয়াব। মহল্লার মসজিদে ৬০,০০০×২৫=১,৫০০,০০০ দেড় লক্ষ হাজার। জুমআ'র মুসজিদে প্রতি অক্ষরে ১,৫০০,০০০×৫০০ গুণ বেশি। মসজিদে নববীতে প্রতি অক্ষরে ৫০ হাজার গুণ বেশি অর্থাৎ ৫০×১৫০=৭,৫০০ হাজার গুণ বেশি। আর কাবা শরীফে পাঠ করলে প্রতি অক্ষরে ৬০ হাজার গুণ থেকে ১ লক্ষ গুণ বেশি। অর্থাৎ এক লক্ষকে ৬০ দিয়ে গুণ করলে হয় ৬০ কোটি গুণ বেশি ছওয়াব। (কাঞ্জুল উম্মাল)

❖ **কোন ১টি রাতের ইবাদত ৮৩ বছর ৪ মাসের ইবাদত থেকে উত্তম?**

উত্তর: রমাদ্বনের ২৭ তারিখের রাত্রির ইবাদত ১ হাজার মাস/৮৩ বছর ৪ মাসের ইবাদত করা হতেও অতি উত্তম। (সূরা কদর)

(মুহাম্মাদ MMD. ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী হুজুর ক্বিবলা রচিত-*সনদসহ হাজার হাজার দলীল সমৃদ্ধ ১২ চাঁদের ২৪ ঘন্টার সুন্নতী আমল ও দোয়ার ভান্ডার-৪০৬ পৃষ্ঠা)*

মুর্শিদ ক্বিবলা উনার বাণী মুবারক:

"আমার লিখিত কিতাবগুলো প্রতিটি মুরিদের বাড়িতে রাখতে হবে এবং অন্যকে কিতাব হাদিয়া দিয়ে হক্বের দা'ওয়াত দিবেন। আপনার দা'ওয়াতে যত লোক হক্ব পথ পাবে তাদের জীবনের প্রতিটি নেক আমলের কপি আপনিও পেয়ে যাবেন- ইনশা-আল্লাহ্!"

✪ সিদ্দীক্বিয়া অয়েল এন্ড ফিড মিল

এখানে উন্নতমানের দেশী সরিষা ভাঙানো হয় এবং ঘানি ভাঙা খাটি সরিষার তৈল, খৈল, গরুর ফিড পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়।
কুরিয়ারের মাধ্যমে সারা দেশে পাঠানো হয়।

প্রোঃ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ্ সেকেন্দার
মোবাইল: ০১৩০৭-০৪৫৪৮৩, ০১৭১১-৯২৯০৫২
ঠিকানা: সুজাবাদ দহপাড়া (বেতগাড়ী ২য় বাইপাস সংলগ্ন), শাজাহানপুর, বগুড়া।

আমি ও আমার পরিবারের সকলেই যেন মৃত্যু পর্যন্ত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার কদম মুবারকে ইস্তিকামত থাকতে পারি- আমীন।
মুহাম্মাদ আব্দুল হাকিম
উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।

মাসআলা-মাসায়েল
নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় দু'আ সমূহ :

✪ মন খারাপ হলে পড়ার দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ ۞

উচ্চারণ : আলহাম্‌দু লিল্লাহি আ'লা কুল্লি হা-ল।

✪ আগুনে পড়লে বা কোনো গুরুতর রোগ মুক্তির দু'আ:

اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ اِشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ لَا شَافِىْ اِلَّا اَنْتَ -

উচ্চারণ : আযহিবিল বাসা রব্বান্না-সি ইশফি আংতাশ শাফী লা শাফিয়া ইল্লা আংতা।

অর্থ ঃ হে মানব মন্ডলীর আল্লাহ! আপনি রোগ আরোগ্য করে দিন। আপনি সুস্থতা দান করুন; আপনি তো সুস্থতা দানকারী। আপনি ছাড়া তো সুস্থ করার আর কোন মাবুদ নেই। (তারগীব, হিসনে হাসীন)

✪ মামলা মোকদ্দমা বা বিরোধীদের মোকাবেলায় পড়ার দু'আ:

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ -

উচ্চারণ : আল্লহুম্মা ইন্না নাজ আ'লুকা ফী নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিং শুরুরিহিম।

অর্থ : ও আমার আল্লাহ! আমরা আপনাকে বিরোধীদের মোকাবিলায় পেশ করছি। আপনি ওদেরকে পরাজিত করুন। আমরা তাদের অনিষ্টতা থেকে আপনার সমীপে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (তারগীব, হিসনে হাসীন)

✪ কোন কিছুর ভিত্তি স্থাপন ও নির্মাণের দু'আ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ -

উচ্চারণ ঃ রব্বানা তাক্বোব্বাল মিন্না ইন্নাকা আংতাস সামীউল আ'লীম।

অর্থ : ও আমাদের প্রতিপালক! আমাদের তরফ হতে এ কাজটি গ্রহণ করুন। নিশ্চয় আপনি সবই শুনেন ও জানেন। (তারগীব, হিসনে হাসীন)

✪ মসজিদে বসে পড়ার দু'আ

মসজিদে বসে দুনিয়াবি কথা বার্তা বলবে না। নফল নামায পড়বে, না হয় নিম্নের দু'আ পড়তে থাকবে।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ -

উচ্চারণ : সুবহানাল্লহি ওয়াল হাম্‌দু লিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ ﷺ ওয়াল্লাহু আকবার। (তারগীব, হিসনে হাসীন)

(মুহাম্মাদ MMD. ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী হুজুর ক্বিবলা রচিত-*সনদসহ হাজার হাজার দলীল সমৃদ্ধ ১২ চাঁদের ২৪ ঘন্টার সুন্নতী আমল ও দোয়ার ভান্ডার-৪৩৯ পৃষ্ঠা)*

দরূদ শরীফ পর্ব

দরূদে তাজের ফজিলত

মুহাম্মাদ MMD. ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী হুজুর ক্বিবলা রচিত-*সনদসহ হাজার হাজার দলীল সমৃদ্ধ ১২ চাঁদের ২৪ ঘন্টার সুন্নতী আমল ও দোয়ার ভান্ডার কিতাবের-৩০৬ পৃষ্ঠায় এসেছে,*

এই দরূদ শরীফের অনেক গুণ, যার বর্ণনার এখানে স্থানাভাব। এই দরূদ শরীফের শ্রেষ্ঠতম ফজিলত এই যে, যদি কোনো ব্যক্তি হুজুর পাক ﷺ উনার চেহারা দর্শনের আকাঙ্ক্ষা মনে-প্রাণে আশা করে, তবে চন্দ্র মাসের শুক্লপক্ষের প্রথম জুমআ'র রাত্রে ইশার নামাজের পর পবিত্র দেহে ও সুগন্ধিত পোশাকে ১৮০ বার এই দরূদ শরীফ পাঠ করুন। এইভাবে ১১ দিন পাঠ করলে ইনশা-আল্লাহ ঐ ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ ﷺ উনার দর্শন লাভে ধন্য হবে।

মনের শুদ্ধি লাভের জন্য প্রত্যহ ফজরের নামাজের পর ৪ বার, আছরের নামাজের পর ৩ বার এবং এশার নামাজের পর ৩ বার পাঠ করবে। *(মুসনাদ, মুছান্নাফ, সুন্নী বেহেস্তি জেওর ইত্যাদি)*

পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ উপলক্ষ্যে হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফে "মারেফতের গুপ্ত ভান্ডার" কিতাব প্রকাশিত হবে ইনশা-আল্লাহ্ ।

দরূদে তাজ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَا نَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ التَّاجِ وَالْمِعْرَاجِ وَالْبُرَاقِ وَالْعَلَمِ . دَافِعِ الْبَلَآءِ وَالْوَبَآءِ وَالْقَحْطِ وَالْمَرَضِ وَالْاَلَمِ . اِسْمُهٗ مَكْتُوْبٌ مَّرْفُوْعٌ مَّشْفُوْعٌ مَّنْقُوْشٌ فِي اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ . سَيِّدِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ جِسْمُهٗ مُقَدَّسٌ مُعَطَّرٌ مُّطَهَّرٌ مُّنَوَّرٌ فِي الْبَيْتِ وَالْحَرَمِ . شَمْسِ الضُّحٰى بَدْرِ الدُّجٰى صَدْرِ الْعُلٰى نُوْرِ الْهُدٰى كَهْفِ الْوَرٰى مِصْبَاحِ الظُّلَمِ جَمِيْلِ الشِّيَمِ شَفِيْعِ الْاُمَمِ صَاحِبِ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ . وَاللّٰهُ عَاصِمُهٗ وَجِبْرِيْلُ خَادِمُهٗ وَالْبُرَاقُ مَرْكَبُهٗ وَالْمِعْرَاجُ سَفَرُهٗ وَسِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى مَقَامُهٗ قَابَ قَوْسَيْنِ مَطْلُوْبُهٗ وَالْمَطْلُوْبُ مَقْصُوْدُهٗ وَالْمَقْصُوْدُ مَوْجُوْدُهٗ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ شَفِيْعِ الْمُذْنِبِيْنَ اَنِيْسِ الْغَرِيْبِيْنَ رَحْمَةٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ رَاحَةِ الْعَاشِقِيْنَ مُرَادِ الْمُشْتَاقِيْنَ شَمْسِ الْعَارِفِيْنَ سِرَاجِ السَّالِكِيْنَ مِصْبَاحِ الْمُقَرَّبِيْنَ مُحِبِّ الْفُقَرَاءِ وَالْغُرَبَاءِ وَالْمَسٰكِيْنِ، سَيِّدِ الثَّقَلَيْنِ، نَبِيِّ الْحَرَمَيْنِ، إِمَامِ الْقِبْلَتَيْنِ، وَسِيلَتِنَا فِي الدَّارَيْنِ صَاحِبِ قَابَ قَوْسَيْنِ مَحْبُوْبِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ مَوْلَانَا وَمَوْلَى الثَّقَلَيْنِ اَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ نُوْرٍ مِّنْ نُّوْرِ اللّٰهِ . يَآاَيُّهَا الْمُشْتَاقُوْنَ بِنُوْرِ جَمَالِهٖ صَلُّوْا عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا .

<u>দরূদে তাজের বাংলা উচ্চারণ</u>- আল্লহুম্মা ছল্লি আ'লা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিং ছহিবিত্তাজি ওয়াল মি'রাজি ওয়াল বুরাক্বি ওয়াল আ'লাম। দাফিয়ি'ল বালায়ি ওয়াল ওবারি ওয়াল ক্বহ্‌তি ওয়াল মা'রোদ্বি ওয়াল আ'লাম। ইছ্‌মুহু মাকতুবুম মারফুউ'ম মাশফুউ'ম মাংকুশুং ফিল্লাওহি ওয়াল কালাম। সাইয়্যিদিল আ'রোবী ওয়াল আজামি জিছ্‌মুহু মুকাদ্দাছুন মুয়াত্তারুন মুত্বাহ্‌হারুন মুনাওয়ারুন ফিল বাইতি ওয়াল হারোম। শামছিদ্দুহা বাদরিদ্দুজা ছদরিল উলা নূরিলহুদা কাহ্‌ফিল ওয়ারা মিছবাহিজ্জুলাম। জামিলিশ শিয়ামি শাফিয়িল উমামি ছহিবিল জুদি ওয়াল কারোম। ওয়াল্লহু আ'ছিমুহু ওয়া জিবরীলু খদিমুহু ওয়াল বুরাক্বু মারকাবুহু ওয়াল মি'রাজু সাফারুহু ওয়া ছিদরাতুল মুংতাহা মাক্বামুহু ওয়া ক্বা'বা ক্বওছাইনি মাতলুবুহু ওয়াল মাতলুবু ওয়াল মাকছুদুহু ওয়াল মাকছুদু মাওজুদুহু সাইয়িদিল মুরসালীনা খতামান নাবিয়্যিনা শাফিয়িল মুজনিবিনা আনিসিল গরিবিনা রহ্‌মাতাল্লিল আ'লামিনা রহাতিল আশিক্বিনা মুরাদিল মুশ্‌তাক্বিনা শামছিল আরিফিনা ছিরাজিচ্ছালিক্বিন মিছবাহিল মুক্কার্‌রাবিনা মুহিব্বিল ফুক্বোরো-য়ি ওয়াল গুরোবা-য়ি ওয়াল মাসাকীনা সাইয়্যিদিছ ছাকালাইনি নাবিয়্যিল হারা মাইনি ইমামিল ক্বিবলাতাইনি ওয়াছিলাতিনা ফিদ্দারাইনি ছহিবি ক্বা'বা ক্বওছাইনি মাহবুবি রব্বিল মাশরিক্বাইনি ওয়াল মাগরিবাইনি জাদ্দিল হাছানি ওয়াল হুছাইনি মাওলানা ওয়া মাওলাচ্ছাক্বালাইনি আবিল ক্বছিমি মুহাম্মাদ ইবনি আবদিল্লাহি নুরিম্মিন নুরিল্লাহ। ইয়া আইয়্যুহাল মুশ্‌তাক্বুনা বিনুরি জামিলিহি ছল্লু আ'লাইহি ওয়া আ'লিহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা।

সুখবর সুখবর সুখবর

ইতিহাসে এই প্রথম একসাথে ৬টি ভাষায় পবিত্র কুরআন শরীফের সহীহ্ অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে ইনশা-আল্লাহ্! হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফের মুর্শিদ ক্বিবলার পক্ষ থেকে উন্মোচিত হতে যাচ্ছে ইসলামের ইতিহাসের এক সোনালী অধ্যায়। বিশ্ববাসীর কাছে পবিত্র কুরআনের আলো ছড়িয়ে দিতে এবারই প্রথম আরবি, বাংলা, ইংরেজি, উর্দু, ফার্সি ও হিন্দি মোট ৬টি ভাষায় প্রকাশিত হতে যাচ্ছে পবিত্র কুরআন শরীফের সম্পূর্ণ সহীহ্ অনুবাদ। শুধু বাংলা ভাষা জানলেই বিনা শিক্ষকে ঘরে বসেই ৬টি ভাষায় পবিত্র কুরআন শরীফ যেকোনো পুরুষ-মহিলা শিখতে পারবেন এবং প্রতিটি অক্ষরের বিনিময়ে যতবার পড়বেন তত ১০০টি ছওয়াব পাবেন রহমত, শান্তি ও বরকত হবে- ইনশা-আল্লাহ্।

◈ বড়পীর আব্দুল কাদির জিলানী রহমাতুল্লাহি আলায়হি উনার জীবনী মুবারক (১ম পর্ব) ◈

মুহাম্মাদ মামুনূর রশীদ সিদ্দীকী

রূহানী জগতে গাউসুল আযম রহমাতুল্লাহি আলায়হি উনার কারামত:

আল্লাহ তায়া'লা হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) কে সৃষ্টি করার পর মক্কা শরীফের অদূরে নোমান পাহাড়ের পাদদেশে, মতান্তরে বেহেশতে উনার পৃষ্ঠদেশ হতে কেয়ামত পর্যন্ত আগমনশীল সমস্ত সন্তান গণের রূহকে মর্তবা অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে দলবদ্ধভাবে দাঁড় করালেন। আম্বিয়ায়ে কেরামের শ্রেণী, আউলিয়ায়ে কেরামের শ্রেণী, ওলামায়ে কেরামের শ্রেণী, সাধারণ মুমিন গণের শ্রেণী ও কাফেরদের শ্রেণী পৃথক পৃথকভাবে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেলো। অতঃপর আল্লাহ তায়া'লা উনার একত্ববাদ সম্পর্কে সকলকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ "আমি কি তোমাদের রব নই? তদুত্তরে সকলে একের পর এক বলতে লাগলো بَلَى- হাঁ। এই অঙ্গীকারকে রোজে আজলের অঙ্গীকার বলা হয়। হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) অবাক বিস্ময়ে আরজ করলেন- ও আল্লাহ্ পাক! এরা কারা? আল্লাহ তায়া'লা বললেন- এরা আপনার আওলাদ। হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) লক্ষ্য করলেন- আউলিয়ায়ে কেরামের সারি হতে একজন লোক আম্বিয়ায়ে কেরামের দলে শামিল হওয়ার জন্য অগ্রসর হতে চায়, আর ফেরেশতারা বারে বারে উনাকে আউলিয়ায়ে কেরামের দলে ধরে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। কিন্তু ধরে রাখতে পারছিলেন না। অবশেষে গায়েবী আওয়াজ হলো- হে মুহিউদ্দীন। স্থির হন। আপনার মধ্যে নবীগণের দলভুক্ত হওয়ার মত যোগ্যতা আছে বটে। কিন্তু আপনাকে সর্বশেষ নবীর উম্মত করেই প্রেরণ করা হবে। তবে জেনে রাখুন, আপনাকে আউলিয়াকূলের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হবে। আপনার পদযুগল আউলিয়াগণের কাঁধের উপর হবে। অতঃপর তিনি শান্ত হয়ে আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করলেন। এমন আলেমে হক্কানী রব্বানী সম্পর্কেই হাদীস শরীফে এসেছে, হুজুর পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন,

اَلشَّيْخُ لِقَوْمِهٖ كَالنَّبِيِّ فِيْ اُمَّتِهٖ

অর্থ : "শায়খ মুর্শিদ তাঁর ক্বওমের মধ্যে তদ্রূপ, যেরূপ নবী (আলাইহিস সালাম) তাঁর উম্মতের মধ্যে (শুধু তারা নবী-রসূল নন- গোলাম হিসেবে উম্মতের হেদায়েতের প্রচেষ্টাকারী) (উলিল আমর-সূরা নিসা-৫৯) (দায়লামী, মাকতুবাত শরীফ সহ অসংখ্য সহীহ্ হাদীস শরীফ)

অর্থাৎ নবী (আলাইহিস সালাম) উনাদের দ্বারা নবুয়তের মাধ্যমে যেরূপ উম্মতের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সর্বক্ষেত্রে ইছলাহ্ লাভ হয়, সেরূপ শায়খ বা মুর্শিদের দ্বারাও বেলায়েতের মাধ্যমে মুরীদের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সর্বক্ষেত্রে ইছলাহ্ লাভ হয়। সুবহানাল্লাহ্।

হক্বানী অলীগণ আরও রেওয়ায়াত করেছেন যে, মিরাজ শরীফে যখন নবীজি পাক (ﷺ) আরশ মোয়াল্লায় গমন করলেন, তখন আরশকে উচু দেখতে পেলেন। এমন সময় এক নূরানী যুবক সামনে এসে কাঁধ পেতে দিলেন। হুজুর পাক (ﷺ) উনার কাঁধে পা মোবারক রেখে আরশে আরোহন করলেন। এমন সময় গায়েবী আওয়াজ ভেসে আসলো- ও আমার প্রিয় হাবীব (ﷺ)! ইনি আপনার বংশের সন্তান। উনার নাম হবে মুহিউদ্দীন আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহি আলায়হি। নবীজি পাক (ﷺ) তখন খুশী হয়ে বললেন, হে আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহি আলায়হি। আমার কদম মুবারক আপনার কাঁধে, আপনার কদম মুবারক অলীদের কাঁধে হবে। (উক্ত বর্ণিত ঘটনা কাশ্ফের দ্বারা উদঘাটিত)

হক্বানী অলীদের কারামত ১০০% সত্য। كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ حَقٌّ-"অলীগণের কারামত বা অলৌকিক ক্ষমতা সত্য।" (দলিল: ইমাম আবু হানিফা: আল ফিক্বহুল আকবার: ২৫ পৃ., আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী: শরহে ফিক্বহুল আকবার: ৯৫ পৃ:)

আল্লাহর কুদরতি কোনো কাজ নবী-রসূল (আলাইহিস সালাম) উনাদের মাধ্যমে প্রকাশ হলে হয় মু'জেজা। আর আল্লাহর কুদরতি ঘটনা যদি কোনো অলীর দ্বারা আল্লাহ্ পাক প্রকাশ করেন তখন তা কারামত হয়ে যায়। যা ১০০% সত্য সহীহ্ বুখারী ৬৫০২ নং হাদীস)

(অসমাপ্ত) -পরবর্তী সংখ্যার অপেক্ষায় থাকুন।

◈ হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি উনার জীবনী মুবারক (১ম পর্ব) ◈

খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি দুনিয়াতে আগমন:

হযরত খাজা গরীবে নওয়াজ মঈনুদ্দীন চিশতী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-উনার জন্ম তারিখের ব্যাপারে পাশাপাশি দুইটি বক্তব্য পাওয়া যায়। কোন কোন লেখক ৫৩০ হিজরী সনে আবার ভিন্নমতে ৫৩৭ হিজরী সনে তিনি ভূমিষ্ঠ হন বলে উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু ৫৩৭ হিজরী সনে জন্মের স্বপক্ষে বেশী সংখ্যক লেখক একমত। অতএব ৫৩৭ হিজরী সনে রজব মাসের ১৪ তারিখ সোমবার প্রত্যুষে মাতৃক্রোড় অলঙ্কৃত করে মঈনুদ্দীন হাসান সঞ্জরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) দুনিয়াতে শুভাগমন করেন। তিনি অত্যন্ত ধার্মিক এবং কুলিন বংশোদ্ভূত। উনার মাতার নাম বিবি মাহনূর উম্মুল ওয়ারা রহমাতুল্লহি আলাইহা। খাজা সাহেবের শ্রদ্ধেয় পিতা সৈয়দ গিয়াসউদ্দীন (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) অত্যন্ত ধর্মভীরু এবং পরিহতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি ছিলেন। উনার দ্বার হতে কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি রিক্ত হস্তে প্রত্যাবর্তন করতে পারতো না। রত্নগর্ভা জননী বিবি মাহনূর বিদুষিণী এবং অত্যন্ত আল্লাহ্‌ভক্ত পরহেজগার মহীয়সী ছিলেন। উনার মাতা ইস্পাহানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মঈনুদ্দীন হাসান সঞ্জরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ব্যতীত আরও দুইটি সন্তান উনার ক্রোড়ে আগমন করেছিল কিন্তু ঐতিহাসিকগণ উক্ত সন্তানদ্বয়ের জীবনালোচনা হতে এক প্রকার নীরব ভূমিকা পালন করে গেছেন। হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) গর্ভস্থিত অবস্থার আলোচনা প্রসঙ্গে উনার জননী স্বীয় জবানীতে যা প্রকাশ করেছিলেন তা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো, "আমার খোকামণির পয়দায়েশের সূচনা হতে সর্বাবস্থায় পুলকিত থাকতাম। দৈনন্দিন অবস্থার আমূল পরিবর্তন সূচিত হচ্ছিল। সচ্ছলতা যেন আমার দ্বারে করাঘাত করতে লাগলো। যেইদিন উনার ধড়ে প্রাণের সঞ্চার হলো সেদিন হতে জঠরাভ্যন্তরে "কালেমা তাইয়্যেবার" ধ্বনি শ্রবণ করতে লাগলাম।

আমার মঈনুদ্দীন ভূমিষ্ঠ হবার সম্ভাব্য দিবস প্রত্যুষে বাসগৃহে অলৌকিক রশ্মি বিকিরণ হতে থাকে। আমার চতুষ্পার্শ্বে স্বর্গীয় আলোকোজ্জ্বল বিশিষ্ট চেহারা দর্শনে বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়ি। স্বল্পক্ষণের জন্য সমুদয় বিস্ময় আমার দৃষ্টিশক্তির আওতা হতে সরে গেল। পরে যখন তাঁর প্রতি দৃষ্টি দিই লক্ষ্য করি যে, সে যেন সেজদা রত অবস্থায়। ইত্যাদর্শনে আমি স্তম্ভিত হয়ে পড়ি। মাতৃত্বের আতিশয্যে স্বীয় ক্রোড়ে উঠিয়ে নেওয়ার পরে লক্ষ্য করলাম তার দৃষ্টি উপর দিকে নিবদ্ধ। তার দৃষ্টি অনুসরণপূর্বক ঊর্ধ্বে লক্ষ্য করে দেখি যে, বহুসংখ্যক নূরানী অবয়ব আলোকোজ্জ্বল পাগড়ী মাথায়, সৌম্যকান্তি অলী ব্যক্তিবর্গ বিদ্যমান। তাঁদের নিকট হতে উৎকৃষ্ট ধরনের সুঘ্রাণ প্রবাহিত হচ্ছিল। উপরোক্ত দৃশ্যাবলী দর্শনে আমি সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ায়, একজন অলী আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, আমরা বর্তমান যুগের আবদাল এবং অলীয়ে কামেল ব্যক্তিবর্গ। অতএব আপনি সন্ত্রস্ত হবেন না। আজ আপনার বাসগৃহ উজ্জ্বল করে মঈনুদ্দীন ভূমিষ্ঠ হবার কারণে, উনাকে মোবারকবাদ জ্ঞাপন করতে আমরা সমবেত হয়েছি। উপরোক্ত বাক্যসমূহ বলার পরে উনারা অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

শৈশবকাল:

হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-উনার শৈশবকালীন বিদ্যার্জনের ব্যাপারে উনার জীবনী লেখকগণ উল্লেখযোগ্য কিছুই লিপিবদ্ধ করে যান নি।

কিছুসংখ্যক লেখকের বিবরণীতে জানা যায় যে, স্বপ্ন বয়সে অর্থাৎ ৬/৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পবিত্র কুরআন শরীফের হাফেজ হওয়ার পরে মাতা-পিতার তত্ত্বাবধানে উচ্চতর বিদ্যার্জন করেন। এলমে জাহেরীতে ব্যুৎপত্তি অর্জন করে, স্থানীয় মাদ্রাসায় আরবী ভাষায় গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন।

যাইহোক, যেহেতু উনার জন্ম সচ্ছল, ধর্মভীরু এবং খুবই সম্ভ্রান্ত পরিবারে, সেহেতু উনার বাল্যশিক্ষা সুচারুরূপে পরিচালিত হওয়ার ব্যাপারে কোন মতদ্বৈধতা নেই। উনার পিতা সৈয়দ খাজা গিয়াসউদ্দীন (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) স্বীয় আবাসভূমি থেকে অনিবার্য হেতুতে স্বপরিবারে ইরাক চলে যান। তিনি ইরাক ভূখণ্ডেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন)। উনার পিতৃ-বিয়োগের ব্যাপারেও ভিন্ন ভিন্ন মতের অবতারণা দেখা যায়। উনার ১১/১২ কিংবা ১৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পিতৃবিয়োগ ঘটে বলে ভিন্ন ভিন্ন লেখকগণের লেখা হতে জানা যায়। অপর দিকে উনার পিতার তিরোধান স্বনিবাস সঞ্জর গ্রামে হয় বলেও বহু লেখক দাবী করেন।

(অসমাপ্ত) -পরবর্তী সংখ্যার অপেক্ষায় থাকুন।

ঘটনা পর্ব :

জীবন পরিবর্তনের সুন্দর একটি ঘটনা- সুদের ব্যবসায়ী হলেন হক্বানী অলী (২য় পর্ব)

মুহাম্মাদ নূর আলম সিদ্দীকী

পূর্ব প্রকাশিতের পর...........

হযরত হাবীব আযমী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) যিকির-ফিকির করার উদ্দেশ্যে নদীর পাড়ে একটি কুঠির তৈরি করলেন। সেখানে তিনি নিয়মিত ছবক্ব আদায় করতেন এবং সাথে সাথে উনার শায়েখ হযরত ইমাম হাসান বছরী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) উনার ছোহবত মুবারক ইখতিয়ার করতেন, উনার থেকে তা'লীম-তালক্বীন মুবারক নিতেন।

একদিন উনার আহলিয়া বললেন, 'অনেকদিন হলো কোনো উপার্জন নেই, ধার-দেনা করে চলতে খুবই কষ্ট হচ্ছে।' হযরত হাবীব আযমী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বললেন, 'তুমি চিন্তা করো না। আমি একজন খুব বড় মালিকের অধীনে কাজ করছি। কিন্তু অন্তত দশ দিন অতিবাহিত হওয়ার আগে উনার কাছে পারিশ্রমিক চাইতে লজ্জা করছে।' উনার আহলিয়া বললেন, 'ঠিক আছে। আমি এই দশ দিন কোনমতে চালিয়ে নিব।' এদিকে হযরত হাবীব আযমী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) কিন্তু দুনিয়াবী কোন চাকরি নেননি। তিনি ইবাদত-বন্দেগীতেই মশগুল ছিলেন।

যখন দশ দিন অতিবাহিত হলো, উনার আহলিয়া একটা বাজারের ব্যাগ দিয়ে বললেন, 'আজকে তো আপনার পারিশ্রমিক দেয়া হবে। আপনি বাজার-সদাই করে নিয়ে আসবেন।' হযরত হাবীব আযমী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ব্যাগটি নিয়ে নদীর তীরে কুটিরে ফিরে গেলেন এবং সারাদিন যিকির ফিকিরে কাটালেন। বাসায় ফেরার সময় উনার আহলিয়াকে দেয়া প্রতিশ্রুতির কথা মনে পড়লো। আর কোন উপায় না দেখে তিনি বাজারের ব্যাগটা বালু দিয়ে ভর্তি করলেন। ভাবলেন, ভরা ব্যাগ দেখে উনার আহলিয়া প্রাথমিকভাবে কিছুটা সান্তনা পাবেন। তিনি যখন বাড়ির কাছাকাছি আসলেন তখন উনার বাড়ি থেকে পোলাও কোরমার ঘ্রাণ পেলেন। দেখলেন উনার আহলিয়া অত্যন্ত আনন্দিত অবস্থায় রয়েছেন। হযরত হাবীব আযমী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার? বাড়িতে কি হয়েছে? উনার আহলিয়া বললেন, 'আপনার মালিক আপনার পারিশ্রমিক পাঠিয়েছেন। আপনার মালিক উনার পক্ষ থেকে লোক এসে যবেহ করা একটা পুরো খাসি, একবস্তা আটা, বড় পাত্রভর্তি উৎকৃষ্ট ঘি ও মধু, রান্না করার জন্য লাকড়ি এবং চারশত দিরহাম দিয়ে গিয়েছেন। উনারা বলে গিয়েছেন, আপনি যদি আরো ভালো করে কাজ করেন, তবে আপনার পারিশ্রমিক আরো বাড়িয়ে দেয়া হবে।' সুবহানাল্লাহ!

হযরত হাবীব আযমী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তিনি বুঝতে পারলেন মহান আল্লাহ পাক তিনি কুদরতী রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি মহান আল্লাহ পাক উনার শুকরিয়া আদায় করলেন। এদিকে উনার হাতে সেই বালু ভর্তি বাজারের ব্যাগ দেখে উনার আহলিয়া বললেন, 'ব্যাগে কি রয়েছে?' আপনে আপনেই হযরত হাবীব আযমী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) উনার মুখ দিয়ে বের হয়ে গেলো, 'ময়দা রয়েছে।' তখন উনার আহলিয়া ব্যাগটা নিয়ে খুলে দেখলেন, সেখানে সত্যি ময়দাই রয়েছে। অর্থাৎ সমস্ত বালুগুলো কুদরতীভাবে ময়দায় পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। সুবহানাল্লাহ!

হযরত হাবীব আযমী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) মহান আল্লাহ পাক উনার শুকরিয়া আদায় করলেন এবং আরো বেশি করে ইবাদত বন্দেগীতে নিমগ্ন হলেন। উনাকে আর কখনো রিযিকের জন্য চিন্তা করতে হয়নি। কারণ উনার ইন্তেকাল পর্যন্ত সবসময়ই কুদরতী রিযিকের ব্যবস্থা হয়েছে। সুবহানাল্লাহ!

(আম্মা হুজুর ক্বিবলা রচিত-হাজার হাজার অলৌকিক ঘটনাবলী-১ম খন্ড ১৪৪ পৃ.)

হাক্বিকতে বাইয়াত, দা'ওয়াত ও জিহাদভিত্তিক কুরআন-সুন্নাহর খিলাফত কায়েমের আপ্রাণ প্রচেষ্টা ও হক্ব পথে চলার জন্য যামানার মুজাদ্দিদ লক্ষ্যস্থল অলী-বগুড়া হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফের হক্বানী অলী-মুর্শিদ মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম মুফতী আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী উনার মত হক্বানী অলীদের সোহবত প্রয়োজন। সূরা তাওবার ১১৯ নং আয়াত শরীফের ভিত্তি "তোমরা সত্যবাদীদের (অলীদের) সাথী হও।"

মহব্বত করে পিতার হক্ব আদায় করলে কেমন মর্যাদা পাওয়া যায় (২য় পর্ব)

মুহাম্মাদ আতিক হাসান সিদ্দীকী

পূর্ব প্রকাশিতের পর..........

হঠাৎ একদিন একটা ছেলে আসলো তার এখানে থাকার জন্য। সে তাকে কাজ দিলো। মূলতঃ সেটা ছিল তারই বড় ছেলে। কিন্তু সময়ের ব্যবধানের কারণে সন্তান পিতাকে চিনতে পারেনি, পিতাও সন্তানকে চিনতে পারেনি। তাকে একটা কাজে নিয়োগ দিয়ে রেখে দিলো। যেহেতু তার সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল সারা এলাকায় তাই দেখা গেলো; তার দ্বিতীয় ছেলে যেখানে ছিল সে জায়গায় এক লোকের অধীনে থাকা অবস্থায়ই সে এই লোকের সম্পর্কে শুনতে পায় যে, সে খুব দানশীল এবং মানুষের সঙ্গে সৎ ব্যবহার করে। একথা শুনে সেও পর্যায়ক্রমে এখানে চলে আসলো এবং চাকরি নিলো। বেশ কিছু দিন অতিবাহিত হলো। সেই লোকের যে স্ত্রী ছিল সেও নৌকাডুবির পর ভাসতে ভাসতে এক এলাকায় গিয়ে পৌঁছেছিল। সে এমন এক লোকের বাড়ীর পাশে গিয়ে পৌঁছলো, যে ব্যক্তি ছিল দ্বীনদার, পরহেযগার, আল্লাহওয়ালা। তিনি সকালে যখন সেই মহিলাকে দেখলেন তখন চিন্তা করলেন, কোথা থেকে এই বেগানা মহিলা এখানে আসলো? পরে বুঝতে পারলেন, নৌকা ভেঙ্গে এখানে এসেছে। তাই সেই মহিলাকে আশ্রয় দিলেন এবং কয়েক বছর ওখানে রাখলেন। যখন নেককার লোকটি সংবাদ পেলেন যে, একজন লোক খুব দানশীল। গরীব-অসহায়দেরকে সাহায্য করে থাকে। তখন সেই নেককার লোকটা যার আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ছিল, তিনি মহিলাটিকে বললেন; "আমি আর কতদিন তোমাকে লালন-পালন করবো? তুমি এক কাজ করো, আমার সাথে চলো, সেই দানশীল নেককার লোকের কাছে তোমাকে পৌঁছে দেই, সে তোমার একটা ব্যবস্থা করে দিবে। অথবা তার কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে আসি, তোমার চলাচলের জন্য যেন সুবিধা হয়।"

তারপর একদিন সেই মহিলাকে একটি নৌকায় করে তিনি নিয়ে আসলেন সেই দানশীল ব্যক্তির এলাকায়। এনে নৌকাটি ঘাটে বেঁধে সেই দানশীল লোকের কাছে পরামর্শ করতে গেলেন যে মহিলাটির জন্য কি ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সেই দানশীল ব্যক্তি তাকে কিছু অর্থ কড়ি দান করলো। রাত অনেক হয়ে গেলো। সে দানশীল ব্যক্তি বললো, আপনি এত রাতে যাবেন কোথায়? আপনি থাকুন, আপনার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা আমি করবো। তখন তিনি বললেন যে, 'আমি তো একা নই, আমার সাথে আমার নৌকাতে একজন মহিলা রয়েছেন। যার জন্য আমি আপনার এই দান খয়রাতগুলো গ্রহন করেছি। সে অভাবগ্রস্থ। তখন সেই দানশীল লোকটি বললো, তাহলে এক কাজ করুন। তাকে পাহারা দেয়ার জন্য আমি লোক দিচ্ছি। আপনি চিন্তা করবেন না। সে পাহারা দেয়ার জন্য সেই ছেলে দু'টাকে দিলো। সেই ছেলে দু'টা এখানে এসে তাদের সততা, সৎ চরিত্রের কারণে দ্বীনদার, নেককার-পরহেযগার হিসেবে মোটামুটি পরিচিতি লাভ করেছিল। যেহেতু তারা সৎ চরিত্রবান ছিল তাই তাদেরকে পাহারা দেয়ার জন্য পাঠানো হলো। সেই নৌকার পাশে যখন তারা গিয়ে পৌঁছালো, তখন তারা পরস্পর বললো যে, "আজকে রাত্রে আমাদের সজাগ থাকতে হবে। কি করবো সারা রাত? করার তো কিছু নেই। এক কাজ করো তুমি কোথা থেকে এখানে আসলে.... আর আমিই বা কোথা থেকে আসলাম... আমরা পরস্পর আমাদের পিছনের জীবনের কথা আলোচনা করি, তাতে রাত শেষ হয়ে যাবে।" তখন প্রথম যে ছেলেটা এখানে এসেছে, সে তার ইতিহাস বর্ণনা করলো যে, "আমরা এরকম ছিলাম, খুব সুখে ছিলাম, শান্তিতে ছিলাম। আমার পিতা, আমার এক ভাই, আমার মা ছিলেন কিন্তু হঠাৎ আমরা, আমার দাদার ঋণ পরিশোধ করে শেষ পর্যন্ত নিঃস্ব হয়ে যাই, সম্বলহীন হয়ে যাই। তখন আমরা অন্য কোথাও চলে যাওয়ার জন্য নৌকায় চড়েছিলাম, কিন্তু ঝড়ের কবলে পড়ে নৌকা ভেঙ্গে আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই। কে যে কোথায় গিয়েছে! তার সংবাদ আমার জানা নেই! আমি শুধু আমারটা জানি। কথাগুলো বলে সে দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

(আম্মা হুজুর ক্বিবলা রচিত-হাজার হাজার অলৌকিক ঘটনাবলী-১ম খন্ড ৪৭ পৃ.)

হাক্বিকতে বাইয়াত, দা'ওয়াত ও জিহাদভিত্তিক কুরআন-সুন্নাহর খিলাফত কায়েমের আপ্রাণ প্রচেষ্টা ও হক্ব পথে চলার জন্য যামানার মুজাদ্দিদ লক্ষ্যস্থল অলী- বগুড়া হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফের হক্কানী অলী-মুর্শিদ মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম মুফতী আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী উনার মত হক্বানী অলীদের সোহবত প্রয়োজন। সূরা তাওবার ১১৯ নং আয়াত শরীফের ভিত্তি "তোমরা সত্যবাদীদের (অলীদের) সাথী হও।"

পীর সাহেবের ছেঁড়া জুতো ও আমীর খসরুর রাজকীয় ত্যাগ (২য় পর্ব)

মুহাম্মাদ হাফেজ তানজিল আল-আমিন সিদ্দীকী

পূর্ব প্রকাশিতের পর.........

দরিদ্র লোকটি তো অবাক! যে ছেঁড়া জুতোর কোনো মূল্য ছিল না, তার বিনিময়ে উনি এক নিমেষেই কোটিপতি হয়ে গেলেন। উনি সানন্দে সবকিছু হযরত আমীর খসরু (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) উনাকে সকল ধন-সম্পদের বিনিময়ে জুতো জোড়া হস্তান্তর করলেন। হযরত আমীর খসরু (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) উনার কাছে এখন আর কোনো ধন-সম্পদ নেই, কোনো রাজকীয় বাহন নেই। তিনি মুর্শিদ ক্বিবলা উনার সেই পুরনো ছেঁড়া জুতো জোড়া নিজের মাথার ওপর রাখলেন এবং খালি পায়ে হেঁটে হেঁটে কাঁদতে কাঁদতে হজরত খাজা নিজামুদ্দীন আউলিয়া (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) উনার দরবারে হাজির হলেন। দূর থেকে এই দৃশ্য দেখে হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) মুচকি হাসলেন এবং বললেন, *"খসরু! আমার জুতোর দাম কত দিয়েছ?"* হযরত আমীর খসরু (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) কেঁদে কেঁদে পীর সাহেবের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন এবং বললেন: "মুর্শিদ ক্বিবলা! আমার জীবনের সব কামাই, রাজার দেওয়া সব ধন-সম্পদ ও কাফেলা উজার করে আপনার জুতো জোড়া কিনে এনেছি। তবে সত্য কথা বলতে কি, ওই লোকটা জুতোর আসল মূল্য বোঝেনি। যদি সে আপনার জুতোর বিনিময়ে আমার জানটাও চেয়ে বসত, আমি আপনার এই জুতোর আদব রক্ষার্থে নিজের জীবনটাও হাসিমুখে দিয়ে দিতাম।" মুরিদের এই আবেগ, আদব এবং ভালোবাসার গভীরতা দেখে নিজামুদ্দীন আউলিয়া (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) কেঁদে ফেললেন। তিনি **হযরত আমীর খসরু (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)** উনাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, *"খসরু, তুমি দুনিয়ার সব সম্পদ দিয়ে আমার জুতো কেননি, বরং তুমি আমার মনটাকে চিরদিনের জন্য কিনে নিয়েছ।"* উনাদের এই ভালোবাসা এতটাই তীব্র ছিল যে, হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) প্রায়ই বলতেন, *"কেয়ামতের দিন আল্লাহ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, 'নিজামুদ্দীন, তুমি দুনিয়া থেকে আমার জন্য কী এনেছ?' আমি আমীর খসরুকে দেখিয়ে বলব, 'প্রভু, আমি এই খসরুর মহব্বত আর আদব নিয়ে এসেছি'।"* পীর সাহেব আরও ওসিয়ত করেছিলেন, *"আমার মৃত্যুর পর খসরু যেন আমার কবরের পাশে বেশি না আসে। কারণ ওর কান্না আর আহাজারি আমি কবরে সহ্য করতে পারব না।"*

ইতিহাস সাক্ষী, ১৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) যখন ইন্তেকাল করেন, আমীর খসরু তখন দিল্লির বাইরে ছিলেন। পীরের মৃত্যুর খবর শুনে তিনি পাগলপ্রায় হয়ে দিল্লি ছোটেন। পীরের কবরের সামনে এসে তিনি নিজের কাপড় ছিঁড়ে ফেলেন, মুখে ছাই মেখে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

হযরত আমীর খসরু (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) উনার কাছে উনার মুর্শিদ ক্বিবলা ছিলেন এই পৃথিবীর আলো। পীর সাহেব চলে যাওয়ার পর উনার মনে হয়েছিল পুরো পৃথিবী অন্ধকারে ডুবে গেছে। ইতিহাস বলে, এই ঘটনার মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই **হযরত আমীর খসরু (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)** উনিও সেই বিচ্ছেদের তীব্র শোকে ও ভালোবাসায় প্রাণত্যাগ করেন এবং দিল্লির নিজামুদ্দিন দরগাহ শরীফে **হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)** উনার মাজারের পাশেই **হযরত আমীর খসরু (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)** উনাকে সমাহিত করা হয়। আজও দিল্লির বুকে উনাদের দুজনের কবর একদম পাশাপাশি অবস্থিত।

এটাই ছিল পীর আর মুরিদের আদব ও ভালোবাসার সেই চরম রূপ, যা আজ শত শত বছর পরেও মানুষকে কাঁদায়। অল্প সময়ের ভিতরে তিনি দুনিয়া ও আখেরাতের অসংখ্য নিয়ামত পেয়ে হক্কানী অলীর মাকামে অভিষিক্ত হলেন।

হাক্বিকতে বাইয়াত, দা'ওয়াত ও জিহাদভিত্তিক কুরআন-সুন্নাহর খিলাফত কায়েমের আপ্রাণ প্রচেষ্টা ও হক্ব পথে চলার জন্য যামানার মুজাদ্দিদ লক্ষ্যস্থল অলী-বগুড়া হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফের হক্বানী অলী-মুর্শিদ মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম মুফতী আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী উনার মত হক্বানী অলীদের সোহবত প্রয়োজন। সূরা তাওবার ১১৯ নং আয়াত শরীফের ভিত্তি "তোমরা সত্যবাদীদের (অলীদের) সাথী হও।"

কাসিদা ও শানে মুর্শিদ

নাতে রাসুল (ﷺ)

মুহাম্মাদ সাজ্জাদ মাহমুদ

নূরের আলো আপনি, ও প্রিয় নবী,
আপনার প্রেমে জাগে হৃদয়ের রবি।
অন্ধকারে ডুবে ছিল দুনিয়ার প্রাণ,
আপনার আগমনে ফুটলো ঈমানের প্রাণ।
মক্কার বুকে আপনি দিলেন সত্যের ডাক,
মানুষকে দেখালেন হক্বের পথ পাক।
আপনি দয়ার সাগর, রহমতের ছায়া,
আপনার সুন্নাহতেই জীবনের মায়া।
তায়েফের পাথরে ঝরেছে রক্তধারা,
তবু উম্মতের জন্য করলেন দোয়া জীবনভরা।
মদিনার পথে আপনি শান্তির আলো,
আপনার আদর্শেই দুনিয়া-আখেরাতের ভালো।
দরুদে ভরে রাখি হৃদয়ের প্রতিটি ফুল,
আপনি তো উম্মতের প্রাণ, ও প্রিয় রাসুল।
হাশরের ময়দানে রাখবেন পাশে আমায়,
আপনার শাফায়াতে জান্নাতে নিবেন আমায়।

শানে মুর্শিদী

মুহাম্মাদ আলী মামুন (বেড়া, পাবনা)

ফুরফুরা সিলসিলা ॥
আশরাফ সিদ্দীকী জিন্দাবাদ।
সিলসিলা ফুরফুরা,
মুজাদ্দিদ জামান জিন্দাবাদ।
আপনারই উসিলায় কাটিলো বাতিলের আঁধার,
আপনারই উছিলায় হয় নবীজির দিদার,
আপনারই স্মরণে যাই সিদ্দীক্বিয়া দরবার,
অলীর চেহারা দেখে কেটে যায় ক্বলবের সকল আঁধার।
ঐ
আপনারই উসিলায় কাটিলো বাতিলের আঁধার,
আপনারই উসিলায় নবীজির দিদার,
আপনারই ছোয়াতে বাংলারি ঘরে
পথ হারা মুমিনদের জীবন গেছে হেদায়েতে ভরে,
আপনারি মত পথ আদর্শ পেয়ে
ধন্য জীবন আমরা ধন্য সবে।
ঐ
বাতিলের আধারে ডুবন্ত ঈমান,
সিরাতুল মুস্তাকিম পেল আপনার অবদান,
আপনারই উসিলায় বাতিনী ইলিম,
আলোয় আলোকিত সারা বিশ্বের জমিন।

শানে মুর্শিদ ক্বিবলা

✍ আহমাদ জান্নাত সিদ্দিকা (পাবনা)

মুর্শিদ আপনি, নূরের দীপ জ্বালান অন্তর-মাঝে,
আল্লাহর অলী আপনি, রহমত ঝরে আপনার সাজে।
হক্বের আপনি সৈনিক, সত্যপথে দৃঢ় পদ,
ভ্রান্তি এলে ধরেন হাত, মুছে দেন সকল ক্ষত।
আপনার চোখে দেখি করুণারই দিশা,
আপনার বাণী জাগায় মনে রবের প্রেমের আশা।
অন্ধকারে হারালে পথ, আপনি আলোর দিশারী,
আপনার ছোঁয়ায় জাগে প্রাণে নূরেরই ফুলঝুরি।
আপনার দোয়ায় প্রাণে নামে প্রশান্তিরই নূর,
আপনার ছায়ায় খুঁজি আমি রবের সান্নিধ্য ভরপুর।
ও প্রিয় মুর্শিদ ক্বিবলা, রাখুন আমায় আপনার পদ তলে,
আপনার পথে চলতে চাই জীবনের প্রতিটা কালে।

মুর্শিদ ক্বিবলা উনার ওয়াজ শেয়ার করে অথবা "মাসিক হক্বের দা'ওয়াত" পত্রিকা প্রচার করে হলেও মানুষদেরকে হক্বের দা'ওয়াত দিন। আপনার দা'ওয়াতে যদি কেউ হক্ব পথ পায় তাহলে তার জীবনের সমস্ত ভালো আমলের এক কপি ছওয়াব আপনিও পেয়ে যাবেন ইনশা-আল্লাহ্।

আসসালামু আলাইকুম। আব্বাজান, আমার ২০২৬ সালের H.S.C পরীক্ষা শুরু হয়েছে, আপনার নেক নজর ও দোয়া প্রত্যাশী।
-মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ্ আস সাকিবুল্লাহ্ সিদ্দীকী

শানে মুর্শিদ-২০২৬:

মুহাম্মাদ মোকসেদুল মোমিন রিদয় (বগুড়া)

আতিউ'ল্লাহ, ওয়া আতিউ'র রসুল,
ওয়া উলিল আমরি মিংকুম
মুর্শিদ আমার আল্লাহর অলী, হক্বের পথে গেলেন চলি
সারা দিনের রোজা শেষে, বর্জন করলেন ঘুম।।
আতিউ'ল্লাহ, ওয়া আতিউ'র রসুল
ওয়া উলিল আমরি মিংকুম
নূর নবীকে মাটি বলে, বাতিল ফেরকার আলেম দলে
মিলাদুন্নবীকে বেদাত করে, সীরাতুন্নবীর ধুম।।
আতিউ'ল্লাহ, ওয়া আতিউ'র রসুল
ওয়া উলিল আমরি মিংকুম
নূর নবীজির এইতো কথা, বাতিল থাকবে যথাতথা
হক্ব অলীদের উপরে তারা, চালাবে জুলুম।।
আতিউ'ল্লাহ, ওয়া আতিউ'র রসুল
ওয়া উলিল আমরি মিংকুম
বাতিল দলে ভরিল দেশ, আগাছার আজ নাহিরে শেষ
মুর্শিদ আমার লাগান তাদের, চুলকানির মলম।।
আতিউ'ল্লাহ, ওয়া আতিউ'র রসুল
ওয়া উলিল আমরি মিংকুম
অলী-আউলিয়ার বাংলাদেশে, বাতিল ঘোরে ধর্মের বেশে
হক্ব অলীদের মন্দ বলে, আরামে যায় ঘুম।।
আতিউ'ল্লাহ, ওয়া আতিউ'র রসুল
ওয়া উলিল আমরি মিংকুম
সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াত পড়ে দেখুন,
আল্লাহ্, রসূল ﷺ ও হক্বানী অলী মানা আল্লাহরই হুকুম।

হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফের মুর্শিদ ক্বিবলা উনার বাণী মুবারক:

"নেই কোনো কারো মত, যা মত আল্লাহ্ পাক ও নবী ﷺ উনার মত সেই হলো আল্লাহর খাঁটি বান্দা ও নবীজি পাক ﷺ উনার খাঁটি উম্মত।"

আসসালামু আলাইকুম। আব্বাজান, আমার ২০২৬ সালের আলিম পরীক্ষা শুরু হয়েছে, আপনার নেক নজর ও দোয়া প্রত্যাশী।
মুহাম্মাদ ওয়াসিফ সাকলাইন সিদ্দীকী

অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী হতে চান?

আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে আছে মহান আল্লাহর অসংখ্য কুদরত আর অলৌকিক সব নিদর্শন। যা আমাদের ঈমানকে মজবুত করে এবং হৃদয়ে প্রশান্তি আনে।
"হাজার হাজার অলৌকিক ঘটনাবলি (১ম খণ্ড)"। এটি মূলত মহান আল্লাহ তায়ালার কুদরত, আউলিয়ায়ে কেরামদের কারামত এবং সত্য ঘটনার সংকলন।

এই কিতাবে যা পাবেন:

হক্বানী অলী-আওলিয়াদের জীবনের সত্য ও বিস্ময়কর কারামত।
মহান আল্লাহর কুদরতের জীবন্ত সব উদাহরণ।
ঈমান ও আমল বৃদ্ধিতে সহায়ক হৃদয়স্পর্শী কাহিনী।
নিজে পড়ুন এবং উপহার হিসেবে প্রিয়জনকে দিন।
আধ্যাত্মিক জগতের এই চমৎকার সফর শুরু হোক আজই।
কিতাবটির হাদিয়া: ২০০ টাকা মাত্র।
কিতাবটি সংগ্রহ করতে যোগাযোগ করুন- ০১৩২৮-৩১০৩০০ (WhatsApp)

ঘরে বসেই সংগ্রহ করুন হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফের সকল কিতাব ও মাসিক পত্রিকা!
আপনারা এখন থেকে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে মুর্শিদ ক্বিবলা উনার লিখিত সকল কিতাব এবং "মাসিক হক্বের দা'ওয়াত" পত্রিকা পেয়ে যাবেন ইনশা-আল্লাহ্।
অর্ডার করার নিয়মাবলী:
আপনি যদি কিতাব বা পত্রিকাগুলো সংগ্রহ করতে চান, তবে সরাসরি যোগাযোগ করুন অথবা মেসেজ দিন:
সরাসরি কল করুন: ০১৩২৮-৩১০৩০০ **(WhatsApp)** (দরবার অফিস)

কলাম ও মতামত বিভাগ

(মতামতের জন্য সম্পাদক বা পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা দায়ী থাকবে না)

কারবালার হৃদয় বিদারক ইতিহাস (২য় পর্ব)

মুহাম্মাদ শিপন শেখ

পবিত্র কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফ-এর বর্ণনায় আহলে বাইত ও আওলাদে রসূলগণের ফযীলত

قُل لَّآ أَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ أَجۡرًا إِلَّا ٱلۡمَوَدَّةَ فِي ٱلۡقُرۡبَىٰۗ

অর্থ: “হাবীব ﷺ! আপনি (উম্মতদেরকে) বলুন, আমি তোমাদের নিকট নুবুওওয়াতের দায়িত্ব পালনের কোন প্রতিদান চাইনা। তবে আমার নিকটজন তথা আহলে বাইতগণের প্রতি তোমরা সদাচরণ করবে।” (সূরা শূরা-২৩)

এ আয়াত শরীফের ব্যাখ্যায় বিশ্বখ্যাত তাফসীর “তাফসীরে মাযহারী” ৮ম জিঃ ৩২০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে-

لَا أَسْأَلُكُمْ أَجْرًا إِلَّا أَنْ تَوَدُّوا أَقْرِبَائِي وَأَهْلَ بَيْتِي وَعِتْرَتِي، وَذٰلِكَ لِأَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

অর্থ: “আমি তোমাদের নিকট প্রতিদান চাইনা তবে তোমরা আমার নিকটাত্মীয়, আহলে বাইত ও বংশধরগণের (যথাযথ সম্মান প্রদর্শন পূর্বক) হক্ব আদায় করবে। কেননা, নবীজি পাক ﷺ হচ্ছেন শেষ নবী। উনার পরে কোন নবী নেই।”

আহলে বাইতের ফযীলত সম্পর্কে বহু হাদীছ শরীফ বর্ণিত রয়েছে। তন্মধ্যে কতিপয় হাদীস শরীফ বর্ণনা করা হলো:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ، فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ، ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَا، ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾.

অর্থ” “হযরত আয়িশা ছিদ্দীক্বা রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বলেন, একদা ভোরবেলা হুযূর পাক ﷺ একখানা কাল বর্ণের পশমী নকশী কম্বল শরীর মুবারকে জড়িয়ে বের হলেন। এমন সময় হযরত ইমাম হাসান رضي الله عنه সেখানে আসলেন, তিনি তাঁকে কম্বলের ভিতরে প্রবেশ করিয়ে নিলেন। তারপর হযরত ইমাম হুসাইন رضي الله عنه আসলেন, তাঁকেও ইমাম হাসান رضي الله عنه উনার সহিত প্রবেশ করিয়ে নিলেন। অতঃপর হযরত ফাতিমা রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা আসলেন তাঁকেও তাতে প্রবেশ করিয়ে নিলেন। তারপর হযরত আলী رضي الله عنه আসলেন, তাঁকেও তার ভিতরে প্রবেশ করিয়ে নিলেন। অতঃপর নবীজি পাক ﷺ কুরআন শরীফ-এর এই আয়াত শরীফখানা পড়লেন, ‘হে আমার আহলে বাইত! আল্লাহ তায়া'লা আপনাদেরকে সকল প্রকার অপবিত্রতা থেকে মুক্ত রেখে পবিত্র করার মত পবিত্র করবেন।” (মুসলিম শরীফ)

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ﴾ دَعَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَقَالَ: «اللّٰهُمَّ هٰؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي.

অর্থ: “হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাছ رضي الله عنه বলেন, যখন ندع ابناءنا وابناءكم الاية (আসো আমরা আহ্বান করি আমাদের সন্তানগণকে ও তোমাদের সন্তানগণকে) আয়াত শরীফ নাযিল হলো, তখন নবীজি পাক ﷺ হযরত আলী رضي الله عنه, হযরত ফাতিমা রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা ও হযরত ইমাম হাসান رضي الله عنه এবং হযরত ইমাম হুসাইন رضي الله عنه কে ডাকলেন এবং বললেন, আয় আল্লাহ পাক! এরা সকলে আমার আহলে বাইত।” (মুসলিম শরীফ-২৪০৪ নং হাদীস)

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي

অর্থ: "হযরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ﷺ হতে বর্ণিত, রসূলে পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন, হযরত ফাতিমা রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা আমার (দেহ মুবারকেরই) একটি টুকরা। যে তাঁকে রাগান্বিত করবে, সে আমাকেই রাগান্বিত করলো।" (বুখারী-৩৭১৪ নং হাদীস)

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا بِمَاءٍ يُدْعَى خُمًّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ. فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَّرَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَنِي رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ: أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ، فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ» فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَّبَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَأَهْلُ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي.

অর্থ: "হযরত যায়িদ ইবনে আরকাম ﷺ বলেন, একবার রসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফ-এর মধ্যবর্তী "খোম" নামক পানির নালার নিকট দাঁড়িয়ে আমাদেরকে খুৎবা দান করলেন। প্রথমে আল্লাহ পাক উনার হামদ ও ছানা বর্ণনা করলেন, এরপর ওয়াজ ও নছীহত করলেন। অতঃপর বললেন, সাবধান! হে লোক সকল! নিশ্চয়ই আমি একজন বাশার, অচিরেই আমার নিকট আল্লাহ পাক উনার দূত (হযরত মালাকুল মউত আলাইহিস্ সালাম) আসবেন, তখন আমি আমার রব তায়ালার আহ্বানে সাড়া দিব। আমি তোমাদের মাঝে দু'টি মূল্যবান সম্পদ রেখে যাচ্ছি। তন্মধ্যে প্রথমটি হলো, আল্লাহ পাক উনার কিতাব, এর মধ্যে রয়েছে হিদায়েত ও নূর। অতএব, তোমরা আল্লাহ পাক উনার কিতাবকে খুব মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো এবং দৃঢ়তার সাথে তার বিধি-বিধান মেনে চলো। (বর্ণনাকারী বলেন,) আল্লাহ পাক উনার কিতাবের নির্দেশাবলী কঠোরভাবে মেনে চলার জন্য তিনি খুব বেশী উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করলেন।
অতঃপর বললেন, আর দ্বিতীয়টি হলো; আমার আহলে বাইত। আমি তোমাদেরকে আমার আহলে বাইত সম্পর্কে আল্লাহ পাক উনার তরফ থেকে বিশেষ নছীহত করছি। আমি তোমাদেরকে আমার আহলে বাইত সম্পর্কে আল্লাহ পাক উনার তরফ থেকে বিশেষ নছীহত করছি।" (মুসলিম শরীফ)

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَدِيٌّ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَى عَاتِقِهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ

অর্থ: "হযরত বারা ﷺ বলেন, আমি নবী পাক ﷺ উনাকে দেখেছি যে, তিনি হাসান ইবনে আলী ﷺ উনাকে নিজের কাঁধের উপর রেখে বলছেন, ও আমার আল্লাহ পাক! আমি তাঁকে মুহব্বত করি, আপনিও তাঁকে মুহব্বত করুন।" (বুখারী-৩৭৪৯ নং হাদীস)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجَّتِهِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ يَخْطُبُ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا: كِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي.

অর্থ: "হযরত জাবির ﷺ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ উনাকে দেখেছি, তিনি (বিদায়) হজ্জে আরাফাতের দিন তাঁর "কাসওয়া" নামক উষ্ট্রীর উপর সওয়ার অবস্থায় খুৎবা দান করছেন। আমি শুনেছি, তিনি খুৎবায় বলেছেন, হে লোক সকল! আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি, তোমরা যদি তাকে শক্তভাবে ধরে রাখ, তবে কখনও গোমরাহ হবেনা। তা হলো আল্লাহ পাক উনার কিতাব ও আমার ইতরত বা আহলে বাইত।" (তিরমিযী-৩৭৮৬ নং হাদীস)

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ: «أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَهُمْ، وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَهُمْ

অর্থ: "হযরত যায়িদ ইবনে আরকাম ؓ বলেন, নিশ্চয়ই রসূলে পাক ﷺ হযরত আলী ؓ, হযরত ফাতিমা রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা, হযরত ইমাম হাসান ؓ ও হযরত ইমাম হুসাইন ؓ সম্পর্কে বলেছেন, যারা তাঁদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করবে, আমি তাদের শত্রু। পক্ষান্তরে যে তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করবো।" (তিরমিযী-৩৮৭০ নং হাদীস)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

অর্থ: "হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন, হযরত ইমাম হাসান ؓ ও হযরত ইমাম হুসাইন ؓ দু'জনই জান্নাতী যুবকগণের সাইয়্যিদ।" (তিরমিযী-৩৭৬৮ নং হাদীস)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا.

অর্থ: "হযরত ইবনে উমর ؓ হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন, হযরত হাসান ؓ এবং হযরত হুসাইন ؓ তাঁরা দুজনেই দুনিয়াতে আমার দু'টি ফুলস্বরূপ। (বুখারী-৩৭৫৩ নং হাদীস)

আসসালামু আলাইকুম। আব্বাজান, আগামী ২০শে জুলাই আমাদের দাখিল পরীক্ষার রেজাল্ট প্রকাশিত হবে। আপনার নেক নজর ও দোয়া প্রত্যাশী।

দোয়া কামনায়:

মুহাম্মাদ হাফেজ তানজিল আল-আমিন,
মুহাম্মাদ হাফেজ আব্দুস সালাম, মুহাম্মাদ হাফেজ ইয়াসিন

عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حُسَيْنٌ مِنِّي وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ، أَحَبَّ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا، حُسَيْنٌ سِبْطٌ مِنَ الْأَسْبَاطِ.

অর্থ: "হযরত ইয়া'লা ইবনে মুররাহ ؓ বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ মুবারক করেছেন, হযরত হুসাইন ؓ আমার থেকে আর আমি হযরত হুসাইন ؓ থেকে। যে ব্যক্তি হযরত হুসাইন ؓ উনাকে মুহব্বত করবে আল্লাহ পাক তাকে মুহব্বত করবেন। হযরত হুসাইন ؓ বংশসমূহের মধ্যে একটি বংশ। (তিরমিযী-৩৭৭৫ নং হাদীস)

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: «الْحَسَنُ أَشْبَهُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ الصَّدْرِ إِلَى الرَّأْسِ، وَالْحُسَيْنُ أَشْبَهُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَٰلِكَ.

অর্থ: "হযরত আলী ؓ বলেছেন, হযরত হাসান ؓ হলেন (চেহারা-আকৃতি-অবয়বে) মাথা মুবারক হতে বক্ষ মুবারক পর্যন্ত রসূলুল্লাহ ﷺ উনার সদৃশ। আর হযরত ইমাম হুসাইন ؓ হলেন বক্ষ মুবারক হতে নীচ পর্যন্ত রসূলুল্লাহ ﷺ উনার সদৃশ। (তিরমিযী-৩৭৭৯ নং হাদীস)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحِبُّوا اللَّهَ لِمَا يَغْذُوكُمْ مِنْ نِعَمِهِ، وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي.

অর্থ: "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ؓ বলেন, রসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ মুবারক করেছেন, তোমরা আল্লাহ পাককে মুহব্বত করো। কেননা, তিনি তোমাদের প্রতি খাদ্যসামগ্রীর মাধ্যমে অনুগ্রহ করে থাকেন। আর আমাকে মুহব্বত কর আল্লাহ পাক উনার মুহব্বতে, যেহেতু আমি আল্লাহ পাক উনার হাবীব। আর আমার আহলে বাইতকে মুহব্বত কর আমার মুহব্বতে। (তিরমিযী-৩৭৮৯)

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ آخِذٌ بِبَابِ الْكَعْبَةِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَلَا إِنَّ مَثَلَ أَهْلِ بَيْتِي فِيكُمْ مَثَلُ سَفِينَةِ نُوحٍ، مَنْ رَكِبَهَا نَجَا، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا هَلَكَ.

অর্থ: "হযরত আবূ যর গিফারী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, তিনি কা'বা শরীফ-এর দরজা ধরে বলেছেন, আমি নবীজি পাক ﷺ উনাকে বলতে শুনেছি, সাবধান! আমার আহলে বাইত হলো তোমাদের জন্য হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম-এর নৌকার ন্যায়। যে তাতে আরোহন করবে, সে রক্ষা পাবে। আর যে তা হতে পশ্চাতে থাকবে সে ধ্বংস হবে। (মুসনাদে আহমদ শরীফ)

পবিত্র কুরআন শরীফের এসেছে,

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ

অর্থ: "নবীজি পাক ﷺ মুমিনদের কাছে তাদের জীবনের চেয়েও বেশি নিকটে। আর উনার স্ত্রীগণ উম্মতের মা। " (সূরা আহযাব-৬ নং আয়াত শরীফ)

যিনি হুজুর পাক ﷺ উনার ত্বরীকার উপরে চলবেন তিনি আওলাদে রসূল। হুজুর পাক ﷺ বলেন-

مَنْ سَلَكَ عَلٰى طَرِيْقَتِىْ فَهُوَ اٰلِىْ

অর্থ:- "যে ব্যক্তি আমার তরীক্বার উপর চলে, সে ব্যক্তি আমার আওলাদের অন্তর্ভুক্ত।" অর্থাৎ সত্যিকার মুমিন তথা অলীগণ আওলাদে রসূল ﷺ। (সিফরুস সায়াদাত, মাসিক আল বাইয়্যিনাত সহ অনেক বিশুদ্ধ কিতাব)

যামানার লক্ষ্যস্থল অলী-মুর্শিদ MMD. ইমাম মুফতী আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী উনার নেক সোহবতে এসে জুমআ আদায় করে বা নেট থেকে একটি ওয়াজ শুনে অথবা উনার কিতাব পড়ে হলেও আমাদেরকে হক্ব পথে চলার তৌফিক দান করুন- আমীন।

(অসমাপ্ত পরবর্তী অংশের জন্য সঙ্গে থাকুন)

আমাদের হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফের যাবতীয় তথ্য, ওয়াজ, কাসিদা, জুমআ'র বয়ান, কিতাব পেতে এবং লাইভ ওয়াজ শুনতে ওয়েবসাইটটি ভিজিট করুন:
www.hoquerdawat.com

নবী-রসূল عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ও অলী-আউলিয়ায়ে কিরাম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) উনাদের শাফায়াত করা প্রসঙ্গে (৫ম পর্ব)

মুহাম্মাদ মুফতী আব্দুর রউফ সিদ্দীকী

পূর্ব প্রকাশিতের পর.............

পবিত্র হাদিস শরীফের দৃষ্টিতে শাফায়াতের বিস্তারিত আলোচনা

মহান আল্লাহ্ পাক উনার হাবীব পাক (ﷺ) উনার পবিত্র হাদিস শরীফের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, আল্লাহ্র রসূল (ﷺ) সহ সকল নবীগণ ও আল্লাহর অলীগণ, শোহাদায়ে কিরাম প্রমূখ শাফায়াত করতে পারবেন। যেহেতু উনারা আল্লাহর সত্য সাক্ষ্য দেওয়ার পক্ষপাতি। প্রিয় নবীজি (ﷺ) উনার শাফায়াত হলো বড় বড় গুনাহগারেরের জন্য, আর ইহাকে শাফায়াতে কুবরা বলা হয়। এ বিষয়ে আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, ইমাম আবু দাউদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি), ইমাম ইবনু মাজাহ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি), ইমাম তিরমিজি (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) সহ অন্যান্য ইমামগণ বর্ণনা করেছেন,

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي

"হযরত জাবের (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) বলেন, রসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন, আমার শাফায়াত আমার উম্মতের বড় বড় গুনাহ্গারদের জন্য।" (সুনানু আবী দাউদ, ২য় জি: ৬৫২ পৃ: হাঃ নং ৪৭৩৯, তিরমিজি ২য় জি: ৭০ পৃ: হাঃ নং ২৪৩৫, সুনানু ইবনু মাজাহ ৩৩০ পৃ: মিশকাত শরীফ ৪৯৪ পৃ: মিরকাত শরহে মিশকাত ১০ম খণ্ড, ২৭০ পৃ: মুসনাদু আহমাদ ৩য় খণ্ড, ২১৩ পৃ: হাঃ নং ১৩২২২; তাফসিরে মাযহারী, ৫ম খণ্ড, ৩২৬ পৃ: আল মুস্তাদরাক, ১ম খণ্ড, ১০২ পৃ: তাবারানী: মু'জামুল আওছাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২০৫ পৃ: হাঃ নং ৩৫৬৬, জামেউছ ছাগীর, ২য় জি: ৩০১ পৃ: মুসনাদু আবী দাউদ ত্বায়ালিছী, হাঃ নং ১৭৭৪, মুসনাদু হারেছ, হাঃ নং ১১৩২, মুসনাদু বাজ্জার, হাঃ নং ৫৮৪০, মু'জামে আবী ইয়ালা হাঃ নং ১৯৮; তাওহিদ লি'ইবনি খুজাইমা ২য় খণ্ড, ৬৫১ পৃ: ছহীহ ইবনু হিব্বান হাঃ নং, ৬৪৬৭ তাবারানী: মু'জামুল কবীর, হাঃ নং ৭৪৯, তাবারানী তাঁর ছগীরে, হাঃ নং ৪৪৮; মুসনাদু শিহাব, ১ম খণ্ড, ১৬৬

পৃ: এ'তেকাদে বায়হাক্বী: ১ম খণ্ড, ২০০ পৃ: মুসনাদু আবী ইয়ালা, হাঃ নং ৩২৮৪, শুয়াবুল ঈমান, হাঃ নং ৩০৫-৬; হিলিয়াতুল আউলিয়া, ৩য় খণ্ড, ২০০ পৃ:)
ইমাম তিরমিজি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), ইমাম ছিয়ূতী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ও ইমাম হাকেম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হাদিসটিকে صَحِيحٌ ছহীহ্ বলেছেন।
এই হাদিসটি হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকেও একাধিক সূত্রে ছহীহ্ সনদে বর্ণিত আছে।
এই হাদিসটি ইমাম তাবারানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর কবীর ও ছাগীর গ্রন্থে হযরত ছালমান ফারছী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু আছ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে ছহীহ্ ও হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন। (আত তারগীব: ২য় খণ্ড, ৬৫৮ পৃ:)
অনুরূপ হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকেও ইমাম আহমাদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), বাজ্জার (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), আবু ইয়ালা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), ইবনু হিব্বান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সকলেই ছহীহ্ সনদে হাদিস বর্ণনা করেছেন। (আত তারগীব: ২য় খণ্ড, ৬৬০ পৃ:) হযরত হুজাইফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু), আবূ মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) থেকেও হাদিস বর্ণিত আছে।

সুতরাং উম্মতের শাফায়াতের জন্য স্বয়ং আল্লাহ্ পাক হুজুর পাক (ﷺ) উনাকে আহবান করবেন। তখন যা প্রার্থনা করা হবে ইহাই গ্রহণ করা হবে। সুতরাং ছহীহ হাদিস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হল, আল্লাহর রসূল (ﷺ) কিয়ামতের দিন উম্মতের বড় বড় গোনাহ্গারকে শাফায়াত করতে পারবেন।
এ বিষয়ে খতিবে বাগদাদী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বর্ণনা করেছেন,

أَخْبَرَنَا الأَزْهَرِيُّ وَالْقَاضِي أَبُو الْعَلاءِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالا: أخبرنا أَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الطَّرَسُوسِيُّ، قَالَ: حدثنا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زُرَيْقٍ بِحِمْصَ، قَالَ: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الشِّيزَرِيُّ، قَالَ: حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حِبَّانَ بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: حدثنا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شَفَاعَتِيْ لِأَهْلِ الذُّنُوْبِ مِنْ أُمَّتِيْ قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَعَمْ وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقَ عَلٰى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي الدَّرْدَاءِ.

-"হযরত আবু দারদা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত উনি বলেন, নবিজী পাক (ﷺ) বলেছেন, আমার সুপারিশ হলো আমার উম্মতের পাপীদের জন্য। হযরত আবু দারদা (رضي الله عنه) বলেন, যদি সে যিনা এবং চুরি করে তবুও কি? তখন প্রিয় নবিজী পাক (ﷺ) বললেন, 'হ্যাঁ' সে যিনা এবং চুরি করলেও। যদিও আবু দারদার নাসিকা ধূলায় মলিন হোক।" (ছূয়ূতী: জামেউল আহাদিস, ১৩ খণ্ড, ৪১৫ পৃ: হাঃ নং ১৩৪২৮, ছূয়ূতী: জামেউস ছগীর, হাঃ নং ৭১৪৭, হিন্দী: কানজুল উম্মাল, ১৪র্থ খণ্ড, ৩৯৮ পৃ: হাঃ নং ৩৯০৫৬, খতিবে বাগদাদী: তারিখে বাগদাদ, ১ম খণ্ড, ৪৩১ পৃ:)
সুতরাং রসূলে পাক (ﷺ) উনার শাফায়াতে বড় বড় গুনাহ্গার বান্দারা জাহান্নাম থেকে জান্নাতে যাবে। যেমন এ ব্যাপারে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলীম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) আরেকটি রিওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন,

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: يَخْرُجُ بِالشَّفَاعَةِ مِنَ النَّارِ قَالَ: نَعَمْ

- হযরত জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবিজী পাক (ﷺ) উনাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, শাফায়াতের দ্বারা জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। তিনি বললেন, হ্যাঁ।
(বুখারী: আস ছহীহ্, ৮ম খণ্ড, ১১৫ পৃ: হাঃ নং ৬৫৫৮, মুসলীম: আস ছহীহ্, ১ম খণ্ড, ১৭৯ পৃ: (৩১৮) হাঃ নং ১৯১)
এ বিষয়ে ছহীহ্ বুখারীতে আরেকটি রিওয়ায়েত এসেছে,

عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَدْخُلُونَ الجَنَّةَ، يُسَمَّوْنَ الجَهَنَّمِيِّينَ.

-"হযরত ইমরান ইবনু হুসায়ন (রাঃ) নবিজী পাক (ﷺ) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ) উনার শাফায়াতে একদল লোককে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদেরকে জাহান্নামী বলেই সম্বোধন করা হবে। (বুখারীঃ ছহীহ্ বুখারী ৮ খণ্ড, ১১৬ পৃঃ হা নং ৬৫৬৬, সুনানু আবী দাউদ, ৪র্থ খণ্ড, ২৩৬ পৃঃ হাঃ নং ৪৭৪০, আহমাদঃ আল মুসনাদ, ৩৩তম খণ্ড, ২২৮ পৃঃ হাঃ নং ১৯৮৯৭)

সুতরাং আল্লাহ্র রসূল পাক (ﷺ) উনার শাফায়াত উম্মতের বড় বড় গুনাহ্গারদের জন্য, যারা পাপের কারণে জাহান্নামে চলে যাবে। আল্লাহ্র হাবীব হুজুর পাক (ﷺ) তাদেরকে সুপারিশ করে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে নিয়ে যাবেন। **যামানার লক্ষ্যস্থল অলী-মুর্শিদ MMD. ইমাম মুফতী আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী উনার নেক সোহবতে এসে জুমআ আদায় করে বা নেট থেকে একটি ওয়াজ শুনে অথবা উনার কিতাব পড়ে হলেও আমাদেরকে হক্ব পথে চলার তৌফিক দান করুন- আমীন।**

(অসমাপ্ত) পরবর্তী সংখ্যার অপেক্ষায় থাকুন...........

Best Murshid Award

🖋 Muhammad Mashraful Siddique

* Muhammad Alhaj MMD. Mufti Imam Mufti Ashraf Alimullah Siddique*
BCS (A.C), Triple Title, B.A Honours (Fourth Stand), M.A (Fourth Stand)

"Whether anyone accepts it or not, in this era of fitnah and chaos, there are not two others like you, who are Allah-conscious and lovers of the Prophet. Through you, I along with millions of people have found the signs of Allah and His Rosul Sollallahu Alaihi Wa Sallam. I fear losing you more than losing myself! Truly, you are worthy of the 'Best Murshid Award', rather you are even more rightfully deserving than that. I know that even after a thousand attempts, I will never find another Murshid like you! May Allah Almighty fill you with a blessed life, spiritual strength and barakah and guide millions upon millions of people to the true path through you. Ameen!"

হাক্বিকতে বাইয়াত, দা'ওয়াত ও জিহাদভিত্তিক কুরআন-সুন্নাহর খিলাফত কায়েমের আপ্রাণ প্রচেষ্টা ও হক্ব পথে চলার জন্য যামানার মুজাদ্দিদ লক্ষ্যস্থল বগুড়া হক্কের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফের হক্কানী অলী-মুর্শিদ মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী উনার মত হক্বানী অলীদের সোহবত প্রয়োজন। সূরা তওবার ১১৯ নং আয়াত শরীফের ভিত্তি "তোমরা সত্যবাদীদের (অলীদের) সাথী হও।"

হযরত উসমান গনী যুন নূরাইন (রাঃ) উনার শাহাদাত মুবারক এবং প্রাসঙ্গিক পর্যালোচনাঃ (১ম পর্ব)

🖋 মুহাম্মাদ মোস্তাক আহমেদ রাহাত

মহান আল্লাহ্ পাক উনার উনার দায়িমী হাক্বীক্বী দীদার মুবারকে গমনের আনুষ্ঠানিকতাসমূহের মধ্যে পবিত্র শাহাদাত শরীফ অন্যতম। দ্বীন ইসলামের ইতিহাসে অত্যাধিক মর্মান্তিক শাহাদাতের ঘটনার মধ্যে আমীরুল মু'মিনীন, খলীফাতুল মুসলিমীন সাইয়্যিদুনা হযরত উসমান গনী যুন নূরাইন (রাঃ) উনার পবিত্র শাহাদাত মুবারক অন্যতম। সঙ্গতকারণেই এ বিষয়ে পবিত্র হাদীছ শরীফ ও ইতিহাসে ব্যাপক আলোচনা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

আমীরুল মু'মিনীন সাইয়্যিদুনা হযরত উসমান গনী যুন নূরাইন (রাঃ) উনার পবিত্র খিলাফতকাল সুদীর্ঘ বারো বছর। কিতাবে উল্লেখ করা হয়, প্রথম ছয় বছর কেবল বিজয় আর সমৃদ্ধি। কিন্তু জান্নাতী এই পরিবেশ মুনাফিক ও কাফিরদের সহ্য হলো না। দ্বীন ইসলামের সূচনা লগ্ন হতে চালিয়ে যাওয়া ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতাকে তারা আরো তীব্র হতে তীব্রতর করলো। সর্বতভাবে মুনাফিকদেরকে সচল করলো, পথে-ঘাটে লেলিয়ে দিলো। ইহুদী বংশোদ্ভূত আব্দুল্লাহ্ ইবনে সাবার নেতৃত্বাধীন মুনাফিকরা দ্বিতীয় ছয় বছরকে বিষাদময় করে তোলার জন্য অপচেষ্টা শুরু করল। তাদের এই ষড়যন্ত্রকে যখন কোনোভাবেই সফল করতে পারলো না,

তখন তারা স্বয়ং 'খলীফাতুল মুসলিমীন' উনাকে নিশানা বানায়। এই কাফিররা পূত-পবিত্র মদীনা শরীফকে রক্তে রঞ্জিত করতে চায়। কিন্তু খলীফাতুল মুসলিমীন তিনি পবিত্র মদীনা শরীফের ইজ্জত রহমত রক্ষার ব্যাপারে অটল অবিচল। প্রয়োজনে পবিত্র শাহাদাতের শারাবান তহুরা পান করবেন, কিন্তু পবিত্র মদীনা শরীফের হুরমতকে বিঘ্নিত করতে দিবেন না।

পবিত্র হাদীছ শরীফের মধ্যে ইরশাদ মুবারক করা হয়,

عَنْ حَضْرَتْ اَبِىْ سَهْلَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالـى عَنْهُ اَنَّ حَضْرَتْ عُـثْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ يَوْمَ الدَّارِ حِيْـنَ حُصِرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَـهِدَ اِلَـىَّ عَهْدًا فَاَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ

অর্থ: হযরত আবু সাহলা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমীরুল মু'মিনীন সাইয়্যিদুনা হযরত উসমান গনী যুন নূরাইন رضي الله عنه উনাকে যেদিন গৃহবন্দি করা হলো, সেদিন তিনি বললেন, নিশ্চয়ই নবীজি পাক ﷺ তিনি আমার কাছ থেকে একটি বিষয়ে ওয়াদা মুবারক নিয়েছেন। কাজেই, আমি এ বিষয়ে ধৈর্যধারণ করবো। (মুসনাদে আহমদ)

আমীরুল মু'মিনীন সাইয়্যিদুনা হযরত উসমান গনী যুন নূরাইন رضي الله عنه উনাকে উনার পবিত্র হুজরা শরীফে মুনাফিকরা অবরোধ করলো। পবিত্র মদীনা শরীফের হুরমত বিঘ্নিত হবে এই আশঙ্কায় পবিত্র মদীনা শরীফে তাদেরকে শাস্তি দিতে তিনি বারণ করলেন। মুনাফিকরা খিলাফতের দায়িত্ব ছিনিয়ে নেয়ার অমূলক প্রস্তাবনা দিলো। এখানেও তিনি ছবর করলেন।

পবিত্র হাদীছ শরীফের মধ্যে ইরশাদ মুবারক হয়েছে,

عَنْ حَضْرَتْ عَائِشَةَ عليها السلام قَالَتْ سَمِعْتُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول لعثمان عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّ اللَّهَ مُقَمِّصُكَ قَمِيصًا فَإِنْ أَرَادَ الْمُنَافِقُونَ خَلْعه فَلَا تَخْلَعْهُ حَتَّى تَلْقَانِي

অর্থ: উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা ছিদ্দীক্বা রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা তিনি বর্ণনা করেন, নবীজি পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি আমীরুল মু'মিনীন সাইয়্যিদুনা হযরত উসমান গনী যুন নূরাইন رضي الله عنه উনাকে সম্বোধন করে বলেন, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ পাক তিনি আপনাকে একখানা জামা মুবারক পরিধান করাবেন। মুনাফিকরা যদি তা খুলে নিতে চায়, তাহলে আমার সাক্ষাত মুবারকে মিলিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আপনি তা খুলবেননা। (ইবনু মাজাহ শরীফ)

অর্থাৎ, হে হযরত উসমান গনী যুন নূরাইন রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু! মহান আল্লাহ পাক তিনি খিলাফতের মহান দায়িত্ব আপনাকে অর্পণ করবেন। মুনাফিকরা আপনার সেই মহান দায়িত্ব ছিনিয়ে নেয়ার অপচেষ্টা করবে। আপনি নূরে মুজাসসাম হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ﷺ উনার দীদার মুবারকে গমন করার পূর্বে খিলাফতের মহান দায়িত্ব হস্তচ্যুত করবেন না। সত্যিই সাইয়্যিদুনা হযরত উসমান গনী যুন নূরাইন رضي الله عنه তিনি নূরে মুজাসসাম হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ﷺ উনার দীদার মুবারক গ্রহণ করার পূর্বে খিলাফতের দায়িত্ব হস্তচ্যুত করেননি।

(অসমাপ্ত) পরবর্তী সংখ্যার অপেক্ষায় থাকুন।

ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুর সিধলা ইউনিয়নে মুহাম্মাদ MMD. ইমাম মুফতী আশরাফ আলীমুল্লাহ্ সিদ্দীকী হুজুর ক্বিবলার একটি মাহফিল ছিল। মাহফিল থেকে আসার সময় হঠাৎ করে অটোর সামনের চাকা খুলে যায় পরে চাকার একটা নাট খোলার জন্য সবাই সর্বোচ্চ চেষ্টা করি কিন্তু খুলতে পারি নাই তখন হুজুরের তেল পরা ছিল একজনের কাছে তখন সেই তেল নাটে দিলে একবার ঘুরাতেই নাট খুলে যায়। সুবহানাল্লাহ্!

✍ <u>মুহাম্মাদ হাদিউল ইসলাম রতন</u>
<u>ময়মনসিংহ</u>

সত্য পথে এক টাকা দান করলে দশ থেকে সাতশত টাকা দান করার সওয়াব পাওয়া যায়।
আর কর্জে হাসানা দিলে ১৮ গুণ ছওয়াব পাওয়া যায়।

শিয়াদের ভ্রান্ত, কুফরী আক্বিদা ও হক্বের দা'ওয়াত

✍ মুহাম্মাদ রাকিবুল ইসলাম

বর্তমান পৃথিবীতে ইহুদী-নাছারা, মুশরিক এবং শিয়া, রাফেজী, ওহাবী-খারেজী, কাদীয়ানী কেউ সত্যিকারের মুসলিমদের আপন নয়। বরং বাত্বিল ফেরক্বাগুলো ইহুদীদের অর্থে এবং মদদে পুষ্ট এবং এবং সৃষ্ট।

বর্তমান ইরান ও ইসরায়েল আগ্রাসনের মধ্যে আমরা অনেকেই ইরান বা শিয়াদের পক্ষ নিয়ে কথা বলে থাকি। তাদের পক্ষ নেওয়ার আগে আমাদেরকে তাদের সম্পর্কে ভালোভাবে ধারণা রাখতে হবে। শিয়া সম্প্রদায় একটি বাতিল সম্প্রদায়। তাদের এমন কিছু মৌলিক আকিদা রয়েছে যা একজন ব্যক্তি বিশ্বাস করলে সরাসরি সে মুসলমান থেকে খারিজ হয়ে যাবে। তাদের থেকে আমাদের বিভিন্ন উপায়ে সচেতন থাকতে হবে।

শিয়াদের ক্ষেত্রে সচেতনতা সৃষ্টির প্রথম ধাপ হচ্ছে তাদের সেসব ভ্রান্ত বা কুফরী আক্বিদাসমূহ জানা। তাদের কুফরী আক্বীদা বিষয়ে সম্যক ধারণা অর্জন করা। তাদের এসব কুফরী আক্বিদার বিরুদ্ধে ওলামায়ে আহলুস সুন্নাহ খুব শক্ত ভাবে কলম ধরেছেন। যাতে বিবেকবান মানুষ তাদের এইসমস্ত আক্বিদা গুলো জেনে তা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ রুপে হেফাজতে রাখতে পারে। সে উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধে সংক্ষিপ্তাকারে তাদের নিজেদের গ্রন্থ থেকেই তাদের কিছু ভ্রান্ত ও কুফরী আক্বিদা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. শিয়া সম্প্রদায়ের একটি অন্যতম ও মূল আক্বিদা এই যে, আল্লাহ তায়ালা জিবরাঈল (عليه السلام) কে ওহি দিয়ে হযরত আলী (رضي الله عنه) উনার নিকট পাঠিয়ে ছিলেন। কিন্তু তিনি ভুল করে মুহাম্মাদ (صلى الله عليه وسلم) উনার নিকট তা অবতীর্ণ করেছেন। নাউযুবিল্লাহ্। তাদের কিতাব (আল মুনিয়াহ ওয়াল আমাল ফি শারহিল মিলাল ওয়ান নিহাল, পৃ. ৩০)।

২. শিয়াদের শায়খ ও কর্তাব্যক্তিরা এই বিশ্বাস রাখে যে, কুরআনে অনেক ত্রুটি রয়েছে। মূলত সঠিক কুরআন যখন সাহাবায়ে কেরাম رضي الله عنهم মাঝে ইরতিদাদ দেখা দিয়েছে (তাদের মতে) তখন তা আসামানে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। নাউযুবিল্লাহ্। (আত তানবীহ ওয়ার রাদ্দ পৃ.২৫)।

৩. তাদের ধারণা যে, তাদের ইমামরাই আল্লাহ তায়ালা ও মানুষের মাঝে মধ্যস্থতাকরী। যেকোনো সমস্যার সমাধানে তারা এগিয়ে আসতে পারবে। নাউযুবিল্লাহ্। (বিহারুল আনওয়ার: খ.২৩ পৃ.৯৯)।

৪. শিয়াদের শায়খদের অভিমত হচ্ছে যে, ইমামদের কবরের দিকে হজ করা কাবায় হজ করার থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং ছওয়াবের কাজ। নাউযুবিল্লাহ্। (ছাওয়াবুল আমাল ওয়া ইকাবুল আমাল: পৃ.১২১-১২২)।

৫. শিয়াদের একটি আক্বিদা হচ্ছে, যে ব্যক্তি হুসাইন (رضي الله عنه) উনার কবর যিয়ারত করলো সে যেন আরশে আল্লাহ তায়ালার যিয়ারত করলো। (আলমাযার আল মুফীদ: পৃ.৫১)।

৬. শিয়াদের একটি আক্বিদা হচ্ছে, মৃত ব্যক্তিকে সর্বপ্রথম আহলে বাইতের ভালোবাসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। (বিহারুল আনওয়ার: খ.২৭ পৃ.৭৯)।

৭. আল্লাহ তায়ালা এবং তাদের ইমামদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। নাউযুবিল্লাহ্। (মাছাবীহুল আনওয়ার ফি হাল্লি মুশকিলাতিল আখবার: খ.২ পৃ.৩৯৭)।

৮. শিয়াদের শায়খ কুলাইনী তার কিতাবে উল্লেখ করেছে যে, ভাগ্য খারাপ ও ভাল হওয়া এবং জান্নাত জাহান্নামে যাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু তারকা ও নক্ষত্রের প্রভাব রয়েছে। নাউযুবিল্লাহ্। (আর রওজা মিনাল কাফী খ. ৮ পৃ. ২১০৩)।

৯. শিয়াদের ধারণা, হযরত আলী (رضي الله عنه) অদৃশ্যের খবর জানেন। তারা বলে, তিনি নাকি বলেছেন, 'আমি জমিনের প্রতিপালক। নাউযুবিল্লাহ। আমার মাধ্যমেই জমীন স্থীর রয়েছে। দেখুন: মিরআতুল আনওয়ার: ৫৯)। তারা এটিও বিশ্বাস করে যে, তিনি দুনিয়া ও আখেরাতে যেভাবে ইচ্ছা পরিচালনা করতে পারেন। (দেখুন: উসুলুল কাফি: খ.১ পৃ.৩০৮)।

১০. শিয়া শায়খদের অভিমত, হযরত আলী (رضي الله عنه) মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করতে সক্ষম। (উসূলুল কাফি: খ.১ পৃ.৩৪৭)।

১১. আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন সময়ে প্রথম আসমানে রহমতে খাছ নাযিল করে বান্দাদেরকে ডাকেন, এটি আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের একটি মূল আক্বিদা। অথচ শিয়ারা এটি বিশ্বাস করেনা। বরং তাদের মতে যারা এই বিশ্বাস করে তারা সকলেই কাফের। নাউযুবিল্লাহ্। (উসূলুল কাফী- খ.১ পৃ.৯০-৯১)।

১২. শিয়াদের একটি উপদল ইমামিয়্যাহ, তারা তাদের ইমামদেরকে আল্লাহ তায়ালার গুণে গুণান্বিত মনে

করে। এমনকি তারা তাদেরকে আল্লাহর নামেও ডাকে নাউযুবিল্লাহ্। (উসূলুল কাফী-খ.১ পৃ.৩১০)।

১৩. শিয়াদের দাবি যে কালিমা 'লা ইলাহা ইল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' এর সাথে এটিও বলতে হবে যে 'ওয়া আলিউন ওয়ালিউল্লাহ' অর্থাৎ আলি আল্লাহ তায়ালার ওয়ালি। আজানে তারা এই বাক্যটি ব্যবহার করে এমনকি মৃত ব্যক্তিকে এই কালিমা বলে তালকীন করে। নাউযুবিল্লাহ্। (ফুরুউল কাফী-খ.৩ পৃ.৮২)।

১৪. শিয়াদের শায়খদের অভিমত হচ্ছে যে ব্যক্তি হযরত আবু বকর رضي الله عنه, ওমর رضي الله عنه, উছমান رضي الله عنه, মুআবিয়া رضي الله عنه, আয়েশা রদ্বিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহা এবং হাফসা রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহাদের প্রতি ফরজ নামাজের পর অভিশাপ দিবে, তারা আল্লাহ তায়ালার অতি নৈকট্যশীল বান্দা হতে পারবে। নাউযুবিল্লাহ। তাদের কিতাব (ফুরুউল কাফীঃ খ.৩ পৃ. ২২৪)।

১৫. শিয়াদের শায়খদের ধারনা এবং দাবি যে, তারা সাধারণ শিয়াদের জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবে। নাউযুবিল্লাহ্। (রিজালুল কাশিঃ খ.৫ পৃ.৪৯০-৪৯১)।

সংক্ষিপ্তাকারে উপরোল্লেখিত আক্বিদাগুলোই তাদের কুফুরীর প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। এছাড়াও শিয়াদের আরও অনেক ভ্রান্ত ও কুফরী মতবাদ রয়েছে। বিস্তারিত জানতে শাহ আবদুল আজিজ দেহলবী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) লিখিত " তুহফাতু ইসনায়ে আশারিয়া" ইমাম ইবনে হাজার হাইতামি (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) লিখিত "আস সাওয়ায়েকুল মুহরিকাহ "। ইবনে তাইমিয়া লিখিত মিনহাজুস সুন্নাহ কিতাব গুলো পড়তে পারেন যেখানে তারা শিয়াদের আক্বিদা সমূহ উল্লেখ করে তা বিস্তর খন্ডন করেছেন। মহান আল্লাহ পাক আমাদের এসকল ভ্রান্ত আক্বিদা থেকে হেফাজত করুন এবং **যামানার লক্ষ্যস্থল অলী-মুর্শিদ MMD. ইমাম মুফতী আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী উনার নেক সোহবতে এসে জুমআ আদায় করে বা নেট থেকে একটি ওয়াজ শুনে অথবা উনার কিতাব পড়ে হলেও আমাদেরকে হক্ব পথে চলার তৌফিক দান করুন- আমীন।**

আসসালামু আলাইকুম। আব্বাজান, আমার ২০২৬ সালের আলিম পরীক্ষা শুরু হয়েছে, আপনার নেক নজর ও দোয়া প্রত্যাশী।
মুহাম্মাদ হাফেজ ফরহাদ হোসাইন,
হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া সুন্নতী মাদ্রাসা দিনাজপুর শাখা মাদ্রাসা।

হক্বানী অলী-আওলিয়াদের অনুসরণ করা মহান আল্লাহ্ পাক উনার নির্দেশ (৪র্থ পর্ব)

মুহাম্মাদ রবিউল ইসলাম

পূর্ব প্রকাশিতের পর থেকে শুরু...............

আর হক্কানী আলেম উলামা ওলি আউলিয়াদের নিকট থেকে ইলম শেখা মানে হলো সহীহ্ হাদীস শরীফের অহীর বিধান মোতাবেক নবী আলাইহিমুস সালাম উনাদের থেকে ইলম অর্জন করা। কেননা হক্কানী আলিম দেরকে নবী আলাইহিমুস সালাম উনাদের ওয়ারিশ বলা হয়েছে। নবী আলাইহিমুস সালাম উনারা কোনো সম্পদ বা দিনার বা দিরহামের কোনো ওয়ারিশ বানান না। বরং তারা ইলমের ওয়ারিশ বানান। কেননা হাদীস শরীফে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ মুবারক করেন -

إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَرِثُوا الْعِلْمَ

অর্থঃ হক্কানী আলেম গণ নবী আলাইহিমুস সালাম উনাদের ওয়ারিশ তারা ইলমের ওয়ারিশ বানান।
(বুখারী শরীফ ১/৩৭ এবং তিরমিযী শরীফ ৪/১৫৩)

হাদীস শরীফে আমরা পেলাম যেকোনো বিষয় বুঝে পড়লে হয় না বরং তা ওস্তাদ, মুরুব্বি, পীর-মুর্শিদ উনাদের নিকট থেকে শিখতে হয় কারণ তারা সঠিক ব্যাখ্যা করতে পারে। একা একা ব্যাখ্যা করলে পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান। তাই সকল ক্ষেত্রে কোনো হক্কানী পীর-মুর্শিদদের নিকট থেকে তা গ্রহণ করতে হবে।

যদি না সেটা গুনাহের কাজ হয়। আর আল্লাহর অবাধ্য হয়ে কোনো মানুষের আদেশ মান্য করা যাবে না তাই যদি কোনো বৈধ বিষয় হয় তবে আমাদের পীর মুর্শিদদের সোহবতে থেকে উনাদের নিকট থেকে ইলম অর্জন করা। তাদের পরামর্শ অনুযায়ী চলা। (সূরা নাহল ৪৩ ও সূরা নিসা-৫৯, সূরা তাওবাহ্-১১৯)

হাদীস শরীফে এসেছে,

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو ابْنِ أَخِي الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ، مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى

الْيَمَنِ قَالَ: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟، قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟، قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي، وَلَا آلُو فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ، رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ

অর্থ: মু'আয ইবনু জাবাল (رضي الله عنه) কতিপয় সঙ্গীর সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাকে ইয়ামেনে পাঠানোর ইচ্ছা করলেন তখন বললেনঃ তোমার নিকট যখন কোন মোকদ্দমা আনা হবে, তখন তুমি কিসের ভিত্তিতে এর ফায়সালা করবে? তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব মোতাবেক। নবীজি পাক ﷺ বললেন, তুমি যদি আল্লাহর কিতাবে এর কোন ফায়সালা না পাও? মু'আয (رضي الله عنه) বললেন, তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -উনার সুন্নাত অনুযায়ী।

নবীজি পাক ﷺ বললেন, তুমি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ -উনার সুন্নাত এবং আল্লাহর কিতাবে এর ফায়সালা না পাও? মু'আয (رضي الله عنه) বললেন, তাহলে আমি ইজতিহাদ করবো এবং অলসতা করবো না। তখন নবীজি পাক ﷺ মু'আয رضي الله عنه উনার বুকে হাত মেরে বললেন, সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর রাসূলুল্লাহ ﷺ -উনার প্রতিনিধিকে আল্লাহর রাসূলের মনঃপুত কাজ করার তৌফিক দিয়েছেন।

হযরত আলী (رضي الله عنه) হুজুর পাক ﷺ উনাকে প্রশ্ন করলেন-

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ نَزَلَ بِنَا أَمْرٌ لَيْسَ فِيهِ بَيَانُ أَمْرٍ وَلَا نَهْيٍ فَمَا تَأْمُرُنِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «شَاوِرُوا فِيهِ الْفُقَهَاءَ وَالْعَابِدِينَ، وَلَا تَمْضُوا فِيهِ رَأْيَ خَاصَّةٍ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ مِنْ أَهْلِ الصَّحِيحِ؛

অর্থ: হযরত আলী (رضي الله عنه) বলেন, আমি হুজুর পাক ﷺ উনাকে বললাম, ও আল্লাহর রাসূল ﷺ! যদি আমরা এমন বিষয়ের সম্মুখীন হই যেটার ব্যাপারে কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফে সরাসরি কোনো আদেশ ও নিষেধ বুঝতে পারবোনা তাহলে আমাদের করনীয় কি? হুজুর পাক ﷺ বললেন, তখন সে ব্যাপারটি নিয়ে ফুকাহা এবং আবেদীনদের সাথে পরামর্শ করো, নিজের মতের উপর অব্যাহত থেকো না। (মাজমাউজ যাওয়ায়েদ ১/৩৬২)।

সুতরাং আমরা উক্ত ছহীহ্ হাদীস শরীফ থেকে জানতে পারলাম যে দ্বীনী যেকোনো বিষয়ে আমাদেরকে হক্কানী আলেম উলামা ওলি আউলিয়াদের নিকট থেকে সঠিক ব্যাখ্যা নিয়ে তার ওপর আমল করতে হবে। নিজের মনগড়া ব্যাখ্যা থেকে বিরত থাকতে হবে আর এটা একমাত্র সম্ভব কোনো হক্কানী পীর-মুর্শিদদের সোহবতে থেকে করা। মহান আল্লাহ পাক উনার নির্দেশ এটাই। অতএব প্রত্যেকের উপর এ বিষয়টি বাধ্যতামূলক যে কোনো হক্কানী পীর মুর্শিদ আলিম উলামা ওলি আউলিয়া উনাদের ছায়াতলে থেকে দ্বীনী ইলম অর্জন করা।

হক্কানী আলেম উলামা বাতিল ফেরকাদের মতামত ছুড়ে ফেলে দিয়ে সঠিক ব্যাখ্যা বের করে আনবে। বর্তমান যুগ অনেক ফেৎনা ফাসাদের যুগ এই যুগে অনেক বাতিল পন্থী লোক তারা নিজেদের স্বার্থের জন্য মনগড়া ফতোয়া দিয়ে নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে সাধারণ মানুষ গুলোকেও পথভ্রষ্ট করবে। হক্বপন্থী আলেম উলামা পীর-মুর্শিদগণ এদের প্রতিহত করে সত্যটা বের করে আমল করবে তার ইঙ্গিত দিয়ে হুজুর পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন -

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعُذْرِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَرِثُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَتَحْرِيفَ الْغَالِينَ.

অর্থ: হযরত ইব্রাহীম ইবনে আব্দুর রহমান আল -আযারী (ﷺ) থেকে বর্ণিত হুজুর পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন, ন্যায়পরায়ণ প্রতিটি উত্তরসূরী পূর্বসূরীদের কাছ থেকে দীনি ইলমের ধারক হবেন এবং অতিরঞ্জিতকারীদের অতিরঞ্জন ও বাতিলপন্থিদের মিথ্যাচার এবং জাহিলদের অপব্যাখ্যা এ দীন থেকে দূরীভুত করবেন। (সুনানে বায়হাকি ১০/২০৯, আল কামিল ১/১৪৭)

এতেই বুঝা যায় যে কুরআন ও সুন্নাহর যে কোনো বিষয় কোনো বিষয় মূর্খ জাহিলদের অপব্যাখ্যা কে উপেক্ষা করে হক্কানী আলেম উলামাদের মত গ্রহণ করতে হবে এবং জাহিল অজ্ঞদের মনগড়া ব্যাখ্যা কে দূরে সরিয়ে দিতে হবে। কারণ তারা কুরআন ও হাদীসের নির্ভূল মত দেওয়ার যোগ্যতা রাখে না। আমাদের কুরআন ও হাদীসের নির্ভূল ব্যাখ্যা এবং মত পেতে হলে আমাদের কে অবশ্যই কোনো এক হক্কানী পীর-মুর্শিদদের শরণাপন্ন হতে হবে।

কারণ তারা মনগড়া ব্যাখ্যা দেওয়া থেকে সম্পূর্ণ উর্দ্ধে। তারা সর্বদাই পূর্ববর্তী আকাবীরদের অনুসরণ করেই মত দিয়ে থাকেন। এবং কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে তারা সর্বদাই সচেতন থাকেন।

আবার মনগড়া ব্যাখ্যা দেওয়ার ভয়াবহতা সম্পর্কে হুজুর পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ

অর্থাৎ হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন- পরিপক্ক ইলম ব্যতীত কোনো বিষয়ে ফতোয়া দিলে সে পাপ ফতোয়াদাতারই হবে। (সুনানে আবি দাউদ ৪/৬৬ ইবনু মাজাহ ১/৪০) এবং মিশকাত শরীফ ১/৮১)

হাদীস থেকে আমরা জানতে পারলাম যে কোনো বিষয়ে পরিপূর্ণ ইলম না থাকলে সে বিষয়ে ফতোয়া দিতে হুজুর পাক ﷺ কঠোর নিষেধ করেছেন।

অতএব আমাদের জন্য আবশ্যক হলো যোগ্য ও বিজ্ঞ কোনো আলেম-উলামা, ওলি আউলিয়াদের থেকে কুরআন ও হাদীসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। আর এটাই হলো হক্কানী ওলি আউলিয়া পীর মাশায়েখদের অনুসরণ করার সারসংক্ষেপ।

মহান আল্লাহ পাক নূর নবিজী ﷺ উনার মুবারক উসিলায় আমাদের সকলকেই মেনে চলার তৌফিক দান করুন। এ যামানার হক্বানী পীর-মুর্শিদ মুহাম্মাদ MMD. মুফতী আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী উনার সঠিক ব্যাখ্যা মেনে চলার এবং হকের উপর অটল থাকার তৌফিক দান করুন আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

হাক্বিকতে বাইয়াত, দা'ওয়াত ও জিহাদভিত্তিক কুরআন-সুন্নাহর খিলাফত কায়েমের আপ্রাণ প্রচেষ্টা ও হক্ব পথে চলার জন্য যামানার মুজাদ্দিদ লক্ষ্যস্থল বগুড়া হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফের হক্কানী অলী-মুর্শিদ মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী উনার মত হক্বানী অলীদের সোহবত প্রয়োজন। সূরা তওবার ১১৯ নং আয়াত শরীফের ভিত্তি "তোমরা সত্যবাদীদের (অলীদের) সাথী হও।"

বলাৎকার নিয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও হক্বের দা'ওয়াত

✍ মুহাম্মাদ রবিউল ইসলাম জিহাদী

সমগ্র পৃথিবীতে অগণিত প্রাণী রয়েছে। যাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে মানবজাতির সেবাশুশ্রূষা করার জন্য। তাদের কল্যাণ সাধনের নিমিত্তে। কারণ মানুষ অতি সম্মানী প্রাণী। তামাম সৃষ্টি জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। তাদের রয়েছে সুশৃঙ্খল ও পরিপাটি জীবনব্যবস্থা। কুকুর, বিড়াল এবং অন্যান্য প্রাণীর মতো লাগামহীনভাবে আহার, যৌন চাহিদা নিবারণ তাদের জন্য সমীচীন নয়। এ জন্য মানুষকে মেনে চলতে হয় বিভিন্ন নিয়মকানুন। বৈধ সম্পর্কের জালে আবদ্ধ হয়ে তৈরি করতে হয় স্থায়ী জীবনব্যবস্থা। মানুষ থেকে শুরু করে প্রাণীরাও যৌন চাহিদার খাতিরে বিপরীত লিঙ্গের দ্বারস্থ হয়। পূরণ করে নিজেদের যৌন কামনা। মানুষ তো দূরের কথা কুকুর বিড়াল পর্যন্ত সমলিঙ্গের সঙ্গে যৌনকর্মে অনীহা প্রকাশ করে। কেননা বলাৎকার বা

সমকামিতা মানবসমাজ ও চতুষ্পদ জন্তুর কাছেও একটি ঘৃণিত কাজ। এর ক্ষতি ও অপকার সর্বজনস্বীকৃত।

✪ এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ মুবারক করেছেন-

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَتَأْتُونَ ٱلْفَـٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَـٰلَمِينَ۔ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ۔

“আমি লুত (ﷺ) উনাকে প্রেরণ করেছি। যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছো; যা তোমাদের পূর্বে সারা বিশ্বের কেউ করেনি? তোমরা তো কামনাবশত; পুরুষদের কাছে গমন করো নারীদেরকে ছেড়ে। বরং তোমরা সীমা অতিক্রম করেছো।" (সূরা আরাফ-৮০-৮১ নং আয়াত শরীফ)

✪ অন্যত্র আল্লাহ্ পাক বলেন,

اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ ۙ۔ وَ تَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَـكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَلْ اَنْـتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ

অর্থ: “সারা জাহানের মানুষের মধ্যে তোমরাই কি পুরুষদের সঙ্গে কুকর্ম কর? এবং তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্য সঙ্গিনী হিসেবে যাদের সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে বর্জন কর? বরং তোমরা সীমালজ্ঘনকারী সম্প্রদায়।" (সুরা শুয়ারা-১৬৫-১৬৬ নং আয়াত শরীফ)

✪ বলাৎকার বা সমকামিতা মস্তিষ্ক বিকার গ্রস্থ গর্হিত কাজ। কোনো সভ্য মানুষ এটা সমর্থন করতে পারে না। হাদীসে ভয়াবহতার কথা এসেছে,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ، وَالْمَفْعُولَ بِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مِثْلَهُ وَرَوَاهُ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ، وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ

অর্থ: হযরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন, তোমরা যদি কাউকে পাও যে লুতের সম্প্রদায় যা করত তা করছে, তবে হত্যা করো যে করছে তাকে আর যাকে করা হচ্ছে তাকেও।" (আবু দাউদ-৪৪৬২ নং হাদীস শরীফ)

✪ এমনিভাবে অন্য হাদীস শরীফে এসেছে,

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عُرْيَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عُرْيَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ

“হযরত আবু সাঈদ আল খুদরি (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন, একজন পুরুষ আরেক পুরুষের যৌনাঙ্গ দেখবে না। এক নারী আরেক নারীর যৌনাঙ্গ দেখবে না, একজন পুরুষ আর একজন পুরুষের সঙ্গে একই চাদরের নিচে ঘুমাবে না। এক নারী আরেক নারীর সঙ্গে কখনও একই চাদরের নিচে ঘুমাবে না। (আবু দাউদ-৪০১৮ নং হাদীস শরীফ)

✪ ইসলাম কত সতর্কতার সঙ্গে নারী-পুরুষদের একসঙ্গে থাকতে নিষেধ করেছেন। যাতে করে বলাৎকার বা সমকামিতার সম্ভাবনাই না থাকে। অন্য হাদীসে এসেছে,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ". قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ جَابِرٍ

“হযরত জাবির (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন, আমি আমার কওমের জন্য সবচেয়ে বেশি যে

জিনিসটা আশঙ্কা করি সেটা হলো লুতের কওম যা করতো সেটা যদি কেউ করে।" (তিরমিযি-১৪৫৭ নং হাদীস)

✪ বলাৎকার বা সমকামিতার শাস্তি খুবই কঠিন। হাদীস শরীফে এসেছে,

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ خُثَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدًا، يُحَدِّثَانِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الْبِكْرِ يُؤْخَذُ عَلَى اللُّوطِيَّةِ، قَالَ: يُرْجَمُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدِيثُ عَاصِمٍ يُضَعِّفُ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو

"হযরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, অবিবাহিত কাউকে যদি সমকামিতায় পাওয়া যায় তাহলে তাকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে।" (আবু দাউদ-৪৪৬৩ নং হাদীস)

✪ অন্য হাদীসে আরো এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو فَقَالَ " مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ " . وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْقَتْلَ وَذَكَرَ فِيهِ مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى بَهِيمَةً

"হযরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, রাসূলে পাক (صلى الله عليه وسلم) বলেছেন, "যে কাউকে লুত (عليه السلام) উনার কওমের মতো করতে দেখলে যে দিচ্ছে আর যে পাচ্ছে দুজনকেই হত্যা করো।" (তিরমিযী-১৪৫৬ নং হাদীস)

✪ অন্য হাদীসে আরো এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَلْعُونٌ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ، وَمَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

"হযরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, রাসূলে পাক (صلى الله عليه وسلم) বলেছেন, অভিশপ্ত সে, যে কিনা কোনো পশুর সঙ্গে কুকর্মে লিপ্ত হয়, আর অভিশপ্ত সে, যে কিনা সেটা করে যা লুতের সম্প্রদায় করত।" (মুসনাদে আহমদ-২৯১৩ নং হাদীস)

✪ অন্য হাদীসে আরো এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، قَالَ: "أَحْرَقَ عَلِيٌّ رضي الله عنه قَوْمًا، وَهَدَمَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه حَائِطًا عَلَى قَوْمٍ

"হযরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, হযরত আলী (رضي الله عنه) তার সময়ে দুজন সমকামিকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেন। আর হযরত আবু বকর (رضي الله عنه) তাদের ওপর দেয়াল ধসিয়ে দেন। (বায়হাকী-৫০৭৪ নং হাদীস)

মহান আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে এই ফিতনা-ফাসাদের সময়ে বর্তমান যামানার হক্বানী পীর-মুর্শিদ মুহাম্মাদ MMD. মুফতী আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী উনার সঠিক ব্যাখ্যা মেনে চলার এবং হকের উপর অটল থাকার তৌফিক দান করুন আমীন।

(বলাৎকারের মুখোশ উম্মোচন-১ম খন্ড, ১০-১১ পৃষ্ঠা)

(অসমাপ্ত) পরবর্তী সংখ্যার অপেক্ষায় থাকুন..........

বি:দ্রঃ কলাম, মতামত ও বিজ্ঞাপন বিভাগের লেখনীর জন্য সম্পাদক দায়ী নয়।

আলহামদুলিল্লাহ্
আমাদের হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া সুন্নতী গবেষণা কেন্দ্রে সকল বিষয়ে অকাট্য দলীল দেওয়ার জন্য বাত্বিল ফেরক্বাগুলোর মুরব্বীদের ১০০-২০০ বছর পূর্বে লিখিত কিতাব সহ প্রায় বিশ কোটি টাকার কিতাব মজুদ রয়েছে।

স্বাস্থ্যকথা

বর্ষার ভরা মৌসুমে সুস্থতা: কিছু জরুরি স্বাস্থ্য পরামর্শ

জুন মাসের তীব্র গরমের পর জুলাই মাসে প্রকৃতিতে নামে স্বস্তির বৃষ্টি। তবে এই রিমঝিম বৃষ্টির হাত ধরে স্বস্তির পাশাপাশি আসে নানা রোগব্যাধির উপদ্রব। বর্ষার এই সময়ে আর্দ্র আবহাওয়া এবং যত্রতত্র পানি জমে থাকার কারণে ডায়রিয়া, জন্ডিস, টাইফয়েড এবং বিশেষ করে ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ার মতো মশাবাহিত রোগের ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায়। তাই এই ভরা বর্ষায় নিজেকে এবং পরিবারকে সুরক্ষিত রাখতে কিছু বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা জরুরি।

বর্ষাকালের প্রধান স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও করণীয়:

১. মশাবাহিত রোগ (ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়া) থেকে সাবধান
জুলাই মাসে ডেঙ্গুর প্রকোপ সবচেয়ে বেশি দেখা দেয়। এডিস মশা সাধারণত পরিষ্কার ও স্থবির পানিতে ডিম পাড়ে।
করণীয়: ঘরের ফুলের টব, টায়ার, ডাবের খোসা বা ছাদে যেন কোনোভাবেই ৩ দিনের বেশি পানি জমে না থাকে। ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি ব্যবহার করুন এবং সন্তানদের ফুল হাতা পোশাক পরিয়ে রাখুন।

২. জলবাহিত রোগের প্রকোপ:
এ সময় সুপেয় পানির উৎসগুলো সহজেই দূষিত হতে পারে। ফলে ডায়রিয়া, টাইফয়েড ও জন্ডিসের (হেপাটাইটিস এ এবং ই) ঝুঁকি বাড়ে।
করণীয়: পানি অন্তত ১০-১৫ মিনিট ফুটিয়ে পান করুন। রাস্তার খোলা শরবত বা দূষিত পানির বরফ মিশ্রিত পানীয় খাওয়া থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকুন।

৩. ভাইরাল জ্বর ও সর্দি-কাশি:
হঠাৎ বৃষ্টিতে ভেজা বা স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ার কারণে ইনফ্লুয়েঞ্জা বা ভাইরাল জ্বরের প্রকোপ বাড়ে।
করণীয়: বৃষ্টিতে ভিজে গেলে দ্রুত শরীর ও চুল শুকিয়ে ফেলুন। কুসুম গরম পানি ও আদা-লেবু চা এ সময় শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।

বর্ষার ফল ও পুষ্টি: আমড়াঁ, পেয়ারা ও আনারস
মধু মাস শেষ হলেও জুলাইয়ের বর্ষায় বাজারে আসে আমড়া, জাম্বুরা, পেয়ারা ও আনারসের মতো টক-মিষ্টি ফল। এসব ফলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'সি' থাকে, যা বর্ষাকালীন সর্দি-কাশি প্রতিরোধে ঢাল হিসেবে কাজ করে। তবে যেকোনো ফল খাওয়ার আগে পরিষ্কার ও নিরাপদ পানিতে খুব ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে।

⚠ কিছু জরুরি সতর্কতা:

খাবার ঢেকে রাখুন: বর্ষায় মাছি ও মশার উপদ্রব বাড়ে। তাই রান্না করা খাবার সবসময় ঢেকে রাখুন।

বাসি খাবার বর্জন: আর্দ্র আবহাওয়ার কারণে এ সময় খাবার খুব দ্রুত নষ্ট বা ফাঙ্গাসাক্রান্ত হয়। তাই টাটকা খাবার খাওয়ার চেষ্টা করুন।

হাত ধোয়ার অভ্যাস: যেকোনো কিছু খাওয়ার আগে এবং বাইরে থেকে ফেরার পর সাবান দিয়ে অন্তত ২০ সেকেন্ড হাত ধোয়ার অভ্যাস বজায় রাখুন।

উপসংহার:

ইসলামে স্বাস্থ্য সুরক্ষাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সুস্থ থাকা এবং রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা রাসুলুল্লাহ ﷺ উনার সুন্নত। হাদীস শরীফে ইরশাদ মুবারক হয়েছে:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ: «اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ»

অর্থ: হযরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এক ব্যক্তিকে উপদেশ দেওয়ার সময় বললেন, "পাঁচটি অবস্থাকে পাঁচটি অবস্থার পূর্বে গণিমত (মূল্যবান সম্পদ) মনে করো। ১. তোমার বার্ধক্যের পূর্বে তোমার যৌবনকে; ২. তোমার অসুস্থতার পূর্বে তোমার সুস্থতাকে; ৩. তোমার দারিদ্রের পূর্বে তোমার ধনবত্তাকে (অভাবমুক্ত থাকাকে); ৪. তোমার ব্যস্ততার পূর্বে তোমার অবসর সময়কে এবং ৫. তোমার মৃত্যুর পূর্বে তোমার জীবনকে।" (মুস্তাদরাক হাকিম-৭৮৪৬, সহীহ্)

বর্ষার এই সময়ে সামান্য অসতর্কতা বড় বিপদের কারণ হতে পারে। তাই আসুন, আমরা আমাদের চারপাশ পরিষ্কার রাখি, নিরাপদ খাবার ও পানি গ্রহণ করি এবং আল্লাহর দেওয়া এই সুস্থতার নেয়ামতের সঠিক যত্ন নিই।

মহান আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআন শরীফে ইরশাদ মুবারক করেছেন:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

অর্থ: "আর তোমরা নিজেদের হাতকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না। আর তোমরা সৎকাজ করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।" (সূরো আল-বাক্বোরোহ্-১৯৫ নং আয়াত শরীফ)

নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন ও সচেতনতা ও মুর্শিদ ক্বিবলা উনার নেক সোহবতই পারে এই বর্ষায় আমাদের সুস্থ ও প্রাণবন্ত রাখতে, ইনশা-আল্লাহ্।

সম্পাদকীয়

সামাজিক অবক্ষয় ও অস্থিরতা দূরীকরণে ইসলামিক মূল্যবোধের বিকল্প নেই

বর্তমান সমাজে এক চরম নৈতিক অবক্ষয়, পারস্পরিক অবিশ্বাসের অস্থিরতা এবং মূল্যবোধের এক অভূতপূর্ব সংকট পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রতিদিন খবরের কাগজ খুললেই কিংবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে চোখ রাখলেই চুরি, ছিনতাই, খুন, রাহাজানি, দুর্নীতি, কিশোর অপরাধ (গ্যাং কালচার), পারিবারিক কলহ এবং সামাজিক সহিংসতার ও বলাৎকার সন্ত্রাসীপনার মতো জঘন্য ঘটনা আমাদের প্রতিনিয়ত শঙ্কিত ও মর্মাহত করে তুলছে। সমাজবিজ্ঞানীরা এর নানা জাগতিক কারণ দাঁড় করালেও এর আসল উৎস মানুষের মনস্তাত্ত্বিক ও আত্মিক সংকট। মানুষের মন থেকে যেন আল্লাহর ভয় (তাক্বওয়া) এবং আখিরাতের চূড়ান্ত জবাবদিহিতার অনুভূতি ক্রমশ বিলীন হয়ে যাচ্ছে। অথচ একটি ভারসাম্যপূর্ণ, শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ সমাজ বিনির্মাণের জন্য মানুষের ভেতরের এই আত্মিক ও নৈতিক পরিবর্তন সবার আগে প্রয়োজন। বাহ্যিক শাসন দিয়ে মানুষকে সাময়িক দমানো গেলেও, ভেতরের পচন রোধ করা যায় না।

পবিত্র কুরআন শরীফে আল্লাহ তাআ'লা এই মানবসৃষ্ট সংকটের মূল কারণ ও এর পরিণতি সম্পর্কে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ইরশাদ মুবারক করেছেন:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

অর্থ: "মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও পানিতে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে, যার ফলে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে তাদের কোনো কোনো কর্মের শাস্তি আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে।" (সূরা আর-রূম: ৪১)

আজকের সমাজব্যবস্থায় একশ্রেণির মানুষের সীমাহীন লোভ, ভোগবাদী মানসিকতা এবং অনৈতিক কর্মকাণ্ডের খেসারত দিতে হচ্ছে সাধারণ, নিরীহ ও খেটে খাওয়া আমজনতাকে। অর্থনৈতিক বৈষম্য, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং সুশাসনের অভাব সমাজকে এক চরম অস্থিরতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বস্তুবাদী সভ্যতার মোহে অন্ধ হয়ে আজ এক ভাই আরেক ভাইয়ের অধিকার হরণ করছে, সবলরা নির্মমভাবে দুর্বলদের ওপর জুলুম করছে। অথচ ইসলাম আমাদের একে অপরের অধিকার রক্ষা এবং পারস্পরিক সৌহার্দ্য বজায় রাখার কঠোর নির্দেশ দিয়েছে। সামাজিক সংহতি, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং পারস্পরিক সহানুভূতির ওপর জোর দিয়ে আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেছেন:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

অর্থ: "মুমিনদের উদাহরণ তাদের পারস্পরিক ভালোবাসা, দয়া ও অনুকম্পার দিক থেকে একটি দেহের মতো; যখন দেহের কোনো অঙ্গ অসুস্থ হয়, তখন পুরো দেহটিই অনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়।" (সহীহ মুসলিম: ২৫৮৬)

দুর্ভাগ্যবশত, আজকের সমাজ সেই 'এক দেহ' হওয়ার অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছে। উপরন্তু, আধুনিক প্রযুক্তির তথা Facebook, Youtube নেট জগতের অপব্যবহার, অপসংস্কৃতির আগ্রাসন এবং পারিবারিক বন্ধন শিথিল হয়ে যাওয়ার কারণে তরুণ সমাজ আজ চরম বিপথগামী। শিশু-কিশোর অপরাধের মতো ভয়াবহ ব্যাধি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। কেবল আইন প্রয়োগ করে, কারাগারের বন্দিশালা বৃদ্ধি করে বা কঠোর শাস্তি দিয়ে এই অপরাধের স্রোত পুরোপুরি দমন করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়; যদি না মানুষের অন্তরে ধর্মীয় মূল্যবোধ, সততা এবং পরকালের জবাবদিহিতার অমোঘ বীজ বুনে দেওয়া যায়। যখন একজন মানুষ বিশ্বাস করবে যে, দুনিয়ার চোখের আড়ালে অপরাধ করলেও হাশরের ময়দানে তাকে প্রতিটি অণু পরিমাণ কাজের হিসাব দিতে হবে, তখনই সমাজ থেকে অপরাধের মূলোৎপাটন সম্ভব।

অতএব, আমাদের জোর দাবি-রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সর্বস্তরে ইনসাফ, নৈতিক শিক্ষা এবং স্বচ্ছ জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় কেবল বস্তুগত শিক্ষার পেছনে না ছুটে এর পাশাপাশি ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের চর্চা বাধ্যতামূলক করতে হবে। পরিবারগুলোকে হতে হবে নৈতিকতা শিক্ষার প্রথম পাঠশালা, যেখানে মা-বাবা সন্তানদের হালাল-হারামের পার্থক্য শেখাবেন।

একই সাথে সমাজের বিত্তবান, প্রভাবশালী ও দায়িত্বশীল মহলের প্রতি আমাদের উদাত্ত আহ্বান-ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ান। সমাজ থেকে সব ধরনের জুলুম, শোষণ, সুদ-ঘুষ এবং মাদকতার অবসান ঘটাতে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসুন। আসুন, আমরা আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে নিজেদের সংশোধন করি এবং ইসলামিক জীবনাদর্শের আলোয় একটি শান্তিময় সমাজ গড়ে তুলি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা **যামানার লক্ষ্যস্থল অলী-মুর্শিদ MMD. মুফতী আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী উনার নেক সোহবতে এসে একটি জুমআ' আদায় করে বা নেট থেকে একটি ওয়াজ শুনে অথবা উনার কিতাব পড়ে হলেও আমাদের সমাজের মানুষগুলোকে শান্তি, শৃঙ্খল ও হেদায়েতের আলোয় আলোকিত করুন- আমীন।**

প্রযুক্তির অবক্ষয় ও হক্বানী অলীদের চরিত্রহনন: একটি ন্যাক্কারজনক অপচেষ্টা ও আইনি অপরাধ

মুহাম্মাদ তারিকুল ইসলাম তারেক

বর্তমান যুগ তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতি মানুষের জীবনযাত্রাকে সহজ করেছে ঠিকই, কিন্তু এর অপব্যবহার সমাজকে ঠেলে দিচ্ছে এক গভীর অন্ধকারের দিকে। সম্প্রতি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা AI (Artificial Intelligence) প্রযুক্তির অপব্যবহার করে যুগশ্রেষ্ঠ অলী, দেশ-বিদেশের কোটি কোটি ভক্ত-মুরিদের আস্থাভাজন সন্ত্রাস-জঙ্গীপনা বিরোধী মুর্শিদ-**মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম মুফতী আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী** হুজুরের ছবি তৈরি করা এ আই দিয়ে তৈরি করা কোনো পরিচয় ছাড়া মহিলার ছবির সাথে জুড়ে উনার চরম অবমাননা, মানহানিজনক আপত্তিকর ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যিনি কখনো ইচ্ছা করে ছবি-ভিডিও করেন না, কখনো কোনো পরনারীর সাথে দেখা করা তো দূরের কথা ৫ বছরের উর্ধ্বে কোনো শিশু-মেয়ের সঙ্গেও দেখা করেন না, উনার মত একজন তাক্বওয়াশীল আল্লাহর খালিছ অলীর ছবি এআই-এর মাধ্যমে বিকৃত করে ছড়ানো শুধু একজন ব্যক্তির ওপর আঘাত নয়; বরং পুরো হক্বানী আলেম সমাজ ও দ্বীনি ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে এক গভীর ষড়যন্ত্র এবং চরম ধৃষ্টতা এবং মস্তিষ্ক বিকার গ্রস্থ হিংসুক, অহংকারী, শিশু বলাৎকার বাহিনী, ওহাবী-খারেজী, বেঈমান, মুনাফিকদের চরম ঘৃণ্য ও নোংরা মনের অনুভূতি। **"মাসিক হক্বের দা'ওয়াত"** পত্রিকা ও **MMD. ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী** উনার কোটি কোটি ভক্ত-মুরিদদের পক্ষ থেকে আমরা এই ন্যাক্কারজনক ও ঈমানবিধ্বংসী কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। ইসলামের দৃষ্টিতে চরিত্রহনন কবিরা গুনাহ্। ইসলামে কোনো নির্দোষ মানুষের চরিত্রহনন, মিথ্যা অপবাদ এবং ছবি বিকৃত করা সম্পূর্ণ হারাম। পবিত্র কুরআন শরীফে আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ মুবারক করেছেন:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

"যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে তাদের অপরাধ ছাড়াই কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই মিথ্যা অপবাদ এবং স্পষ্ট গুনাহের বোঝা বহন করে।" (সূরা আল-আহযাব: ৫৮) যারা নিরলসভাবে হক্ব ইসলামের খেদমত করে যাচ্ছেন, তাঁদের সম্মান ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা করা প্রকারান্তরে আল্লাহর দ্বীনের আলো নেভানোর ব্যর্থ চেষ্টার শামিল। ফেক আইডির আড়ালে কাপুরুষোচিত চক্রান্ত এই কুচক্রী মহলটি নিজেদের পরিচয় লুকিয়ে রাখার জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন ভুয়া বা ফেক আইডি থেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ব্যবহার করে হুজুরের চরম অবমাননাকর, মানহানিকর ও আপত্তিকর ছবি পোস্ট করে এবং যতব্যক্তি তাদের অন্যায়ের পক্ষে Comment করে সহীহ্ হাদীস শরীফের ভাষায় তাদের সকল নেক আমল মুর্শিদ ক্বিবলা উনার আমলনামায় দিয়ে উনার জীবনের সকল গুনাহ্ গুলো নিজ কাঁধে বহন করছে এবং গীবত যেনার গুনাহ্ বহন করতেই থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। কারণ তারা অভিশপ্ত এজিদ বাহিনী। শুধু ছবি পোস্ট করাই নয়, পাশাপাশি হুজুরের নামে বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর এবং মানহানিকর কথাবার্তা লিখে উল্টাপাল্টা পোস্ট করা হচ্ছে। খারেজী বাত্বিল ৭২ ফিরকারা সরাসরি MMD. ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী হুজুরের সামনে দাঁড়ানোর সাহস না পেয়ে নিজেদের আসল চেহারা আড়াল করে এসব ফেক আইডি থেকে বিভ্রান্তি ছড়ানো চরম কাপুরুষতা এবং অসৎ উদ্দেশ্যের স্পষ্ট প্রমাণ। এই জঘন্য ঘটনার কারণে হুজুরের দেশ-বিদেশের কোটি কোটি ভক্ত ও মুরিদগণ বর্তমানে মানসিকভাবে চরম বিপর্যস্ত এবং সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হচ্ছেন।

আইনি পদক্ষেপ: বগুড়া সদর থানায় জিডি সম্পন্ন

এই জঘন্য সাইবার অপরাধের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফের কোটি কোটি ভক্ত-মুরিদদের পক্ষ থেকে বগুড়া সদর থানায় একটি আনুষ্ঠানিক সাধারণ ডায়েরি বা জিডি (GD) দায়ের করা হয়েছে। এতে মূল অভিযুক্তকে নির্দিষ্ট করে সাইবার ক্রাইম আইনে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানানো হয়েছে। দেশের প্রচলিত সাইবার আইন অনুযায়ী, অনুমতি ছাড়া কারও ছবি বিকৃত করা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে আপত্তিকর কন্টেন্ট বা "ডিপফেক" (Deepfake) তৈরি করা এবং তা ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়া সম্পূর্ণ বেআইনি এবং কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ। থানায় জিডি করার মাধ্যমে বিষয়টি এখন প্রশাসনের কঠোর নজরদারিতে রয়েছে। এখন তারা পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

মুমিনদের প্রতি আমাদের আহ্বান:

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের এই যুগে যেকোনো খবর বা ছবি দেখেই বিশ্বাস করা এবং তা শেয়ার করা একজন মুমিনের চরিত্র হতে পারে না। আল্লাহ তাআ'লা নির্দেশ দিয়েছেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوۡمَۢا بِجَهَٰلَةٖ فَتُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَٰدِمِينَ

"হে মুমিনগণ! যদি কোনো পাপাচারী তোমাদের কাছে কোনো বার্তা নিয়ে আসে, তবে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে..." (সূরা আল-হুজুরাত: ৬)

সহীহ্ হাদীস শরীফে এসেছে,

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ رَضِيَ عَنْهُ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

অর্থ: "হাফস ইবনু আসিম (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী অভিশপ্ত সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তা যাচাই না করে অন্যের কাছে প্রচার করে।" (সহীহ্ মুসলিম শরীফ-৫ নং হাদীস শরীফ)

এমন গীবতকারী যেনাকারীর চাইতেও নিকৃষ্ট পাপী। এগুলো ওহাবী-খারেজী বাত্বিল নোংরামনা মুন্সীদের কাজ MMD. ইমাম মুফতী আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী বা কোনো হক্বানী অলীদেরকে তারাই ভয় পেয়ে গণনা করে কিন্তু অলীদের তাদেরকে গণনার Time নেই। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন,

اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۚ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ؕ لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ؕ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ؕ

অর্থ: "সাবধান! আল্লাহর অলীদের কোনো ভয় নেই আর তাদের কোনো চিন্তাও নেই। যারা ঈমান আনে আর তাক্বওয়া অবলম্বন করে। তাদের জন্য সুসংবাদ দুনিয়ার জীবনে আর আখিরাতেও। আল্লাহর বিধানের কোনো পরিবর্তন হয় না, এটাই হলো বিরাট সাফল্য।" (সূরা ইউনুস-৬২-৬৪ নং আয়াত শরীফ)

সহীহ্ হাদীস শরীফে এসেছে,

مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- মহান আল্লাহ্ পাক বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোন অলীর সঙ্গে দুশমনি করবে, আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করব। (বুখারী শরীফ-৬৫০২ নং হাদীস শরীফ)

হাদীসে কুদসীতে মহান আল্লাহ্ পাক বলেন,

أَوْلِيَائِي تَحْتَ قَبَائِي، لَا يَعْرِفُهُمْ غَيْرِي

"হক্বানী অলীগণ আমার কুদরতি জুব্বা মোবারকের ভিতরে থাকেন। আমি ছাড়া আর কেউ তাদের চিনতে পারে না।" (হাদীসে কুদসী)

কোনো প্রযুক্তি যখন একজন মুত্তাকী আলেমের চরিত্রের সাথে সাংঘর্ষিক কিছু প্রদর্শন করে, তখন একজন সাধারণ মুসলমান হিসেবেও আমাদের বোঝা উচিত যে এটি সম্পূর্ণ বানোয়াট ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। ফেতনার এই যামানায় চোখ-কান খোলা রেখে সত্য-মিথ্যা যাচাই করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। তাই ফেসবুক বা অন্যান্য মাধ্যমে এমন কোনো ফেক আইডি বা পোস্ট দেখামাত্রই তা বিশ্বাস না করে অবিলম্বে 'রিপোর্ট' (Report) করার জন্য আমরা সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ

আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও তথ্য প্রযুক্তিমন্ত্রী সহ সাইবার ক্রাইম বিভাগ এবং দেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে জোর দাবি জানাচ্ছি যে, থানায় জিডিভুক্ত এই বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে অনতিবিলম্বে অপরাধী ও তার সহযোগী চক্রকে খুঁজে বের করা হোক। যেসব ফেক আইডি থেকে এই অপপ্রচার চালানো হচ্ছে, সেগুলোর পেছনে থাকা মূল হোতাদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক, যাতে ভবিষ্যতে কেউ কোনো ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব বা সাধারণ মানুষের সম্মান নিয়ে এভাবে ছিনিমিনি খেলার সাহস না পায়। পরিশেষে, আমরা মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদের সকলকে সব ধরনের ফেতনা ও চক্রান্ত থেকে হেফাজত করেন এবং মুসলিম উম্মাহকে প্রযুক্তির এই ভয়াবহ ফেতনা থেকে বেঁচে থেকে **যামানার লক্ষ্যস্থল অলী-মুর্শিদ MMD. মুফতী আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী উনার নেক সোহবতে এসে একটি জুমআ' আদায় করে বা নেট থেকে একটি ওয়াজ শুনে অথবা উনার কিতাব পড়ে হক্বানী আলেম ও অলী হওয়ার তৌফিক দান করুন- আমীন।**

"হক্ব তালাশীদের জন্য বিশেষ বার্তা"

প্রতিটি মানুষ জন্ম নেয় মুসলমান হয়ে। এ প্রসঙ্গে সহীহ্ হাদীস শরীফে এসেছে,

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ

হযরত আবূ হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবীজি পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন- প্রত্যেক নবজাতক ফিতরাতের উপর অর্থাৎ মুসলমান হয়ে জন্মগ্রহণ করে। (সহীহ্ বুখারী-১৩৮৫ নং হাদীস শরীফ) এরপর জন্মের পর যখন তার বোঝার মত বয়স হয় তখন তার মা-বাবা যে ধর্মে থাকে সে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এজন্য ১০ বছরের নিচে কোনো সন্তান মারা গেলে সে জান্নাতে যাবে। কিন্তু ১০ বছরের পর যখন সে বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন হয় তখন আল্লাহ্ পাক তাঁকে ধরবেন। কেন সে সত্য সঠিক ধর্ম ইসলামকে মেনে নিলোনা। এখন ইসলাম ধর্মের মধ্যেও নানারকম দল-মত, ফিতনা-ফাসাদ। তিরমিযী শরীফের ২৬৪১ নং হাদীসের ভিত্তিতে ধর্মের নামে ৭৩টি দল হবে। এখন এই ৭৩টি দলের মধ্যে কোনটি হক্ব? ৭৩টি দলের মধ্যে সবাইতো নিজেকে হক্ব বলে দাবী করছে। ইসলামের নামে যতগুলো দল রয়েছে কোনো দলই ১৫০-২০০ বছর অতিক্রম করেনি। শুধুমাত্র পীর-মুরিদীর ইসলাম সিলসিলা বাই সিলসিলা নবীজি পাক ﷺ থেকে চলে আসতেছে। আল্লাহর অলীরাই হিন্দুদেরকে কলেমা পড়িয়ে পড়িয়ে মুসলমান বানিয়েছেন। আর সেই মুসলমানের নাতি-পুতিরা মসজিদ, মাদ্রাসা বানিয়েছে। আর সেই মসজিদ-মাদ্রাসায় চাকুরী করে বলে পীর-মুরিদী মানেই ভন্ডামি। নাউযুবিল্লাহ্। এটাতো যার পাতে খাওয়া তার পাতেই পায়খানা করা হলো।

আজকে সাধারণ মানুষেরা সঠিক ইসলাম মানতে চায় কিন্তু তারা বুঝতে পারেনা যে, সঠিক ইসলাম কোনটা?

মহান আল্লাহ্ পাক ইরশাদ মুবারক করেন, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

অর্থ: যারা আমাকে পাওয়ার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা করে, তাদের জন্য হিদায়াতের সকল রাস্তা খুলে দিয়ে থাকি। (সূরা আনকাবুত-৬৯ নং আয়াত শরীফ) কিন্তু আজকে আপ্রাণ প্রচেষ্টা তো দূরেই থাক কারো সামান্যতম চেষ্টাটুকুও নেই। তাহলে হক্ব পথ পাবে কিভাবে? আজকে আমরা বাজারে যখন কোনো জিনিস কিনতে যাই যেমন, কোনো কাপড় কিনতে গেলে সেটা কত যাচাই-বাছাই করে কিনি, কোথাও কোনো খুঁত আছে কিনা। এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তারপর দরদাম করে সেটা কিনি। অথচ অনাদি-অনন্তকাল ধরে আমরা প্রত্যেকেই জান্নাতে থাকার বাসনা করি। কিন্তু বাত্বিল পথে নিজের জীবন অর্থ, সময়, শ্রম ব্যয় করলে কখনো জান্নাতে যাওয়া সম্ভব নয়। জান্নাতে যেতে হলে হক্ব পথে থাকতে হবে।

সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা মুহাম্মাদ MMD. ইমাম মুফতী আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী বলেন, যারা হক্ব পথে চলতে চান কিন্তু হক্ব খুঁজে পাচ্ছেন না বা কোনটা হক্ব কোনটা বাতিল সেটা বুঝতে পারছেন না, তারা তাহাজ্জুদ নামাজের সময়ে উঠে মন খুলে আল্লাহর দরবারে দুই হাত তুলে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কাঁদুন আর এভাবে দোয়া করুন, আয় আল্লাহপাক! আপনার এবং আপনার হাবীব ﷺ উনার সন্তুষ্টির পথে চলতে চাই। দয়া করে এই গুনাহগার বান্দাকে আপনার ও হুজুর পাক ﷺ উনার সরল, সঠিক ও সন্তুষ্টির হক্ব পথ দেখান, হক্বের পথে কবুল করুন। এভাবে প্রতিদিন দোয়া করতে থাকুন। বিশ্বাস করুন, আল্লাহপাক আপনাকে মাহরূম করবেন না। আল্লাহপাক অবশ্যই অবশ্যই আপনাকে উনার সন্তুষ্টির পথ দেখাবেন। ঐ জায়গায় নিয়ে যাবেন যেখানে দলীয় স্বার্থে অন্ধ না হয়ে কেবলমাত্র আল্লাহ্ ও নবীজি ﷺ উনাদের সন্তুষ্টি পাওয়া যায়। শুধুমাত্র নিয়ত, চেষ্টা এবং দোয়া এই তিনটি জিনিস থাকলে সে হক্ব পথ পাবেই ইনশা-আল্লাহ্।

"হক্বের দা'ওয়াত"

বর্তমান যামানায় বাইয়াত, দা'ওয়াত ও হাক্বিকতে জিহাদ ভিত্তিক কুরআন-সুন্নাহর জেনুইন ইসলাম যিনি নিজে মানছেন এবং সাধারণ মানুষদেরকে মানানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। তিনি হচ্ছেন বগুড়া হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফের **সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম মুফতী আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী**। তিনি মাথার তালু থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে নবীজি পাক ﷺ উনার সুন্নতকে অনুসরণ-অনুকরণ করেন। ৫ বছরের উর্ধ্বে কোনো শিশু মেয়ের সাথেও তিনি কখনো দেখা করেন না। (পাতিলের ভাত হয়েছে কিনা এজন্য পুরো পাতিলের ভাত টিপে দেখতে হয়না তার জন্য উপর থেকে একটি ভাত টিপলেই পুরো পাতিলের খবর পাওয়া যায়। **হাক্বিকতে বাইয়াত, দা'ওয়াত ও জিহাদভিত্তিক কুরআন-সুন্নাহর খিলাফত কায়েমের আপ্রাণ প্রচেষ্টা ও হক্ব পথে চলার জন্য যামানার মুজাদ্দিদ লক্ষ্যস্থল অলী বগুড়া হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফের হক্কানী অলী-মুর্শিদ মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম মুফতী আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী উনার মত হক্কানী অলীদের সোহবত প্রয়োজন। সূরা তাওবার ১১৯ নং আয়াত শরীফের ভিত্তি "তোমরা সত্যবাদীদের (অলীদের) সাথী হও।"** জীবনে একবার জুমআ'র নামাজে অংশগ্রহণ করে হলেও উনার সোহবতে আসুন। উনার সোহবতে আসা যদি সম্ভব নাও হয় তাহলে ইন্টারনেট থেকে ছবি-ভিডিও মুক্তভাবে উনার একটি ওয়াজ হলেও শুনুন। উনার লিখিত কিতাবগুলো পড়ুন। তাহলে সঠিক ইসলাম জানতে ও বুঝতে পারবেন ইনশা-আল্লাহ্। আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে হক্ব পথে কবুল করুন-আমীন।

(এই পৃষ্ঠা থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ফটোকপি করে লিফলেট আকারে প্রচার করার জন্য)

"আখেরী নবীজি ﷺ ও হক্বানী অলীদের দুশমনদের বিরুদ্ধে শর্ত সাপেক্ষে প্রকাশ্য বাহাসের চ্যালেঞ্জ"

বাহাসের মূল বিষয় হবে: তারা বনাম MMD. আশরাফ সিদ্দীকী। কে সত্য কে মিথ্যা? অথবা কে সঠিক কে বেঠিক? (যদি কোনো বিষয় উল্লেখ করতে ভয় পায়)

মহান আল্লাহ্ পাক বলেন, "ইসলামের ভিতরে কোনো বাড়াবাড়ি নেই" (সূরা বাকারা- ২৫৬) "সত্যের ওপরে এক হয়ে যাও, পৃথক হয়োনা" (সূরা আলে ইমরান- ১০৩) "ফিৎনা সৃষ্টি করা হত্যাকান্ডের চেয়েও জঘণ্য অপরাধ" (সূরা বাকারা- ১৯১ এবং ২১৭)। আল্লাহপাকের এমন হুঁশিয়ারির পরেও সমস্ত নবী রসূল ﷺ গণ ও আওলাদে রসূল ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরাম ﷺ গণ ও হক্বানী অলী আওলিয়াদের আমল আক্বিদার প্রতি বিশোদগার করে ছলচাতুরিতে ভরা হিংসাত্মক ও ধর্ম ব্যবসায়ীক হীন স্বার্থ হাছিলের উদ্দেশ্যে মিথ্যা বক্তব্য ও মিথ্যা লিফলেট ও বই প্রতি দোকানে-দোকানে, জনে জনে প্রচার করে শান্ত মুসলিম সমাজে অশান্তি, ভাগাভাগি ও ফিতনা সৃষ্টিকারী ওহাবী-খারেজী, বিশর বাহিনী ও এজিদ বাহিনী উলামায়ে সূ ধর্ম ব্যবসায়ী মৌ-লোভীদের দ্বারা প্রচারিত মিথ্যা বই, লিফলেট ও ভুয়া লোক দেখানো মিছিল মিটিং ও কুরআনের মাহফিল বন্ধের অপচেষ্টায় মিথ্যা বক্তব্যের জওয়াব দেওয়ার অধিকারে প্রথমে তাদের দ্বারা সম্পাদিত-

অমুসলিমদের তৈরী করা যাবতীয়, হারাম ও কুফরী আমল-আক্বিদা যেমন :

ইসলামের দোহাই দিয়ে খেলাফত ভুলে গিয়ে রাজনীতি তথা "জনগনই সকল ক্ষমতার উৎস" গণতন্ত্র করা, তাদেরকে ভোট দিলে নবী ভোট পাবে বলা, ভাস্কর্য হারাম আর ছবি-ভিডিওকে হালাল বলা, পবিত্র কুরআন হাতে হরতাল করে হরতাল ও লংমার্চ কে ঈমানী দায়িত্ব বলে কুফুরী করা ও জালাও-পোড়াও কে হেফাজতে ইসলাম নামে প্রচার করা এবং জুতা ফেলে পালিয়ে আসা, অসংখ্য কুরআন পুঁড়িয়ে ফেলা, কুশপুত্তলিকা তৈরি ও মানুষের লাশ পোড়ানো, অহরহ হারাম ছবি তোলা, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কওমি মৌলভীদের টিভিতে হারাম ছবি, মাহফিলে ও মসজিদে ভিডিও করা ও খেলা দেখা, ইন্টারনেটে কওমী টিভি চালু করা, তাদের মাদ্রাসা হতে টিভিতে প্রোগ্রামের ভিডিও পাঠানো, পবিত্র কুরআন হাতে নিয়ে পুলিশকে লাথি মারা, ঘেরাও, ভাংচুর, জনসাধারণের ইজ্জত নষ্ট করা, সারা দেশ অচল করে দেবো বলে কুফরী করা, নারী নেতৃত্ব ও মহিলা জামাত করা, বেপর্দা মেয়েদের সাথে প্রোগ্রাম করা, ফকির-মিছকিন, এতিম-অনাথের হক নষ্ট করে ছদকা, যাকাত, চামড়ার পয়সা আদায় করে তা দিয়ে বিল্ডিং, বাড়ি-গাড়ি তৈরী করে বিলাসিতার জীবন যাপন করা, নবীগণ ভুল করেছেন বলা, সাহাবীগণ মূর্খ ছিলেন বলা, ১৯৪০ সালে কওমি-ওহাবী মৌ-লোভী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ছয় উছুলি ইলিয়াসী তাবলিগ তথা তিন চিল্লা না দিলে ঈমান পাকা হবেনা বলা, তা ফরজ বলা এবং তাকে "নবীয়ানা কাম" বলে নবীজি পাক ﷺ উনার ওপরে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে নিজেদের এবং সাধারণ মানুষের ঈমান নষ্ট করা, মাখলুক কিছুই করতে পারেনা আল্লাহর হুকুম ছাড়া বলা, (তাহলে মাখলুক কি আল্লাহর হুকুমেই অন্যায় কাজ করে?) মিলাদ-ক্বিয়ামকে শিরক্-কুফরী বলা, নবীজিকে মাটির মানুষ বলা, পাঁচ তালি চোক্কা বেদয়াতি টুপি, লাল রুমাল ও কোনা ফাঁড়া পাঞ্জাবীকে সুন্নাত নামে চালিয়ে দিয়ে সুন্নাতের সাথে তামাশা করা, কুরআনের মাহফিলে বাধা দিয়ে কুফরী করা (সূরা হামীম সাজদাহ-২৬ নং আয়াত), এজিদের প্রশংসা করা, জঙ্গী-সন্ত্রাসী, হিংসা ও অহংকারী আচরণে মানুষকে ভয় দেখানো, পুরুষ ও মেয়ে শিশু বলাৎকার করা, মসজিদে একাধারে তিন চিল্লা তথা চার মাস ঘুমিয়ে রাত্রি যাপন করাসহ হুজুরপাক ﷺ ও হক্বানী অলীদের প্রতি দুশমনি আক্বিদাগুলো ও তাদের প্রচারিত মিথ্যা লিফলেটের কথাগুলো তারা কুরআন শরীফ ও সুন্নাহ শরীফের আলোকে সঠিক বলে প্রমাণ করা এবং মুহাম্মাদ আলহাজ্ব **MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী** উনার কোনো আমল আক্বিদাকে শরীয়ত বিরোধী প্রমাণ করার হিম্মত ও বুকের সাহস যদি তাদের থাকে তাহলে মিথ্যা ছলচাতুরিতে ভরা লিফলেট ও বই প্রচার না করে তারা যেন প্রকাশ্য ময়দানে বাহাসে বসে।

তাদের প্রতি, দুই মাসব্যাপী দৈনিক পত্রিকা ও মাইকিং এর মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার প্রসার করে মুহাম্মাদ আলহাজ্ব **MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী** উনার পক্ষ থেকে "শর্ত সাপেক্ষে প্রকাশ্য বাহাসের চ্যালেঞ্জ" ঘোষণা করা হচ্ছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য উনার লিখিত সনদসহ হাজার হাজার দলীল সমৃদ্ধ ১২ চাঁদের ২৪ ঘন্টার সুন্নতী আমল ও দোয়ার ভান্ডার, ফতওয়ায়ে আশরাফ সিদ্দীকী সহ উনার দলীলভিত্তিক লিখিত অসংখ্য কিতাব গুলো এবং অত্র লিফলেটটি নিজে পাঠ করুন অন্য দশজনকে পড়তে সাহায্য করুন। কমের পক্ষে অত্র লিফলেটটি ফটোকপি করে হাজার হাজার লিফলেট আকারে হক্বের দাওয়াত প্রচার করুন।"
"হক্ব কথা প্রচার করা উত্তম জিহাদ (গীবতও না অহংকারও নয়)"- "হক্বকে গোপনকারী বোবা শয়তান" *(সহীহ্ হাদীস শরীফ)* ।

<u>বাহাসের প্রাথমিক শর্তসমূহ :</u>

১। বাহাসের শুরুতেই উভয় পক্ষ নিজেদের আক্বীদা ও আমলগুলোর দলীল দিয়ে নিজেদেরকে মুসলিম প্রমাণ করতে হবে। কারণ মুসলিম হওয়া ব্যতীত বাহাস করার যোগ্যতা কেউ হাসিল করতে পারবেনা । উপরোক্ত বিষয়গুলো নিয়ে বাহাস করতে ভয় পাইলে বাহাসের একমাত্র বিষয় হবে- <u>তারা যে দল করে সেই দল বনাম MMD. ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী- কে সঠিক কে বেঠিক?</u>

২। বাহাসের বিষয় ও শর্তগুলো আইনগত মূল্যমানের সরকারি স্ট্যাম্পের ওপরে লিখিত হবে এবং উভয় পক্ষের আলেমগণ তাদের পেশার নাম ও দলের নাম ঠিকানাসহ নিজ হাতে স্বাক্ষর করবে। বাহাসের প্রচার প্রসার ও কিতাব পত্র বহনের জন্য উভয় পক্ষ বাহাসের পনেরো দিন পূর্বে আয়োজনকারী প্রশাসনের নিকট রিসিভ কপিভিত্তিক দুই লক্ষ টাকা করে জমা দিতে বাধ্য থাকবে। এটা কোনো হাউজী বা বাজী নয়। বাহাস নিয়েও পালানো বন্ধ করার জন্য বিজয়ী পক্ষের খরচগুলো বহনের জন্য পরাজিত পক্ষের সকল টাকা বিজয়ী পক্ষ প্রাপ্ত হবে।

৩। চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী ২য় পক্ষকে জেলা প্রশাসকের ও পুলিশ সুপারের অনুমতিনামার কপি আমাদের নিকটে অবশ্যই পেশ করতে হবে। কারণ দুর্বল দল তাদের নিকটে গিয়ে মিথ্যা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ভীতি দেখিয়ে ১৪৪ ধারা জারী করে যেন বাহাস বন্ধ করে দিয়ে মিথ্যা প্রচারের সুযোগ না পায়, তবেই সমাজের সন্দেহ নিরসন হয়ে মুসলিম সমাজ ফিৎনা মুক্ত হবে। একমাত্র প্রশাসনের মাধ্যম ছাড়া আমাদেরকে কেউ অযথা বিরক্ত বা হয়রানির চেষ্টা করলে তারা সন্ত্রাসী-জঙ্গী হিসেবে প্রমাণিত হবে এবং তৎক্ষনাৎ তাদেরকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে সোর্পদ করা হবে।

৪। ঢাকা শহরের প্রাণ কেন্দ্রে অথবা প্রতি জেলা শহরের প্রাণ কেন্দ্রে, বগুড়াতে হলে আলতাফুন্নেছা মাঠে ২ মাসব্যাপী প্রচার প্রসারের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে বাহাস হতে হবে। গ্রামে গ্রামে হবে না। (কেননা সম্মানিত জেলা প্রশাসক সাহেবের রুমে, এসপি সাহেবের রুমে, ইউএনও-ওসির রুমে অথবা অন্য কোনো সংকুচিত পরিসরে বাহাসে বসলে পরাজিত হওয়ার পরেও বেহায়াপনা করে তারা বিজয়ী হয়েছে বলে হাজার হাজার মুখে মিথ্যা প্রচারনা চালাতে অভ্যস্থ। ইতিপূর্বে আমাদের নিকটে তার অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে)

৫। পরাজিত দল অবশ্যই নিজের দল ত্যাগ করে তওবা করে বিজয়ীদের কাছে মুরিদ হয়ে, সারাজীবন তাদের সত্য মত-পথ মেনে নিতে বাধ্য থাকবে। আমাদের সাথে বসলে প্রকাশ্য ময়দানেই বসতে হবে কোনো বদ্ধ পরিসরে আমরা বাহাস করিনা।

৬। বাহাস কেবল মাত্র নিরপেক্ষ প্রশাসনিক কর্মকর্তা, কর্মচারী ও জনসাধারনের উপস্থিতিতে প্রকাশ্য ময়দানে অনুষ্ঠিত হতে হবে। ডিসি, এসপি বা থানা রুমের বদ্ধ জায়গায় হবে না। বাহাসের প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষ ব্যতীত কোনো তৃতীয় পক্ষ বিচারক হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারবেনা। কারণ উক্ত বিষয়গুলোর ব্যাপারে কেউই নিরপেক্ষ নয়। কাজেই কুরআন-সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তিতে সঠিক বলে যেই পক্ষ অধিক দলীলের ভিত্তিতে উপরোক্ত বিষয়গুলোর অধিকাংশ বিষয়ে উপরোক্ত ব্যক্তিদের নিকটে প্রমাণিত হবে সেই পক্ষই বিজয়ী দল হিসেবে সাব্যস্ত হবে। বাহাস অডিও হবে ও ইন্টারনেটে সারা পৃথিবীময় রেডিওতে লাইভ হবে। ছবি-ভিডিও করা যাবে না। কারণ শরীয়তে এটি হারাম। *(বুখারী শরীফ ২২২৫ ও মুসলিম শরীফ-২১১০ নং হাদীস শরীফ)*

৭। এতদিন পর্যন্ত হুজুর পাক ﷺ উনার সম্পর্কে মিথ্যা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত ও কুফরীতে নিমজ্জিত করার অপরাধে পরাজিত দলের সকল সদস্য জুতার মালা পরে গোটা শহর ঘুরতে বাধ্য থাকবে। বাহাসের পরবর্তী শর্তগুলো বাহাসের দিনের ২ মাস পূর্বে ডিড সম্পাদনের সময় জানানো হবে। ডিড হওয়ার পরে যে দল বাহাসে আসবে না বা কোনো ছল চাতুরী করে পালিয়ে যাবে বা হট্টগোল তথা সন্ত্রাস-জঙ্গীপনা করলে তারা আইনে সন্ত্রাসী-জঙ্গী এবং পরাজিত দল হিসেবে প্রমাণিত হবে।

৮। বিরোধী পক্ষের আমল আক্বিদাগুলোরও দলীল পেশ করতে হবে। দলীল হিসাবে আমাদের পক্ষ থেকে পেশ করা পবিত্র কুরআনের আয়াত ও হাদীস শরীফ গুলো খন্ডন করার জন্য নাছেখ আয়াত ও হাদীস শরীফ দিয়েই খন্ডন করতে হবে। যুক্তি দেওয়া যাবে না।

চ্যালেঞ্জ দেওয়ার কারণ : চ্যালেঞ্জ এর কিতাব পবিত্র কুরআন শরীফের সূরো বাক্বোরোর ২, ২৩ ও **১১১**নং আয়াতে আল্লাহ্ পাক কাফিরদের সন্দেহ নিরসনের জন্য চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন। কাজেই তাদের মত ধর্ম ব্যবসায়ীদের মিথ্যা বই, বক্তব্য ও লিফলেটের মাধ্যমে সৃষ্ট সন্দেহ এবং কুরআনের মাহফিল বন্ধের অপচেষ্টা ও ফিৎনা নিরসনের জন্য চ্যালেঞ্জ দেওয়া কুরআন ও সুন্নাহ্ শরীফেরই হুকুম। আমরা নিশ্চিত যে, একমাত্র আল্লাহ্ পাক উনার কুদরত ব্যতীত হাতের তালুর ওপরে পশম গজানো যেমন অসম্ভব- তার চাইতেও বেশি অসম্ভব ব্যাপার তাদের উপরোক্ত আমল-আক্বিদাগুলো কুরআন-সুন্নাহ্ সম্মত প্রমাণ করা। কারণ তাদেরই লিখিত অসংখ্য কিতাবে ঐগুলোকে কুফরী এবং ফাসেকী আমল-আক্বিদা বলে অভিহিত করা হয়েছে যা আমাদের নিকটে মওজুদ আছে।

আমরা কোনো রাজনৈতিক দলের অথবা মতের নই। আল্লাহ্ পাক সন্তুষ্টির জন্য কুরআন-সুন্নাহর সত্য কথাগুলো মানুষকে সঠিক আল্লাহ্ ওয়ালা তৈরীর লক্ষ্যে নির্ভিক চিত্তে প্রকাশ করে থাকি। যাকে আল্লাহপাক কবুল করবেন সেই বুঝতে পারবে। আল্লাহ্ পাক বলেন "সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রন ঘটাইওনা, সত্যকে জানার পরেও গোপন করোনা" *(সূরো বাক্বোরা : ৪২ নং আয়াত শরীফ)* "আজ হতে তোমাদের জন্য দ্বীন পূর্ন করে দিলাম" *(সূরো মায়িদা : ৩ নং আয়াত শরীফ)* "অমুসলিমের নিয়মনীতি অনুসরণ করলে তা কবুল হবে না । তারা দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্থ হবে" *(সূরো আলে ইমরান: ৮৫ নং আয়াত শরীফ)* "যে ব্যক্তি যে জাতির অনুসরণ করবে সে সেই জাতির অন্তর্ভূক্ত হবে" *(আবু দাউদ, মিশকাত ইত্যাদি সহ অসংখ্য কিতাব)* "মুমিনগণ জানমালের বিনিময়ে নেক কাজ করলে অবশ্যই তাদেরকে আল্লাহপাক গোটা দুনিয়ার খিলাফত দান করবেন" *(সূরা নূর : ৫৫ নং আয়াত শরীফ)* অতএব খিলাফত কায়েমের জন্য কোনো অমুসলিমের নিয়মনীতি ও তন্ত্রমন্ত্র কোন মৌলভী বা পীর সাহেবদের জন্য গ্রহণ করা কোনোক্রমেই জায়েয নেই।

"ইসলামী শরীয়তের কোনো হালালকে হারাম অথবা হারামকে হালাল বললে সঙ্গে সঙ্গে তার ঈমান নষ্ট হয়ে সে মুরতাদ তথা কাফির হয়ে যায়"। (সূরা আহযাব-৩৬, সূরা নিসা-৬৫ সহ আকাইদে নছফী, আকাইদে দেওবন্দ, ও আকাইদে আকবরসহ অসংখ্য কিতাব) আসুন- সত্যের ওপরে এক হয়ে সকলে মিলে হক্কানী অলী-আওলিয়াদের নেক সোহবতে এসে <u>সারা জগতে সহীহ্ ভাবে হাক্বিকতে বাইয়াত, দা'ওয়াত ও জিহাদভিত্তিক কুরআন-সুন্নাহর খিলাফত কায়েমের আপ্রাণ প্রচেষ্টা করি। আল্লাহ পাক হক্বের ওপর সবাইকে কবুল করুন- আমিন।</u>

(আলহামদুলিল্লাহ্-আমাদের মুফতী বোর্ড সুন্নতী গবেষণা কেন্দ্রে সকল বিষয়ে অকাট্য দলীল দেওয়ার জন্য বাত্বিল ফেরক্বার মুরব্বীদের দ্বারা ১০০-২০০ বছর পূর্বে লিখিত কিতাবসহ প্রায় বিশ কোটি টাকার কিতাব মজুদ রয়েছে।)

পরিশেষে আর একটি কথা না বললেই নয়, তা হলো- তাবৎ বাত্বিলপন্থী তথা, ওহাবী-খারেজী, বিশর বাহিনী ও এজিদ বাহিনী উলামায়ে সূ ধর্ম ব্যবসায়ী মৌ-লোভীদের আমাদের তরফ থেকে বহুবার ওয়াজ মাহফিল, **দৈনিক হক্বের ডাক, মাসিক হক্বের দা'ওয়াত** সহ অসখ্য পত্র-পত্রিকা, আমার লেখা কিতাব ও লিফলেট-হ্যান্ডবিলের মাধ্যমে 'প্রকাশ্য বাহাসের চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলা হয়ে থাকে যে-

"তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো, বুকে যদি সাহস থাকে, ইলমের যদি জোর থাকে, হিংসা, অহংকার, মিথ্যা ও ছলচাতুরী তথা শয়তানের গুণে গুণান্বিত না হয়ে এবং কুরআনের মাহফিল বন্ধ করার অপচেষ্টা করে- সূরা হা-মীম সাজদার ২৬ নং আয়াতের ভিত্তিতে কাফের-বেঈমান না হয়ে তাহলে প্রকাশ্য ময়দানে জনগণের সামনে এসে দলীল-আদিল্লাহ্ দ্বারা প্রমাণ করো **মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম মুফতী আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী উনার** কোনো আক্বীদা ও আমল শরীয়তের খিলাফ? যদি শরীয়তের খিলাফ প্রমাণ করতে পারো, তবে আমরা সবাই জনগণের সামনে প্রকাশ্যেই তওবা করে তোমাদের দলীল মেনে নিবো। আর যদি তোমাদের কোনো আক্বীদা ও আমল শরীয়তের খিলাফ বলে প্রমাণিত হয়, তবে তোমাদেরকেও প্রকাশ্য ময়দানে জনগণের সামনে এসে তওবা করে আমাদের দলীল মেনে নিয়ে আমাদের মুরিদ হতে হবে।"

কিন্তু আজ পর্যন্ত তারা আমাদের ডাকে বাহাছের সাড়া দেয়ার সাহস দেখাতে পারেনি। অথচ তারা আমাদের নামে মিথ্যা প্রপাগান্ডা ছড়ায় যে, 'আমরা নাকি তাদের ডাকে বাহাছের সাড়া দেইনা।' নাউযুবিল্লাহ! তাই এ রিসালার মাধ্যমে তাদেরকে আবারও প্রকাশ্যে বাহাছের চ্যালেঞ্জ জানানো হলো।

{বিশেষ দ্রষ্টব্য : লিফলেটটি ফটোকপি করে বেশি বেশি প্রচার করুন। উলামায়ে 'সূ' তথা ধর্ম ব্যবসায়ী, সন্ত্রাসী/জঙ্গীদের হাত থেকে সাধারণ মুসলমানদের ঈমান-আমল হিফাজতে সহায়তা করুন। যা সদকায়ে জারিয়া হিসেবে গণ্য হবে।}

হযরত আবু হুরাইরা رضي الله عنه বর্ণনা করেন, "হুজুর পাক ﷺ বলেন, শেষ যামানায় এক শ্রেণীর দাজ্জাল নামে মিথ্যাবাদী (আলেম নামধারী) কাযযাব বের হবে যারা (স্বীয় ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থে) হাদীসের নামে বানিয়ে বানিয়ে এমন সব মিথ্যা কথা বলবে, যা তোমরা কোনোদিন শোনো নাই, তোমাদের বাপ-দাদা পূর্বপুরুষ কোনোদিন শোনে নাই, এমন ব্যক্তি অথবা দলের নিকটে তোমরা যাবে না, তাদেরকে তোমাদের নিকটে আসতে দিবে না। তবেই তারা তোমাদেরকে ফিতনায় ফেলতে পারবে না এবং পথভ্রষ্ট (জাহান্নামী) করতে পারবে না"। *(মুসলিম শরীফ-৭ নং হাদীস, তিরমিযি, মিশকাত, মিরকাতসহ প্রায় ৩০টি হাদীস শরীফের কিতাব।)*

"হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত- নবীজি পাক ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতেরা ৭৩টি দলে বিভক্ত হবে ৭২টি দল (ধর্ম ব্যবসা ও হুজুর পাক ﷺ উনার প্রতি দুশমনি আক্বিদা পোষণের কারনে) জাহান্নামে যাবে (যদিও তারা লোক দেখানো নামাজ রোযা হজ্জ, যাকাত সবই আদায় করবে) একটি দল ছাড়া। সাহাবীগণ رضي الله عنهم বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্ ﷺ কোন দলটি জান্নাতী? হুজুর পাক ﷺ বললেন, যে দলের আমল, আক্বিদা, তাফসীর বয়ান আমি এবং আমার সাহাবী رضي الله عنهم গণের সাথে মিল থাকবে এমন একটি দল জান্নাতী তথা মুক্তি প্রাপ্ত হবে।" *(তিরমিযী- ২৬৪১ নং হাদীস ও আবু দাউদ- ৪৫৯৭ নং হাদীস, মিশকাত শরীফ ৩০ পৃ. ১৭১ নং হাদীস সহ প্রায় ১০৫টি হাদীসের কিতাব)।*